হজ্জ ও ওমরাহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হজ্জ ও ওমরাহ

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-১০

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

প্রকাশকাল

২০০১, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০২২ (৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম) ২০২৩ (৮ম, ৯ম); ১০ম প্রকাশ : মার্চ ২০২৪

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৮০ (আশি) টাকা মাত্র

HAJJ O UMRAH (10th Edn) By : **Dr. Muhammad Asadullah al-Ghalib**. Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**, Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Mob. 01770-800900, 01835-423410 E-mail: tahreek@ymail.com. Web: www. hadeethfoundationbd.com.

সূচীপত্র (المحتويات)

যরূরী টীকা সমূহ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً،

'আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ ফরয করা হ'ল ঐ লোকদের উপর, যাদের এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/৯৭)*।

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ–

'আর তুমি লোকদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে' *(হজ্জ-মাদানী ২২/২৭)*।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يآ أَيُّهَا النَّاسُ قَدَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا، رواه مسلم–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর' *(মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫)*।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده :

ভূমিকা (المقدمة)

হজ্জ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম *(বু. মু. মিশকাত হা/৪)*। এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার করলে সে ইসলাম থেকে খারিজ ও মুরতাদ হয়ে যায়। অতএব সামর্থ্যবান মুমিন নারী-পুরুষের জন্য যত দ্রুত সম্ভব ইসলামের এই রুক্ন আদায় করা কর্তব্য।

আল্লাহ্র নিকট কোন সৎকর্ম কবুল হয় না তিনটি শর্ত পূরণ করা ব্যতীত। (১) ছহীহ আক্বীদা (২) ছহীহ তরীকা ও (৩) ইখলাছে নিয়ত। অতএব শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও বিদ'আত মুক্ত ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক এবং পরকালীন মুক্তির খালেছ নিয়তে হজ্জ করলেই তবে তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবার সম্ভাবনা থাকবে।

আমরা আমাদের সাধ্যমত ছহীহ হাদীছ মোতাবেক সংক্ষেপে পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেছি। বিনিময় স্রেফ আল্লাহ্র নিকটেই কাম্য। আর আল্লাহ্র মেহমানদের নিকটে চাই প্রাণখোলা দো'আ। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ ও বান্দাদের নিকট সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী।

বিনীত- *লেখক।*

بسم الله الرحمن الرحيم

হজ্জ ও ওমরাহ

কা‘বার পরিচয় (تعارف الكعبة) :

পৃথিবীর নাভিস্থল[১] পবিত্র মক্কায় আল্লাহ্র হুকুমে পিতা ও পুত্র হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল

---

১. **প্রচলিত গ্রীনিচ মান নয়, কা‘বাগৃহ হ’ল মান নির্ণায়ক :** মুসলিম বিজ্ঞানী ও ওলামাগণ মান বা সময়ের কেন্দ্র হিসাবে গ্রীনিচ জিএমটির পরিবর্তে সঊদী আরবের মক্কাকে বেছে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তারা বলেন, মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হিসাবে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সবই কুরআনের পূর্বাভাস থেকে নেওয়া বিধায় মক্কাকেই সময় নির্ধারণী কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। সম্প্রতি কাতারে ‘মক্কা : তাত্ত্বিক ও তথ্যগত দৃষ্টিতে পৃথিবীর কেন্দ্র’ শিরোনামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তারা বলেন, অন্যান্য স্থানের উপর দিয়ে যে দ্রাঘিমা রেখা গিয়েছে, তার চেয়ে মক্কার উপর দিয়ে যাওয়া দ্রাঘিমা রেখা পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অনুপাতে উত্তর গোলার্ধের কাছাকাছি’। ফ্রান্সের জনৈক মুসলিম বিজ্ঞানীই সর্বপ্রথম বিষয়টি সকলের দৃষ্টিতে আনেন। অন্য একজন বিজ্ঞানী বলেন, বৃটিশরা গায়ের জোরে এরকম বৈজ্ঞানিক এবং যৌক্তিক ব্যাপারটিকে একটা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৃটেনের গ্রীনিচ সময়কে মান ধরার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। এটা স্রেফ জোচ্চুরি’ *(জিএমটির পরিবর্তে মক্কা- সময় গ্রহণের আহ্বান, দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ২৬/৪/০৮, শনিবার ৫ম পৃ. ৫-৭ কলাম।-বিবিসি)।*

(‘আলাইহিমাস সালাম) পৃথিবীর প্রথম ইবাদতগৃহ হিসাবে কা‘বাগৃহ নির্মাণ করেন *(আলে ইমরান ৩/৯৬-৯৭)*। যাকে আল্লাহ মুক্বীম-মুসাফির ত্বাওয়াফকারী ও ই‘তিকাফকারীদের জন্য সর্বদা ‘পবিত্র’ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।

আল্লাহ বায়তুল্লাহকে مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ‘মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান’ *(বাক্বারাহ ২/১২৫)* হিসাবে এবং قِيَامًا لِّلنَّاسِ ‘মানুষের জন্য কল্যাণ’ *(মায়েদাহ ৫/৯৭)* ও الْبَيْتُ الْعَتِيْقُ ‘মুক্তগৃহ’ হিসাবে অভিহিত করেছেন *(হজ্জ ২২/২৯)*। যা কাফেরদের অধিকার থেকে চিরকাল মুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর তিনি মুসলিম উম্মাহকে তাওহীদের এই বিশ্বকেন্দ্রটিকে সর্বদা মূর্তি ও মিথ্যা থেকে মুক্ত রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন *(হজ্জ-মাদানী ২২/৩০)*। দুর্ভাগ্য, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ইসমাঈল বংশের হওয়ায় বিমাতা ছোট ভাই ইসহাক তথা

‘ইস্রাঈল’ বংশের মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী ইহূদী-নাছারাগণ ইব্রাহীমী কা‘বায় হজ্জ করেন না। মুসলিম উম্মাহ্র বিরুদ্ধে তাদের বৈমাত্রেয় হিংসা অদ্যাবধি সক্রিয় রয়েছে। অন্যদিকে ইসমাঈল বংশীয় হওয়া সত্ত্বেও মক্কার কুরায়েশরা শিরকে নিমজ্জিত হয় এবং ইব্রাহীমী কা‘বাকে মূর্তি দিয়ে ভরে দেয়। পরে তাদেরই সন্তান মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসে পুনরায় কা‘বাকে মূর্তিমুক্ত করেন। যা অদ্যাবধি মূর্তিমুক্ত রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ *(দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)*।

হজ্জ-এর উদ্দেশ্য (أهداف الحج) :

হজ্জ মুমিনকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয় এবং তার আত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই সাথে হজ্জ মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ্র দ্বীনের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হ’তে উদ্বুদ্ধ করে।

হজ্জ-এর সংজ্ঞা (تعريف الحج) :

‘হজ্জ’-এর আভিধানিক অর্থ, সংকল্প করা (اَلْقَصْدُ)। পারিভাষিক অর্থ, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ত্বাওয়াফ, সাঈ ও ওকূফে আরাফা সহ অন্যান্য ইবাদত সমূহ পালনের জন্য <u>হজ্জের মাস সমূহে</u> বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করা।

ওমরাহ-এর সংজ্ঞা (تعريف العمرة) :

‘ওমরাহ’-এর আভিধানিক অর্থ, যিয়ারত করা; আবাদ স্থানে যাওয়ার সংকল্প করা (اَلْقَصْدُ إِلَى مَكَانٍ عَامِرٍ)। পারিভাষিক অর্থ, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বছরের <u>যেকোন সময়</u> ত্বাওয়াফ ও সাঈ সহ অন্যান্য ইবাদত সমূহ পালনের জন্য বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করা।

হজ্জ ও ওমরাহ্র সময়কাল (أيام الحج والعمرة) **:**

হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট তিনটি মাস হ'ল শাওয়াল, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ। এ মাসগুলির মধ্যে যেকোন সময় হজ্জের ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে এবং হজ্জের নিয়তে ৯ই যিলহজ্জ তারিখে আরাফা ময়দানে অবস্থান করবে। এটি হ'ল হজ্জের প্রধান রুকন। ৯ই যিলহজ্জ ফজর হ'তে ১০ই যিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফা ময়দানের যেকোন স্থানে হজ্জের নিয়তে সজ্ঞানে পবিত্র বা অপবিত্র যেকোনভাবে অবস্থান করলে অথবা ময়দানের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে আরাফায় অবস্থানের ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর এটি না হ'লে হজ্জ বিনষ্ট হবে এবং তখন এটি তার জন্য স্রেফ ওমরাহ হিসাবে গণ্য হবে।[২] পক্ষান্তরে 'ওমরাহ' করা

২. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫১৫-১৬ পৃ.; তিরমিযী হা/৮৯০ প্রভৃতি।

সুন্নাত। যা বছরের যেকোন সময় করা যায়।[৩] এজন্য আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা শর্ত নয়।

হুকুম (حكم الحج والعمرة) :

নিরাপদ ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান মুমিনের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।[৪] হজ্জের জন্য পাথেয় অপরিহার্য। ইয়ামনবাসীদের একটি দল পাথেয় ছাড়াই হজ্জ করত এবং বলত, نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ 'আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী'। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে তারা মানুষের নিকট সাহায্য চাইত। তখন আল্লাহ নাযিল করেন, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، 'তোমরা পাথেয় সাথে নাও।

---

৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৩৬২৯; বুখারী ২/১৪১; সাইয়িদ সাবিক্ব, মিসর (১৯১৫-২০০০ খৃ.), ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো: ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.) ১/৪৬২, ৫৪০।

৪. আলে ইমরান-মাদানী ৩/৯৭; আবুদাঊদ হা/১৭২১।

আর শ্রেষ্ঠ পাথেয় হ'ল আল্লাহভীরুতা'।[৫] রাসূল (ছাঃ) জনৈক উটের মালিককে বলেন, إِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ 'তুমি উট বাঁধো ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর' *(তিরমিযী হা/২৫১৭)*। কিছু লোক আল্লাহ্‌র উপর ভরসার নামে পাথেয় ছাড়াই হজ্জ-ওমরাহ করেন ও সেখানে গিয়ে ভিক্ষা করেন। তারা এটি থেকে বিরত থাকুন। কারণ তাদের উপরে হজ্জ ফরয নয়। অধিকন্তু অধিকবার হজ্জ বা ওমরাহ করা নফল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ 'হজ্জ একবার। বাকী সব নফল'।[৬]

৯ম অথবা ১০ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে জমহূর বিদ্বানগণের মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হজ্জের হুকুম নাযিল হয়

৫. বাক্বারাহ ২/১৯৭; বুখারী হা/১৫২৩; মিশকাত হা/২৫৩৩।
৬. হাকেম হা/৩১৫৫, ২/৩২১ পৃ.; আলবানী, মিশকাত হা/২৫২০।

এবং রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* ১০ম হিজরীতে জীবনে একবার ও শেষবার সপরিবারে হজ্জ করেন।[৭] তিনি জীবনে মোট ৪ বার ওমরাহ করেছেন। প্রথমটি ৬ষ্ঠ হিজরীতে, যা মক্কাবাসীদের বাধার কারণে সফল হয়নি।[৮] পরেরটি ৭ম হিজরীতে ক্বাযা ওমরাহ। তৃতীয়টি ৮ম হিজরীতে হোনায়েন যুদ্ধের পর এবং চতুর্থটি ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে।[৯]

যার উপরে হজ্জ ফরয, তার উপরে ওমরাহও ফরয। আল্লাহ বলেন, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، 'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১৯৬)*। হাদীছে জিব্রীলে হজ্জ ও ওমরাহকে একত্রে ফরয বলা

---

৭. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৪২, ৪৪৪; মুসলিম হা/১২১৮; ঐ, মিশকাত হা/২৫৫৫, ২৫৫৭-৬০ 'বিদায় হজ্জ' অনুচ্ছেদ।
৮. বুখারী হা/১৭৭৮; মুসলিম হা/১২৫৫; মিশকাত হা/২৫১৮।
৯. বুখারী হা/১৭৮১; মিশকাত হা/২৫১৯; দ্রষ্টব্য : 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৫৫৫, ২৫৫৭।

হয়েছে।[১০] কিন্তু যার উপরে হজ্জ ফরয হয়নি, তার উপরে ওমরাহ করা সুন্নাত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*।

ফযীলত (فضائل الحج والعمرة) :

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ–

১. রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে। যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি, সে হজ্জ হ’তে ফিরবে সদ্য প্রসবিত সন্তানের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়)’।[১১]

...وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ–

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কবুল হজ্জের পুরস্কার কিছুই নেই জান্নাত ব্যতীত’।[১২]

১০. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৫।

১১. বুখারী হা/১৫২১; মুসলিম হা/১৩৫০; মিশকাত হা/২৫০৭।

১২. বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৯; মিশকাত হা/২৫০৮।

কবুল হজ্জের নিদর্শন সমূহ (آثار الحج المبرور) :

'হাজ্জে মাবরূর' বা কবুল হজ্জ বলতে ঐ হজ্জকে বুঝায়, (ক) যে হজ্জে কোন গোনাহ করা হয়নি (খ) যে হজ্জের আরকান-আহকাম ছহীহ হাদীছ মোতাবেক যথাযথভাবে হয়েছে। (গ) হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর সে পূর্বের চাইতে উত্তম হয়েছে এবং পূর্বের গোনাহে পুনরায় লিপ্ত হয়নি'।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, ...سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى ضُلاَّلاً، 'হে লোকসকল! সত্বর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। অতএব সাবধান! তোমরা যেন আমার পরে পুনরায় পথভ্রষ্ট হয়ো না।[১৪]

---

১৩. ফাৎহুল বারী 'হাজ্জে মাবরূর-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ আলোচনা ৩/৩৮২ পৃ.।

১৪. বুখারী হা/৪৪০৬; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।

৩. রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ...وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ– 'ইসলাম, হিজরত ও হজ্জ মুমিনের বিগত সকল গুনাহ ধ্বসিয়ে দেয়'।[১৫]

৪. তিনি আরও বলেন, 'তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ্র মধ্যে পারম্পর্য বজায় রাখো (অর্থাৎ সাথে সাথে কর)। কেননা এ দু'টি মুমিনের দরিদ্রতা ও গোনাহ সমূহ দূর করে দেয়, যেমন স্বর্ণকারের আগুনের হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা ছাফ করে দেয়...'।[১৬] তিনি আরও বলেন, ওমরাহ সর্বদা হজ্জের (মাস সমূহের) মধ্যে প্রবেশ করবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত'।[১৭] সম্ভবতঃ সে কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় ছাহাবীগণকে প্রথমে ওমরাহ করে পরে হজ্জ

---

১৫. মুসলিম হা/১২১; মিশকাত হা/২৮।
১৬. তিরমিযী হা/৮১০; নাসাঈ হা/২৬৩০; মিশকাত হা/২৫২৪।
১৭. মুসলিম হা/১২৪১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৫৫৮।

করার অর্থাৎ 'তামাত্তু হজ্জ' করার তাকীদ দিয়েছেন এবং না করলে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন।[১৮]

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً– 'নিশ্চয়ই রামাযান মাসের ওমরাহ একটি হজ্জের সমতুল্য।[১৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ تَقْضِىْ حَجَّةً مَّعِىْ– 'নিশ্চয়ই রামাযান মাসে ওমরা করা আমার সাথে হজ্জ করার ন্যায়'।[২০]

৬. হযরত আয়েশা *(রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা)* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, তোমাদের জিহাদ

১৮. মুসলিম হা/১২১১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৫৫৭, ২৫৫৯-৬০।
১৯. বুখারী হা/১৭৮২; মুসলিম হা/১২৫৬; মিশকাত হা/২৫০৯।
২০. বুখারী হা/১৮৬৩; মুসলিম হা/৩০৩৯।

হ'ল হজ্জ' *(বুখারী হা/২৮৭৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহিলাদের উপরে 'জিহাদ' আছে কি? তিনি বললেন, আছে। তবে সেখানে যুদ্ধ নেই। আর সেটি হ'ল হজ্জ ও ওমরাহ'।[২১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অক্ষম বৃদ্ধ, ছোট, দুর্বল ও মহিলা সকলের জন্য জিহাদ হ'ল, হজ্জ ও ওমরাহ'।[২২] তিনি বলেন, 'শ্রেষ্ঠ আমল হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনা। অতঃপর শ্রেষ্ঠ হ'ল আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। অতঃপর শ্রেষ্ঠ হ'ল কবুল হজ্জ'।[২৩]

৭. রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَفْدُ اللهِ ثَلاَثَةٌ : الْغَازِىُ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ– 'আল্লাহ্র মেহমান হ'ল তিনটি

২১. আহমাদ হা/২৫৩৬১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০১; মিশকাত হা/২৫৩৪ 'মানাসিক' অধ্যায়।

২২. নাসাঈ হা/২৬২৬; মির'আত হা/২৫৩৮, ৮/৩৩৯ পৃ.।

২৩. বুখারী হা/২৬; মুসলিম হা/৮৩; মিশকাত হা/২৫০৬।

দল : আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধকারী, হজ্জকারী ও ওমরাহকারী'।[২৪]

৮. তিনি বলেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، 'শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল আরাফাহ দিবসের দো'আ...'।[২৫] তিনি বলেন, 'আরাফার দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন আল্লাহ এত অধিক পরিমাণ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন না। ঐদিন আল্লাহ নিকটবর্তী হন। অতঃপর আরাফা ময়দানের হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন ও বলেন, দেখ ঐ লোকেরা কি চায়'?[২৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ওরা আল্লাহ্র মেহমান। আল্লাহ ওদের ডেকেছেন তাই ওরা এসেছে। এখন ওরা চাইবে, আর আল্লাহ তা দিয়ে দিবেন'।[২৭]

---

২৪. নাসাঈ হা/২৬২৫; মিশকাত হা/২৫৩৭।
২৫. তিরমিযী হা/৩৫৮৫; মিশকাত হা/২৫৯৮।
২৬. মুসলিম হা/১৩৪৮; মিশকাত হা/২৫৯৪ 'মানাসিক' অধ্যায়।
২৭. ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩; আলবানী, ছহীহাহ হা/১৮২০।

৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ– 'যে ব্যক্তি হজ্জ, ওমরাহ কিংবা জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হ'ল এবং রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল, আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ নেকী লিখে দেন'।[২৮]

১০. হাজারে আসওয়াদ ও ত্বাওয়াফ (الحجر الأسود والطواف) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রুক্‌নে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্পর্শ করবে, সেটি তার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহের জন্য কাফফারা হবে' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭২৯)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র সাতটি ত্বাওয়াফ করবে এবং শেষে

---

২৮. বায়হাক্বী শো'আব; মিশকাত হা/২৫৩৯; ছহীহাহ হা/২৫৫৩।

দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করল'। 'এই সময় প্রতি পদক্ষেপে তার ১০টি করে গোনাহ ঝরে পড়বে ও ১০টি করে নেকী লেখা হবে ও আল্লাহ্র নিকটে তার মর্যাদার স্তর ১০টি করে বৃদ্ধি পাবে' *(আহমাদ হা/৪৪৬২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ত্বাওয়াফ হ'ল ছালাতের ন্যায়। তবে এই সময় প্রয়োজনে যৎসামান্য নেকীর কথা বলা যাবে'।[২৯]

তিনি বলেন, 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদকে উঠাবেন এমন অবস্থায় যে, তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে ও একটি যবান থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দিবে, যে খালেছ অন্তরে তাকে স্পর্শ করেছে'।[৩০]

---

২৯. তিরমিযী হা/৯৬০; মিশকাত হা/২৫৭৬।
৩০. তিরমিযী হা/৯৬১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৫৭৮।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হাজারে আসওয়াদ' প্রথমে দুধের চেয়ে সাদা ও বরফের চেয়ে মসৃণ অবস্থায় জান্নাত থেকে নাযিল হয়। অতঃপর বনু আদমের পাপ সমূহ তাকে কালো করে দেয়'।[৩১]

◈ মনে রাখা আবশ্যক যে, পাথরের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। আমরা কেবলমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর আমল করব। যেমন ওমর ফারূক (রাঃ) উক্ত পাথরে চুমু দেওয়ার সময় বলেছিলেন,

إِنِّىْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ، وَلَوْلاَ أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ-

৩১. তিরমিযী হা/৮৭৭; মিশকাত হা/২৫৭৭; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭৩৩।

‘আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারো না। তবে আমি যদি আল্লাহ্র রাসূলকে না দেখতাম তোমাকে চুমু দিতে, তাহ’লে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না’।[৩২] এ সময় ওমর (রাঃ) পাথরের উপর দুই ঠোঁট রেখে চুমু দিয়েছেন ও দীর্ঘক্ষণ কেঁদেছেন’।[৩৩] যেমন রাসূল (ছাঃ) কেঁদেছিলেন ও তাঁর দু’চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল *(বায়হাক্বী হা/৯৪৮৮, ৫/৭৪)*।

১১. যমযম পানি ও তার ফযীলত (ماء زمزم وفضيلته) : ত্বাওয়াফ শেষে দু’রাক‘আত ছালাত অন্তে যমযম পানি পান করা মুস্তাহাব। এটা দাঁড়িয়ে বা বসে দু’ভাবেই পান করা যায় *(ফাৎহুল*

৩২. বুখারী হা/১৬০৫; মুসলিম হা/১২৭০; মিশকাত হা/২৫৮৯।
৩৩. বায়হাক্বী শো‘আব হা/৩৭৬৫; হাকেম হা/১৬৭০।

বারী হা/১৬৩৭-এর আলোচনা)। রাসূল (ছাঃ) এসময় যমযম পানি পান করেছেন এবং বলেছেন, إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، ‘এটি বরকত মণ্ডিত’ *(মুসলিম হা/২৪৭৩)*। এসময় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত বিশেষ দো‘আ পাঠের প্রচলিত হাদীছটি মাওযূ‘ বা জাল *(ইরওয়া হা/১১২৬-এর আলোচনা)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ، ‘ভূপৃষ্ঠের সেরা পানি হ’ল যমযমের পানি। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্যেরও খাদ্য এবং রোগেরও আরোগ্য’ *(ছহীহাহ হা/১০৫৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘এই পানি কোন রোগ থেকে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে পান করলে তোমাকে আল্লাহ আরোগ্য দান করবেন’ *(ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৬৪)*।

বস্তুত যমযম হ'ল এক অলৌকিক কূয়া। যা দুগ্ধপোষ্য ইসমাঈল ও তার মা হাজেরার জীবন রক্ষার্থে এবং পরবর্তীতে মক্কার আবাদ ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনস্থল হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করেন।[৩৪]

---

৩৪. বুখারী হা/৩৩৬৪ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়; দ্র. লেখক প্রণীত 'নবীদের কাহিনী' ১/১৩৪-৩৫ পৃ.।

'যমযম' (زمزم) : ১৮ ফুট দৈর্ঘ, ১৪ ফুট প্রস্থ ও অন্যূন ৫ ফুট গভীরতার এই ছোট্ট কূয়াটি অলৌকিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বিগত প্রায় চার হাযার বছরের অধিককাল ধরে এই কূয়া থেকে দৈনিক হাযার হাযার গ্যালন পানি মানুষ পান করছে ও সুস্থতা লাভ করছে। কিন্তু কখনোই পানি কম হ'তে দেখা যায়নি বা নষ্ট হয়নি। বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অবশেষে এ পানির অলৌকিকত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের ল্যাবরেটরী রিপোর্ট এই যে, এ পানিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সল্টের আধিক্যের কারণে পানকারী হাজীদের ক্লান্তি দূর হয়। অধিকহারে ফ্লোরাইড থাকার কারণে এ পানিতে কোন শেওলা ধরে না বা পোকা জন্মে না'। অথচ দেড় হাযার বছর আগেই নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এ পানির উচ্চগুণ ও মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করে গেছেন *(দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী ৪/৭ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০১, পৃ. ১৭-১৮)*।

হজ্জ শেষে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় সাথে যমযম পানি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হাদীছে নির্দেশনা রয়েছে *(তিরমিযী হা/৯৬৩)*।[৩৫]

---

৩৫. সম্প্রতি জাপানী বিজ্ঞানী মাসারু ইমোতো (১৯৪৩-২০১৪ খৃ.) 'ক্রিস্টাল' বা স্ফটিক ও পানির উপরে ১৫ বছর ধরে গবেষণা করার পর 'মেসেজেস ফ্রম ওয়াটার' বা 'পানির বার্তা' শিরোনামে ৫ খণ্ডের একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। যার উপসংহারে তিনি বলেন, আমি প্রমাণ করেছি যে, এ অদ্ভুত পানি চিন্তা করতে, উপলব্ধি করতে, উদ্দীপ্ত হ'তে এবং নিজেকে প্রকাশ করার সামর্থ্য রাখে। যমযমের এক ফোঁটা পানির মধ্যে যে পরিমাণ খনিজ উপাদান রয়েছে, তা অন্য কোনো পানির মধ্যে পাওয়া যায় না। যমযমের মতো বিশুদ্ধ পানি আর কোথাও নেই। এটা বারবার ব্যবহারেও নিজের গুণ বদলায় না। এক ফোঁটা যমযমের পানি এক বোতল পানির মধ্যে ফেললে পুরা বোতলের পানিই যমযমের পানির গুণ ধারণ করে। তিনি প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে, খাওয়ার আগে বা পরে বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করলে সাধারণ পানির গুণগত মানও পরিবর্তন হয়ে যায়। তা বিভিন্ন রোগের নিরাময়ে কাজে লাগে। তিনি তার এক মুসলিম ছাত্রের মাধ্যমে এই পানির উপর আল্লাহ্র ৯৯টি নাম বা আসমাউল হুসনা পাঠ করান। তাতে দেখা যায় যে, প্রতিটি নাম পাঠে স্ফটিক একটি নিজস্ব আকৃতি ধারণ করে (এর দ্বারা পানিতে আল্লাহ্র কালাম পড়ে ফুঁক দিলে তাতে যে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণিত হ'ল-লেখক)।

১২. হারামায়েনে ছালাত আদায়ের ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ– 'অন্যত্র

তিনি বলেন, যমযম কূয়ার পানি ভূমিতল হ'তে ১০.৬ ফুট নিচে। যা থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ৮০০০ লিটার পানি যদি ২৪ ঘণ্টা ধরে উত্তোলন করা হয়, তবে এর পানির স্তর প্রায় ৪৪ ফুট নিচে নেমে যায়। অপরদিকে পানি উত্তোলন বন্ধ করা হ'লে ১১ মিনিটের মধ্যে পুনরায় যমযমের পানির স্তর ১৩ ফুট উপরে উঠে আসে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় ৬৯১ মিলিয়ন লিটার পানি উত্তোলন করার পর মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে পুনরায় সেটি পূরণ হয়ে যায়।

এখানে দু'টি মু'জেযা রয়েছে। একটি হ'ল এটি তাৎক্ষণিক পানি দ্বারা পূর্ণ হওয়া। দ্বিতীয় হ'ল এই পানি বেরিয়ে যায় না। কেননা যদি এখান থেকে পানি বের হ'তে পারতো, তাহ'লে যমযমের পানিতে পৃথিবী তলিয়ে যেতো *(সূত্র : কয়েকটি জাতীয় দৈনিক ফেব্রু' ২০১৯; নভে' ২০২৩)*।

ছালাত আদায়ের চেয়ে আমার মসজিদে ছালাত আদায় করা এক হাযার গুণ উত্তম এবং মাসজিদুল হারামে ছালাত আদায় করা এক লক্ষ গুণ উত্তম’ *(ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬)*। যদিও হজ্জ ও ওমরাহ পালনের সাথে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের কোন সম্পর্ক নেই এবং রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারতেরও কোন সম্পর্ক নেই।

১৩. অনুষ্ঠান সমূহ সঠিকভাবে পালন করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর দিন উটের পিঠে বসে বড় জামরায় কংকর মারার পর বলেন, خُذُوا عَنِّى مَناسِكَكُمْ ‘হে জনগণ! তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম সমূহ শিখে নাও। কেননা আমি জানিনা এ বছরের পর আমি আর হজ্জ করতে পারব কি-না’ *(নাসাঈ হা/৩০৬২)*। অতএব হজ্জের প্রতিটি অনুষ্ঠান সঠিকভাবে ও খুবই ভক্তির সাথে পালন করা কর্তব্য।

দ্রুত হজ্জ সম্পাদন করা (التعجيل في الحج):

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِى مَا يَعْرِضُ لَهُ– 'তোমরা দ্রুত (ফরয) হজ্জ সম্পাদন কর। কেননা কেউ জানে না তার ভাগ্যে কি ঘটবে' *(আহমাদ হা/২৮৬৯)*। স্বামী-স্ত্রী একত্রে কিংবা একে অপরের অর্থে হজ্জ বা ওমরাহ করতে পারবেন। তাতে উভয়ের জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে।[৩৬] খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলতেন, আমার মন চায় যে লোকদের পাঠিয়ে খবর নেই, কার সামর্থ্য আছে, অথচ সে হজ্জ করেনি। অতঃপর তার উপর জিযিয়া কর আরোপ করি। সে মুসলিম নয় (২ বার)'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে ইহূদী হয়ে মরুক বা নাছারা

---

৩৬. মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৯৩৪।

হয়ে মরুক (৩ বার)'।[৩৭] যাদের উপরে হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও নানা অজুহাতে দেরী করেন, তারা হাদীছটি লক্ষ্য করুন।

বদলী হজ্জ (حج البدل) **:** যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু অতি বার্ধক্য বা রোগের কারণে নিরাশ হয়ে গেছেন, তাঁর পক্ষে সন্তানরা বা অন্য কেউ বদলী হজ্জ বা ওমরাহ করতে পারবেন।[৩৮] তবে বদলী হজ্জ বা ওমরাহকারীকে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে।[৩৯] হজ্জ ফরয হৌক বা না হৌক, অছিয়ত করুন বা না করুন, যেকোন মুসলিম মাইয়েতের পক্ষে সন্তানরা বদলী হজ্জ বা ওমরাহ

---

৩৭. ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর হা/৯৫৭, ২/৪৮৮, মওকূফ ছহীহ; বায়হাক্বী হা/৮৯২৩, ৪/৩৩৪।
৩৮. আবুদাঊদ হা/১৮১০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৫২৮।
৩৯. আবুদাঊদ হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩; মিশকাত হা/২৫২৯ 'মানাসিক' অধ্যায়; মির'আত হা/২৫৫৩ আলোচনা ৮/৪১০।

করতে পারবে।[৪০] নারী পুরুষের পক্ষে অথবা পুরুষ নারীর পক্ষে বদলী হজ্জ বা ওমরাহ করতে পারেন *(বুখারী হা/১৮৫৫; মুসলিম হা/১৩৩৪; মিশকাত হা/২৫১১)*। মুসলিম মাইয়েতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, ছাদাক্বা করা ও তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৭০)*।

শিশুর হজ্জ (حج الصبى) **:** শিশু হজ্জ করলে তার হজ্জ হবে ও তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক নেকী পাবেন।[৪১] কিন্তু ঐ শিশুর উপর থেকে হজ্জের ফরযিয়াত বিলুপ্ত হবে না। বরং বড় হয়ে সামর্থ্যবান হ'লে পুনরায় তাকে নিজের হজ্জ করতে হবে।[৪২]

---

৪০. আবুদাঊদ হা/২৮৮৩; মিশকাত হা/৩০৭৭।
৪১. মুসলিম হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/২৫১০; মির'আত ৮/৩১৫।
৪২. বায়হাক্বী হা/৮৮৭৫, ৪/৩২৫; ছহীহুল জামে' হা/২৭২৯।

অন্যের খরচে হজ্জ (الحج بنفقة الغير) :

অন্যের খরচে ও ব্যবস্থাপনায় হজ্জ করা যাবে এবং এর ফলে তার উপর থেকে হজ্জের ফরযিয়াত উঠে যাবে। কারণ এর মাধ্যমে তিনি হজ্জের সামর্থ্য অর্জন করেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ৬৫৯৩, ১১/৩৬ পৃ.)*। যিনি হজ্জ করাবেন এবং হজ্জকারী উভয়ে হজ্জের পূর্ণ নেকী পাবেন। অতএব আল্লাহ যাদের তাওফীক দিয়েছেন, তাদের উচিত অন্যদের হজ্জ করানো। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ صَرُورَةَ فِي الْإِسْلاَمِ– 'ইসলামে বিবাহহীন বা হজ্জহীন থাকার অবকাশ নেই'।[৪৩] অথচ বহু মুমিনের আকাংখা থাকা সত্ত্বেও তারা অর্থাভাবে হজ্জ করতে পারেন না।

---

৪৩. হাকেম হা/২৬৭৩, ২/১৭৩, ছহীহ; মিশকাত হা/২৫২২।

সফরের পূর্বে করণীয় (الأعمال قبل السفر) :

১. (ক) নিজের হালাল মাল থেকে হজ্জ করা (খ) ঋণসমূহ পরিশোধ করা (গ) শরীকদের অংশ বুঝে দেওয়া (ঘ) পরিবারের জন্য অছিয়ত করা বা অছিয়তনামা লিপিবদ্ধ করা ও তাদের প্রতি তাক্বওয়ার উপদেশ দেওয়া (ঙ) সকল কবীরা গোনাহ থেকে খালেছ অন্তরে তওবা করা।

২. সফরের পূর্বে হাজী ছাহেবগণ যাতায়াত ব্যবস্থা ও মক্কা-মিনা, আরাফা-মুযদালেফা প্রভৃতি অবস্থান সম্পর্কে এবং হজ্জের আরকান-আহকাম ও যাবতীয় নিয়ম-কানূন ভালভাবে জেনে নিবেন। বিশেষ করে সফরের দো‘আ, ইহরামের দো‘আ ও ‘তালবিয়াহ’ ভালভাবে মুখস্ত করবেন। এতদ্ব্যতীত ইহরাম বাঁধা, ছালাত জমা ও ক্বছর করা, তায়াম্মুম করা, মোযা মাসাহ করা ইত্যাদি বিষয়গুলির বাস্তব প্রশিক্ষণ নিবেন।

তার জন্য বড় উপদেশ হ'ল এই যে, তাকে সফরের পক্ষকাল পূর্ব থেকে প্রতিদিন সকালে অন্ততঃ ৩ কি.মি. দ্রুত হেঁটে অথবা বাড়ীতে ব্যায়াম করে নিজেকে শক্ত ও কষ্টসহিষ্ণু করে নিতে হবে। যা সফরে তাকে বাড়তি শক্তি যোগাবে।

৩. সফরের জন্য যোগ্য, জ্ঞানী, নেককার ও সচেতন সাথী তালাশ করা। একাকী সফর করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[৪৪] সফরে তিন জন থাকলেও একজনকে 'আমীর' নিযুক্ত করবেন।[৪৫] সকলে সর্বাবস্থায় একত্রে থাকবেন ও একত্রে সব কাজ করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সফর অবস্থায় বিচ্ছিন্ন থাকা শয়তানী কাজ'।[৪৬]

---

৪৪. ফাৎহুল বারী হা/২৯৯৮ 'একাকী সফর' অনুচ্ছেদ।
৪৫. আবুদাঊদ হা/২৬০৮; ছহীহাহ হা/১৩২২।
৪৬. আবুদাঊদ হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৩৯১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।

সফরের আদব সমূহ (آداب السفر) **:**

১. বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ–

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্‌তু ‘আলাল্লা-হি অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ’।*

অর্থ : ‘আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত’।[৪৭]

২. নিজের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট থেকে বিনম্রচিত্তে বিদায় নিবেন এবং পরস্পরের উদ্দেশ্যে নিম্নের দো‘আটি পাঠ করবেন,

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيَنَكُم وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ–

---

৪৭. আবুদাঊদ হা/৫০৯৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৪৪৩।

উচ্চারণ : *'আস্তাউদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম'।*

অর্থ : 'আমি আপনার দ্বীন, আপনার আমানত সমূহ এবং আপনাদের শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র যিম্মায় ন্যস্ত করলাম'।[৪৮] এখানে 'আমানতসমূহ' অর্থ 'ন্যস্ত দায়িত্ব সমূহ' এবং 'শেষ আমল' অর্থ 'মৃত্যুকালীন সুন্দর আমল (حُسْنُ الْخَاتِمَةِ)' *(মিরক্বাত হা/২৪৩৫)*।

পরস্পরে ডান হাত ধরে দো'আটি পাঠ করে পরস্পরকে বিদায় দিবেন।[৪৯] সাক্ষাৎ না হ'লে মোবাইলে দো'আ চাইবেন।

৩. বিদায় দানকারীগণ তার জন্য উপরের দো'আটি ছাড়াও নিম্নের দো'আটিও পাঠ করতে পারেন-

৪৮. আবুদাঊদ হা/২৬০১; মিশকাত হা/২৪৩৬।
৪৯. তিরমিযী হা/৩৪৪২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৪৩৫।

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ–

উচ্চারণ : *যাউয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যাম্বাকা ওয়া ইয়াস্সারা লাকাল খায়রা হায়ছু মা কুন্তা'।*

অর্থ : 'আল্লাহ আপনাকে তাক্বওয়ার পুঁজি দান করুন! আপনার গোনাহ মাফ করুন এবং আপনি যেখানেই থাকুন আপনার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন'।[৫০]

৪. অতঃপর গাড়ী বা বিমানের সিঁড়িতে ডান পা রেখে 'বিসমিল্লাহ', উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' এবং সীটে বসে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবেন। আর নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলবেন।[৫১]

---

৫০. তিরমিযী হা/৩৪৪৪; মিশকাত হা/২৪৩৭।
৫১. তিরমিযী হা/৩৪৪৬; বুখারী হা/২৯৯৩ মিশকাত হা/২৪৩৪, ২৪৫৩ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ।

পরিবহন চলতে শুরু করলে নিম্নের দো'আটি পাঠ করবেন-

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّآ إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ- اَللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ، اَللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فى الْأَهْلِ وَالْمَال، اَللّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ-

উচ্চারণ : *আল্লাহু আকবর (৩ বার)। সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা অমা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূন। আল্ল-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী*

সাফারেনা হা-যাল বির্‌রা ওয়াত তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল ‘আমালে মা তারযা; আল্ল-হুম্মা হাওভিন ‘আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াত্বভে লানা বু‘দাহু, আল্ল-হুম্মা আনতাছ ছা-হেবো ফিস সাফারে ওয়াল খালীফাতু ফিল আহ্‌লে ওয়াল মা-ল। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিন ওয়া‘ছা-ইস সাফারে, ওয়া কাআ-বাতিল মানযারে, ওয়া সূইল মুনক্বালাবে ফিল মা-লে ওয়াল আহ্‌ল’।

অর্থ : ‘আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (৩ বার)। মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে বশীভূত করতে পারতাম না’। ‘আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাব’ *(যুখরুফ-মাক্কী ৪৩/১৩-১৪)*। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আমাদের এই সফরে কল্যাণ ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ প্রার্থনা করি, যা তুমি পসন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই সফরকে সহজ করে দাও

এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি এই সফরে আমাদের একমাত্র সাথী এবং পরিবারে ও মাল-সম্পদে তুমি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট, খারাব দৃশ্য এবং সম্পদ ও পরিবারের নিকটে মন্দ প্রত্যাবর্তন হ'তে।[৫২]

৫. গন্তব্যস্থলে অবতরণ করে বলবেন,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ–

উচ্চারণ : *আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'।*

অর্থ : আল্লাহ্র সৃষ্টবস্তু সমূহের অনিষ্টকারিতা হ'তে আমি তাঁর পূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে পানাহ চাচ্ছি'।[৫৩]

---

৫২. মুসলিম হা/১৩৪২; মিশকাত হা/২৪২০ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭।

৫৩. মুসলিম হা/২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২২।

৬. বায়তুল্লাহ থেকে বেরিয়ে দেশে ফেরার সময় পড়বেন,

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لآ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

উচ্চারণ : *আল্লাহু আকবার (৩ বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর; আ-য়িবূনা তা-ইবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লি রব্বিনা হা-মিদূন; ছাদাক্বাল্লা-হু ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু।*

অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (৩ বার)। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা এবং তিনিই সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাবান। আমরা সফর হ'তে প্রত্যাবর্তন করছি তওবাকারী হিসাবে, ইবাদতকারী হিসাবে, সিজদাকারী হিসাবে এবং আমাদের প্রভুর জন্য প্রশংসাকারী হিসাবে। আল্লাহ সত্যে পরিণত করেছেন তাঁর প্রতিশ্রুতিকে, বিজয়ী করেছেন তাঁর বান্দা (মুহাম্মাদ)-কে এবং পরাজিত করেছেন একাই সম্মিলিত (কুফরী) শক্তিকে'।[৫৪]

৭. নিজ গৃহে প্রবেশকালীন দো'আ : প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলবেন। অতঃপর গৃহবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন *(নূর-মাদানী ২৪/৬১)*।[৫৫]

---

৫৪. বুখারী হা/১৭৯৭; মুসলিম হা/১৩৪৪; মিশকাত হা/২৪২৫।
৫৫. মুসলিম হা/২০১৮; মিশকাত হা/৪১৬১ 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়।

হজ্জের প্রকারভেদ (أنواع الحج) **:**

হজ্জ তিন প্রকার। **তামাত্তু, ক্বিরান ও ইফরাদ।** এর মধ্যে 'তামাত্তু' সর্বোত্তম। যদিও মুশরিকরা একে হজ্জের পবিত্রতা বিরোধী বলে মনে করত এবং হীন কাজ ভাবতো। উল্লেখ্য যে, ৮ই যিলহজ্জকে 'ইয়াওমুত তারবিয়াহ' বলা হয়। এদিনে ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র কুরবানীর স্বপ্ন দেখেন। ৯ই যিলহজ্জকে ইয়াওমু 'আরাফা বলা হয়। কেননা এদিনের স্বপ্নে তিনি পুত্র কুরবানী সম্পর্কে নিশ্চিত হন। ১০ই যিলহজ্জকে 'ইয়াওমুন নাহর' বলা হয়। কেননা এদিন তিনি পুত্র কুরবানীর সিদ্ধান্ত নেন।

(১) হজ্জে তামাত্তু (حج التمتع) **:** হজ্জের মাসে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ শেষে মাথা মুণ্ডন করে বা সমস্ত মাথার চুল ছোট করে ছেঁটে হালাল হওয়ার মাধ্যমে প্রথমে ওমরাহ্র কাজ সম্পন্ন

করা। অতঃপর ৮ই যিলহজ্জ পূর্বাহ্নে স্বীয় অবস্থানস্থল হ'তে হজ্জের ইহরাম বেঁধে মিনায় গমন করা। অতঃপর ৯ই যিলহজ্জ আরাফা ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান ও মুযদালেফায় রাত্রি যাপন করা। অতঃপর ১০ই যিলহজ্জ ফজরের পর মিনায় প্রত্যাবর্তন করে বড় জামরায় ৭টি কংকর মারা। অতঃপর কুরবানী করা এবং মাথা মুণ্ডন শেষে প্রাথমিক হালাল হওয়া।

এগুলিতে আগপিছ হওয়ায় কোন দোষ নেই। এরপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' ও সাঈ শেষে পূর্ণ হালাল হওয়া। অতঃপর পুনরায় মিনায় ফিরে গিয়ে সেখানে রাত্রি যাপন করা। অতঃপর ১১, ১২, ১৩ তিনদিন তিন জামরায় প্রতিদিন ৩×৭=২১টি করে কংকর নিক্ষেপ শেষে মক্কায় ফিরে আসা। অতঃপর বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষে দেশে রওয়ানা হওয়া।

◈ উল্লেখ্য যে, তামাত্তু হজ্জ কেবলমাত্র হারাম বা মীক্বাতের বাইরের লোকদের জন্য, ভিতরকার

লোকদের জন্য নয় *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১৯৬)*। তারা সাধারণতঃ ক্বিরান বা ইফরাদ হজ্জ করে থাকেন।

(২) হজ্জে ক্বিরান (**حج القِرَان**) : এটি দু'ভাবে হ'তে পারে। (ক) একই সাথে ওমরাহ ও হজ্জের ইহরাম বাঁধা (খ) প্রথমে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে অতঃপর ওমরাহ্র ত্বাওয়াফ শুরুর পূর্বে হজ্জের নিয়ত ওমরাহ্র সঙ্গে শামিল করা।

এই হজ্জের নিয়তকারীগণ যথারীতি ত্বাওয়াফ ও সাঈ শেষে আরাফা-মুযদালেফায় হজ্জের মূল আনুষ্ঠানিকতা সমূহ সেরে মিনায় এসে বড় জামরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করে কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন শেষে 'প্রাথমিক হালাল' হবেন। শুরু থেকে প্রাথমিক হালাল হওয়া পর্যন্ত তিনি ইহরাম পরিহিত অবস্থায় থাকবেন। অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' শেষে পূর্ণ হালাল হবেন। অতঃপর মিনায় ফিরে গিয়ে তিনদিন সেখানে অবস্থান করে কংকর মেরে মক্কায় এসে বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষে বাড়ী ফিরবেন।

বিদায় হজ্জে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিজে ক্বিরান হজ্জ করেছিলেন। কিন্তু যাদের সঙ্গে কুরবানী ছিলনা, তাদেরকে তিনি তামাত্তু হজ্জ করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এখন যেটা বুঝছি সেটা আগে বুঝলে আমি কুরবানী সাথে আনতাম না। বরং তোমাদের সাথে প্রথমে ওমরাহ করে হালাল হয়ে যেতাম।[৫৬]

যদি ক্বিরান হাজীগণ ত্বাওয়াফ ও সাঈ শেষে মাথার চুল ছেঁটে হালাল হয়ে যান, তবে সেটা ‘ওমরাহ’ হবে এবং তিনি তখন ‘তামাত্তু’ হজ্জ করবেন।

(৩) হজ্জে ইফরাদ (حج الإفراد) : শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধা এবং যথারীতি ত্বাওয়াফ, সাঈ ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সমূহ শেষ করে হালাল হওয়া।

---

৫৬. মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।

হজ্জে ক্বিরান ও ইফরাদের একই নিয়ম। পার্থক্য শুধু এই যে, হজ্জে ক্বিরানে 'হাদ্ই' বা পশু কুরবানী প্রয়োজন হবে। কিন্তু হজ্জে ইফরাদে কুরবানীর প্রয়োজন নেই।

হজ্জ-এর রুকন সমূহ (أركان الحج) ৪টি :

(১) ইহরাম বাঁধা (২) আরাফা ময়দানে অবস্থান করা (৩) 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করা (৪) ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করা।

হজ্জ-এর ওয়াজিব সমূহ (واجبات الحج) ৭টি :

(১) মীক্বাত হ'তে ইহরাম বাঁধা (২) আরাফা ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা (৩) মুযদালেফায় রাত্রি যাপন করা (৪) আইয়ামে তাশরীক্বের তিন রাত্রি মিনায় অতিবাহিত করা (৫) ১০ তারিখে জামরাতুল আক্বাবায় ও ১১, ১২, ১৩ তারিখে তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ

করা (৬) মাথা মুণ্ডন করা অথবা সমস্ত মাথার চুল ছোট করা (৭) বিদায়ী ত্বাওয়াফ করা *(ক্বাহত্বানী ৭৬-৮১ পৃ.)*।[৫৭]

ফিদ্ইয়া (الفدية) :

'রুক্ন' তরক করলে হজ্জ বাতিল হয়। 'ওয়াজিব' তরক করলে 'ফিদ্ইয়া' ওয়াজিব হয়। এজন্য একটি বকরী কুরবানী দিবে অথবা ৬ জন মিসকীনকে তিন ছা' খাদ্য দিবে অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করবে'।[৫৮] পক্ষান্তরে তামাত্তু হজ্জের হাদ্ই বা কুরবানী তরক করলে তাকে ১০টি ছিয়াম পালন করতে হয়। ৩টি

---

৫৭. সাঈদ বিন আলী বিন অহাফ আল-ক্বাহত্বানী (১৩৭১-১৪৪০ হি./১৯৫২-২০১৮ খৃ.) মুরশিদুল মু'তামির ওয়াল হাজ্জ ওয়ায যায়ের ফী যাওইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ (১ম প্রকাশ ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খৃ.) মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯২।

৫৮. মুসলিম হা/১২০১ (৮৩); বুখারী হা/৪১৯০; মিশকাত হা/২৬৮৮; ক্বাহত্বানী ৬৪-৬৫ পৃ.।

হজ্জের সময়কালের মধ্যে এবং ৭টি বাড়ী ফিরে' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১৯৬)*। আইয়ামে তাশরীক্ব অর্থাৎ **১১, ১২, ১৩ই** যিলহজ্জ তারিখে সাধারণভাবে ছিয়াম নিষিদ্ধ হ'লেও এসময় ফিদইয়ার তিনটি ছিয়াম রাখা যাবে।[৫৯]

ওমরাহ্র রুকন সমূহ (أركان العمرة) ৩টি :

ইহরাম বাঁধা, ত্বাওয়াফ করা ও সাঈ করা।

ওমরাহ্র ওয়াজিব সমূহ (واجبات العمرة) ২টি : মীক্বাত হ'তে ইহরাম বাঁধা এবং মাথা মুণ্ডন করা অথবা মাথার সমস্ত চুল ছোট করা *(ক্বাহত্বানী ৮২-৮৩ পৃ.)*।

উল্লেখ্য যে, অনেক হাজী ছাহেব মাসজিদুল হারাম হ'তে ৬ কি.মি. উত্তরে 'মসজিদে আয়েশা' বা তান'ঈম মসজিদ থেকে, আবার কেউ ১৬

---

৫৯. বুখারী হা/১৯৯৭-৯৮ আয়েশা ও ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে।

কি.মি. পূর্বে জি'ইর্রা-নাহ মসজিদ হ'তে ইহরাম বেঁধে বার বার ওমরাহ করে থাকেন। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কাজ। এ দুই মসজিদের পৃথক কোন গুরুত্ব নেই। এসব স্থান থেকে মক্কায় বসবাসকারীগণ ওমরাহ্র জন্য ইহরাম বেঁধে থাকেন, মক্কার বাইরের লোকেরা নন।

হজ্জ ও ওমরাহ্র মীক্বাত সমূহ (مواقيت الحج والعمرة) : ইহরাম বাঁধার স্থানকে 'মীক্বাত' বলা হয়। **মীক্বাত পাঁচটি : (১)** মদীনা বাসীদের জন্য 'যুল-হুলায়ফা' যা মদীনা থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে এবং মক্কা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৪৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত (২) শাম বা সিরিয়া বাসীদের জন্য 'জুহ্ফা' যা মক্কা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১৮৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত। বর্তমানে এর নিকটবর্তী 'রাবেগ' নামক স্থান থেকে ইহরাম

বাঁধা হয় (৩) ইরাক বাসীদের জন্য 'যাতু 'ইর্‌ক্ব' যা মক্কা থেকে সোজা উত্তরে ৯৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত (৪) নাজ্‌দ বাসীদের জন্য 'ক্বারনুল মানাযিল' যা মক্কা থেকে উত্তর-পূর্বে ৭৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত। যাকে এখন 'আস-সায়লুল কাবীর' বলা হয় (৫) পাক-ভারত উপমহাদেশ ও ইয়ামন বাসীদের জন্য **ইয়ালামলাম** পাহাড়। যা মক্কা থেকে দক্ষিণে ৯২ কি.মি. দূরে অবস্থিত। যার নিকটবর্তী 'আস-সা'দিয়াহ' থেকে এখন ইহরাম বাঁধা হচ্ছে। জেদ্দা হ'তে উত্তরে মক্কা অভিমুখী আল-লায়েছ সড়কে অবস্থিত এই স্থানে বর্তমানে 'মীক্বাত মসজিদ' স্থাপিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মক্কা থেকে জেদ্দা ৭৩ কি.মি. দক্ষিণে এবং নিকটবর্তী 'ইয়ালামলাম' মীক্বাতের মধ্যে অবস্থিত। তাই এখানকার অধিবাসীরা এখান থেকেই ইহরাম বাঁধবেন।

‘যারা এইসব মীক্বাত এলাকার অধিবাসী অথবা যারা এগুলি অতিক্রম করেন, তারা হজ্জ বা ওমরাহ্র জন্য এসব স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। কিন্তু যারা এসব মীক্বাত-এর অভ্যন্তর ভাগে বসবাস করেন, তারা স্ব স্ব অবস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। একইভাবে মক্কাবাসীগণ স্ব স্ব আবাসস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবেন’।[৬০]

---

৬০. বুখারী হা/১৫২৪; মুসলিম হা/১১৮১; মিশকাত হা/২৫১৬, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে। **মীক্বাত-এর উদ্দেশ্য :** হজ্জে আগত দূরদেশীগণ যাতে দূরের সফর থেকে এসে মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে নতুন উদ্যম নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হ’তে পারেন। তবে মদীনাবাসীদের জন্য মীক্বাত সবচেয়ে দূরে হবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইসলাম গ্রহণে এবং তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মদীনাবাসীদের আগ্রহ, অবদান ও মর্যাদা সবার উপরে। এটি শেষনবী (ছাঃ)-এর হিজরতের স্থান ও প্রথম জনপদ যারা ঈমান এনেছিল। ক্বিয়ামতের পূর্বে সারা বিশ্ব থেকে ঈমান গুটিয়ে মদীনায় আশ্রয় নিবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৬০)*। তাদের ঈমানী জাযবা অন্য সবার চেয়ে বেশী ছিল এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। তাই তাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় দূর থেকে মক্কায় আসা কষ্টকর হবে না।

জ্ঞাতব্য : (১) মক্কায় অবস্থানকারীগণ হজ্জের ইহরাম স্ব স্ব অবস্থান থেকে বাঁধবেন। কিন্তু ওমরাহ্‌র ইহরাম বাঁধার জন্য তাঁরা হারাম এলাকার বাইরে যাবেন ও সেখান থেকে ওমরাহ্‌র ইহরাম বেঁধে আসবেন। এজন্য সবচেয়ে নিকটবর্তী হ'ল ৬ কি.মি. উত্তরে 'তান'ঈম' এলাকা। বিদায় হজ্জের সময় ওমরাহ্‌র ইহরাম বাঁধার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে তার ভাই আব্দুর রহমানের সাথে এখানে পাঠিয়েছিলেন।[৬১]

(২) মদীনা থেকে মক্কায় হজ্জ বা ওমরাহ্‌র জন্য আসতে গেলে মদীনা হ'তে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে 'যুল-হুলায়ফা' থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়। স্থানটি বর্তমানে মসজিদ ও গোসলখানা দ্বারা সুসজ্জিত। 'হুলায়ফা' বনু

৬১. বুখারী হা/১৫৬২; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৫৬।

জাশাম গোত্রের একটি কূয়ার নাম। অথচ এটি বিদ‘আতীদের মাধ্যমে ‘আবইয়ারে আলী’ বা ‘আবারে আলী’ অর্থাৎ আলীর কূয়া সমূহ নামে পরিচিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, আলী (রাঃ) জিন হত্যা করে উক্ত কূয়ায় নিক্ষেপ করেছিলেন।[৬২] এগুলি অতিভক্তদের ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী মাত্র।

(৩) যদি কেউ ইহরামের কাপড় ছাড়াই মীক্বাত অতিক্রম করেন, তাহ’লে তিনি ঐ অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করবেন এবং মক্কায় গিয়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। অতঃপর ইহরাম তরক করার কারণে ফিদইয়া প্রদান করবেন *(বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৭/১০)*।

(৪) যদি কোন বিমান বা পরিবহন তাকে মীক্বাতের সংকেত দিবেনা বলে আশংকা হয়, তাহ’লে বিমানে ওঠার আগেও ইহরাম বাঁধতে পারবেন। তবে

৬২. মিরক্বাত হা/২৫১৬-এর ব্যাখ্যা ‘মানাসিক’ অধ্যায়।

এযুগে সময়ের হিসাব জানা খুবই সহজ। অতএব ঢাকা থেকে জেদ্দায় বিমান অবতরণের আধা ঘণ্টা আগে বিমানেই ইহরাম বেঁধে নিবেন।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বা উপমহাদেশের কোন বিমান বন্দর মীক্বাত নয়। বরং আমাদের মীক্বাত হ'ল জেদ্দার ইয়ালামলাম পাহাড়। সেখানে পৌঁছবার আধা ঘণ্টা পূর্বে বিমানে ইহরাম বাঁধার ঘোষণা দেওয়ার পর সীট থেকে উঠে নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে ইহরাম বাঁধবেন। মনে রাখতে হবে যে, মাত্র ১০ কি.মি. দূরে বাসস্থান হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর খলীফা ও ছাহাবীগণ মদীনা ছেড়ে যুল-হুলায়ফাতে গিয়ে ইহরাম বেঁধেছিলেন।

একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে ইমাম মালেককে বলল, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদ ও কবরের নিকট থেকে ইহরাম বাঁধতে চাই। তখন ইমাম মালেক বললেন, لاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيكَ

الْفِتْنَةَ، ‘এটা করোনা। তাতে আমি তোমার উপর ফিৎনার আশংকা করছি’। লোকটি বলল, এতে কি ফিৎনা আছে? আমিতো মীক্বাত থেকে কয়েক মাইল বৃদ্ধি করে নিচ্ছি’।

জওয়াবে তিনি বললেন, وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَي أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيْلَةٍ قَصَرَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صـــ ‘এর চাইতে বড় ফিৎনা আর কি আছে যে, তুমি মনে করছ যে, তুমি এমন ফযীলতের দিকে বেড়ে যাচ্ছো, যা থেকে রাসূল (ছাঃ) বিরত ছিলেন’? অথচ আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- ‘অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস

করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে’।[৬৩]

আজকাল বিমানের যুগে স্ব স্ব দেশের বিমানবন্দর বা নিকটবর্তী বাসা থেকে ইহরামের কাপড় পরে নিতে পারেন। অতঃপর বিমানে উঠে সংকেত মোতাবেক মীক্বাত বরাবর পৌঁছে বা সামান্য আগে ইহরামের নিয়ত করবেন ও তালবিয়া পাঠ করবেন *(বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৬/৪৪)*।

(৫) যদি কেউ অন্য উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে থাকেন, অতঃপর হজ্জ বা ওমরাহ করতে চান, তাহ’লে হারামের বাইরে তান‘ঈম বা জি‘ইর্রানাহ প্রভৃতি এলাকায় গিয়ে তিনি ইহরাম বেঁধে আসবেন *(ক্বাহত্বানী ৪৬-৪৯ পৃ.)*।

---

৬৩. নূর-মাদানী ২৪/৬৩; মির‘আত হা/২৫৪০-এর আলোচনা, ৮/৩৬৪ পৃ.।

ইহরাম বাঁধার নিয়ম (طريقة الإحرام) :

(১) ইহরামের পূর্বে ওযূ বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম। তবে শর্ত নয়। এসময় নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, বগল ও গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ করা মুস্তাহাব *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*। মহিলাগণ নাপাক অবস্থাতেও ইহরাম বাঁধতে পারবেন (২) পুরুষদের জন্য সাদা সেলাই বিহীন লুঙ্গী, চাদর ও জুতা পরিধান করা। মহিলাদের জন্য যেকোন ধরনের ঢিলাঢালা শালীন পোষাক পরিধান করা, যা পুরুষদের পোষাকের সদৃশ নয়। (৩) পুরুষের জন্য হাতে ও দাড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করা। তবে ইহরামের পোষাকে নয়।

যেকোন ফরয ছালাতের পরে কিংবা 'তাহিইয়াতুল ওযূ' দু'রাক'আত নফল ছালাতের পরে ইহরাম বাঁধা

চলে। ইহরাম বাঁধার সাথে ছালাতের কোন সম্পর্ক নেই।[৬৪] উল্লেখ্য যে, ইহরামের জন্য রাসূল (ছাঃ) পৃথকভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন মর্মে কিছুই বর্ণিত হয়নি *(যা-দুল মা'আদ ২/১০১ পৃ.)*।

অতঃপর পূর্ণ সংকল্প সহ স্ব স্ব নিয়ত অনুযায়ী 'লাব্বায়েক' বলবে। এটি নিয়ত পাঠ নয়। বরং এটি মানতের ন্যায়। যা মুখে বলতে হয় *(উছায়মীন)*।[৬৫] অতঃপর পরিবহনে বসে সরবে পূর্ণ তালবিয়াহ পাঠ করবে। নাবালক শিশুর পক্ষে তার অভিভাবক তালবিয়াহ পড়বেন।

---

৬৪. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন জাসের, আহকামুল হজ্জ (রিয়াদ : ৩য় সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২) পৃ. ৭০-৭৫; ক্বাহত্বানী ৪৯-৫৫ পৃ.।

৬৫. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৮; ফাতাওয়া ইসলামিইয়াহ, প্রশ্নোত্তর ৩১৮২১, ২/২১৬ পৃ.।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ

(محظورات الإحرام)

মুহরিমের জন্য ওয়াজিব হ'ল দ্বীনের ফরয সমূহ যথাযথভাবে পালন করা। যেমন যথাসময়ে ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা। সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি হ'তে বিরত থাকা।- (১) পুরুষের জন্য জুব্বা, পাঞ্জাবী, শার্ট, গেঞ্জি, মোযা ইত্যাদি সেলাই করা পোষাক এবং যাফরান রঞ্জিত পোষাক পরিধান করা। তবে প্রয়োজনে ইহরামের কাপড় ছাফ করায় বা পরিবর্তন করায় দোষ নেই *(বিন বায, দলীলুল হাজ্জ ৪২ পৃ.)*। (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা। (৩) যথার্থ ওযর ব্যতীত মাথার চুল কিংবা দেহের কোন স্থানের লোম উঠানো ও হাত-পায়ের নখ কাটা। (৪) পুরুষের জন্য পাগড়ী, টুপী, রুমাল ব্যবহার করা। তবে প্রচণ্ড গরমে মাথায় বা দেহে পানি ঢালা, ছায়ার জন্য বা বৃষ্টির জন্য ছাতা বা ঐরূপ কিছু ব্যবহার করায় দোষ নেই। (৫) মহিলাদের

জন্য মুখাচ্ছাদন ও হাত মোযা ব্যবহার করা *(বু. মু. মিশকাত হা/২৬৭৮)*। তবে পরপুরুষ থেকে তাদের চেহারা ঢাকা ওয়াজিব। যেমন মা আয়েশা ও তাঁর বড় বোন আসমা মুহরিম অবস্থায় পরপুরুষ থেকে তাদের চেহারা ঢেকে রাখতেন।[৬৬]

মক্কাকে 'বাক্কা' বলা হয় এজন্য যে, এটি যালেম ও প্রবলদের গর্দান চূর্ণ করে দেয়'। অর্থাৎ আল্লাহ্র গযবে সে ধ্বংস হয়। ফলে এখানে সকল পাপ চিন্তা নিষিদ্ধ। ক্বাতাদাহ বলেন, সমস্ত মানুষ এখানে অবনত হয় ও ভিড় করে। পৃথিবীতে মাত্র এই স্থানটিই রয়েছে যেখানে নারী-পুরুষ পরস্পরে আগে-পিছে ছালাত আদায় করে' *(ইবনু কাছীর)*। অতএব ত্বাওয়াফ-সাঈ ও জামা'আতের সময় নারী ও পুরুষ সাধ্যমত পরস্পরে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। (৬) ঝগড়া-বিবাদ করা এবং শরী'আত বিরোধী

---

৬৬. হাকেম ১/৪৫৪, হা/১৬৬৮; আবুদাঊদ হা/১৮৩৩; মিশকাত হা/২৬৯০; ইরওয়া হা/১০২৩-২৪)।

কোন বাজে কথা বলা ও বাজে কাজ করা। (৭) পশু-পক্ষী বা কোন প্রাণী শিকার করা। এমনকি শিকার ধরতে ইশারা-ইঙ্গিতে সহযোগিতা করা। তবে ক্ষতিকরগুলি মারায় দোষ নেই’।[৬৭] (৮) যাবতীয় যৌনাচার, বিবাহের প্রস্তাব, বিবাহের আক্বদ বা যৌন আলোচনা করা।

উপরোক্ত কাজগুলির মধ্যে কেবল যৌনমিলনের ফলেই ইহরাম বাতিল হবে। বাকীগুলির জন্য ইহরাম বাতিল হবে না। তবে ফিদইয়া ওয়াজিব হবে। অবশ্য যদি ভুলে কিংবা অজ্ঞতাবশে কিংবা বাধ্যগত কারণে অথবা ঘুম অবস্থায় কেউ কিছু করে ফেলে, তাতে কোন গোনাহ নেই বা ফিদ্ইয়া নেই *(ক্বাহত্বানী প্রভৃতি)*।

◈ উপরোক্ত নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের উদ্দেশ্য হ’ল মুহরিমকে দুনিয়াবী সাজ-সজ্জা থেকে মুক্ত হ’য়ে পুরাপুরি আল্লাহমুখী করা। পুরুষের জন্য সেলাই

৬৭. বুখারী হা/৩৩১৪; মুসলিম হা/১১৯৮; মিশকাত হা/২৬৯৮-৯৯।

বিহীন কাপড় পরিধানের উদ্দেশ্য হ'ল সকল জৌলুস ও প্রদর্শনী থেকে মুক্ত হ'য়ে পূর্ণ সরলতার সাথে আল্লাহ্‌র জন্য খালেছ ও নিবেদিতপ্রাণ হওয়া। নারীর জন্য মুখাচ্ছাদন নিষিদ্ধ এ কারণে যে, মুহরিম অবস্থায় সে পূর্ণ সরলতার সাথে নিজেকে আল্লাহ্‌র যিম্মায় ছেড়ে দেয় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দৃঢ় থাকে।

ওমরাহ ও তামাত্তু হজ্জের নিয়মাবলী ও প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ

(صفات العمرة والحج التمتع والأدعية الضرورية)

১. ওমরাহ ও তামাত্তু হজ্জ (**العمرة والحج التمتع**) :

বাংলাদেশী হাজীগণ সাধারণতঃ তামাত্তু হজ্জ করে থাকেন। ঢাকা হ'তে জেদ্দা পৌঁছতে বিমানে সাধারণতঃ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে। তামাত্তু হাজীগণ জেদ্দা অবতরণের অন্ততঃ আধা ঘন্টা পূর্বে বিমানের দেওয়া মীক্বাত বরাবর পৌঁছবার ঘোষণা ও সবুজ সংকেত দানের

পরপরই ওযূ শেষে ওমরাহ্‌র জন্য ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন ও নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত তালবিয়াহ বলবেন, (১) لَبَّيْكَ عُمْرَةً *'লাব্বায়েক 'ওমরাতান'* (আমি ওমরাহ্‌র জন্য হাযির)। অতঃপর 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে থাকবেন *(ক্বাহত্বানী ৫৬ পৃ.)*। **অথবা** (২) أَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً *'আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক ওমরাতান'* (হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ্‌র জন্য হাযির)। **অথবা** (৩) لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً مُّتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ *'লাব্বায়েকাল্লা-হুম্মা 'ওমরাতাম মুতামাত্তি'আম বিহা ইলাল হাজ্জি; ফাইয়াসসিরহা লী ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নী'*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে তামাত্তুকারী হিসাবে ওমরাহ্‌র জন্য হাযির। অতএব তুমি আমার জন্য ওমরাহকে সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ হ'তে তা কবুল করে নাও'।

(৪) যারা একই ইহরামে ওমরাহ ও হজ্জ দু'টিই করবেন, তারা বলবেন, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَّحَجًّا *'লাব্বায়েকাল্লা-হুম্মা 'ওমরাতাঁ ওয়া হাজ্জান'* (হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ ও হজ্জের জন্য হাযির)।

(৫) যারা কেবলমাত্র হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেন, তারা বলবেন, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا *'লাব্বায়েকাল্লা-হুম্মা হাজ্জান'* (হে আল্লাহ! আমি হজ্জের জন্য হাযির)।

(৬) কিন্তু যারা পথিমধ্যে অসুখের কারণে বা অন্য কোন কারণে হজ্জ আদায় করতে পারবেন না বলে আশংকা করবেন, তারা *'লাব্বায়েক ওমরাতান'* অথবা *'লাব্বায়েক হাজ্জান'* বলার পর নিম্নোক্ত শর্তাধীন দো'আটি পড়বেন,

فَإِنْ حَبَسَنِىْ حَابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ
'ফাইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহাল্লী হায়ছু হাবাসতানী'।

অর্থ : 'যদি (আমার হজ্জ বা ওমরাহ পালনে) কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে যেখানে তুমি আমাকে বাধা দিবে (হে আল্লাহ!), সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে'।[৬৮]

(৭) যারা কারু পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করবেন, তারা তাদের মুওয়াক্কিল পুরুষ হ'লে মনে মনে তার নিয়ত করে বলবেন, لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَنٍ *'লাব্বায়েক 'আন ফুলান'* (অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির)। আর মহিলা হ'লে বলবেন, 'লাব্বায়েক 'আন ফুলা-নাহ'। যদি *'আন ফুলান বা ফুলা-নাহ* বলতে ভুলে যান, তাতেও অসুবিধা নেই। নিয়তের উপরেই আমল কবুল হবে ইনশাআল্লাহ।

(৮) সঙ্গে নাবালক ছেলে বা মেয়ে থাকলে (তাদেরকে ওযূ করিয়ে ইহরাম বাঁধিয়ে) তাদের পক্ষ

---

৬৮. বুখারী হা/৫০৮৯; মুসলিম হা/১২০৭; মিশকাত হা/২৭১১।

থেকে তাদের অভিভাবক মনে মনে তাদের নিয়ত করে উপরোক্ত দো‘আ পড়বেন *(ক্বাহত্বানী ৫২-৫৫ পৃ.)*।

(৯) যদি কেউ ‘তালবিয়াহ’ পাঠ করতেও ভুলে যান, তাহ’লে তিনি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইবেন এবং ‘তালবিয়াহ’ পাঠ করবেন। এজন্য তাকে কোন ফিদ্ইয়া দিতে হবে না।

(১০) বাংলাদেশী হাজীগণ যদি মদীনা হয়ে মক্কায় যান, তাহ’লে মদীনায় নেমে ‘যুল-হুলায়ফা’ থেকে ইহরাম বাঁধবেন, তার আগে নয়। কেননা জেদ্দা হয়ে তিনি মদীনায় এসেছেন সাধারণ মুসাফির হিসাবে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে নয়। আর মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করা বা রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা হজ্জ বা ওমরার কোন অংশ নয়।

২. তালবিয়াহ (التلبية) :

পারিভাষিক অর্থে তালবিয়াহ অর্থ হজ্জ বা ওমরাহ্র উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দান। ইহরাম বাঁধার পর থেকে মাসজিদুল হারামে পৌঁছা পর্যন্ত ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ হ'তে বিরত থাকবেন। এ সময় পুরুষগণ সরবে[৬৯] ও মহিলাগণ নিম্নস্বরে 'তালবিয়াহ' পাঠ করবেন।-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَشَرِيْكَ لَكَ-

উচ্চারণ : *'লাব্বায়েকাল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক; ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক; লা শারীকা লাক'।*

---

৬৯. তিরমিযী হা/৮২৯ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৫৪৯।

অর্থ : 'আমি হাযির হে আল্লাহ আমি হাযির। আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও রাজত্ব সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'।[৭০]

উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে আরবরা ত্বাওয়াফ কালে নিম্নোক্ত শিরকী তালবিয়াহ পাঠ করত।- *লাব্বায়েকা লা শারীকা লাক, ইল্লা শারীকান হুয়া লাক; তামলিকুহু ওয়া মা মালাক'* (আমি হাযির; তোমার কোন শরীক নেই, কেবল ঐ শরীক ব্যতীত যা তোমার জন্য রয়েছে। তুমি যার মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক')। মুশরিকরা *'লাব্বায়েকা লা শারীকা লাকা'* বলার পর রাসূল (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন ক্বাদ ক্বাদ (থামো, থামো)।[৭১] বস্তুত ইসলাম এসে উক্ত শিরকী তালবিয়াহ বাতিল করে পূর্বে বর্ণিত নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক তালবিয়াহ প্রবর্তন করে।

---

৭০. বুখারী হা/১৫৪৯, ৫৯১৫; মুসলিম হা/১১৮৪ (২১); মিশকাত হা/২৫৪১; মিরক্বাত।

৭১. মুসলিম হা/১১৮৫; মিশকাত হা/২৫৫৪ 'তালবিয়াহ' অনুচ্ছেদ।

‘তালবিয়া’ পাঠ শেষে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো‘আ সমূহ পাঠ করা যাবে। যেমন اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ– *‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিনান্না-র’* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি)।[৭২] **অথবা** বলবে, رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ– *‘রাব্বি ক্বিনী ‘আযা-বাকা ইয়াওমা তাব‘আছু ‘ইবা-দাক’*। (‘হে আমার প্রতিপালক! তোমার আযাব হ’তে আমাকে বাঁচাও! যেদিন তোমার বান্দাদের তুমি পুনরুত্থান ঘটাবে’)।[৭৩] অথবা তিনবার বলবে, اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِىْ الْجَنَّةَ وَأَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ– *‘আল্লা-হুম্মা আদখিলনিল*

---

৭২. আবুদাঊদ হা/৭৯২; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৮৬৮।
৭৩. মুসলিম হা/৭০৯; মিশকাত হা/৯৪৭।

জান্নাহ ওয়া আজিরনী মিনান্না-র' (হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও!)।[৭৪]

নিয়ত (اَلنِّيَّةُ) : নিয়ত অর্থ সংকল্প। অতএব মনে মনে ওমরাহ বা হজ্জের সংকল্প করবে। মুখে *'নাওয়াইতুল ওমরাতা'* বা *'নাওয়াইতুল হাজ্জা'* বলবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৬৪)*। হজ্জ ও ওমরাহ্র তালবিয়াহ হ'ল মানতের উচ্চারণের ন্যায়। কারণ মানত মুখে বলতে হয় *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৮)*।

ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলমান যখন 'তালবিয়াহ' পাঠ করে, তখন তার ডাইনে-বামে, পূর্বে-পশ্চিমে তার ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত কংকর, গাছ ও মাটি সবকিছু তার সাথে 'তালবিয়াহ' পাঠ করে'।[৭৫]

---

৭৪. তিরমিযী হা/২৫৭২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৪৭৮।
৭৫. তিরমিযী হা/৮২৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৫৫০।

৩. মক্কায় পৌঁছে করণীয় : মক্কায় পৌঁছে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবেন। অতঃপর স্বীয় অবস্থান স্থলে গিয়ে ওযূ-গোসল সেরে প্রফুল্ল চিত্তে ওমরাহ্র ত্বাওয়াফ তথা ত্বাওয়াফে কুদূমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন। দিনের বেলায় প্রবেশ করা ভাল। কেননা রাসূল (ছাঃ) সেটাই করেছিলেন *(মানাসিকুল হজ্জ ১৯ পৃ.)*। তবে প্রচণ্ড গরমের দিনে মাগরিবের পরেই উত্তম। ভিড় এড়ানোর জন্য দোতলা দিয়ে তাওয়াফ করা যায়। যদিও তাতে সময় কিছু বেশী লাগে। তবে স্বস্তির সাথে তাওয়াফ করা যায়।

৪. মাসজিদুল হারামে প্রবেশের দো‘আ : অবস্থান স্থলের নিকটবর্তী দরজা দিয়ে হারামে প্রবেশ করবেন। অতঃপর কা‘বাগৃহ দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র ইচ্ছা করলে দু’হাত উঁচু করে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে যেকোন দো‘আ অথবা নিম্নোক্ত দো‘আটি পড়া যায়, যা ওমর (রাঃ)

পড়েছিলেন। اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ –فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ *'আল্লা-হুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, ফাহাইয়েনা রব্বানা বিস সালাম'* (হে আল্লাহ! তুমি শান্তি। তোমার থেকেই আসে শান্তি। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখো!')।[৭৬] অতঃপর মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা রেখে নিম্নের দো'আটি পড়বেন।-

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وسَلِّمْ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ–

(১) *আল্লা-হুম্মা ছল্লে 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া সাল্লেম; আল্লা-হুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিক'* (হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি

৭৬. বায়হাক্বী হা/৯৪৮১, ৫/৭৩ পৃ.; আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ হা/২৬, পৃ. ২০।

বর্ষণ কর। হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দুয়ার সমূহ খুলে দাও!')।[৭৭]

(২) অথবা বলবেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

আ'ঊযু বিল্লা-হিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া বিসুলত্ব-নিহিল ক্বাদীম মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম' ('আমি মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মহান চেহারা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হ'তে'।

এই দো'আ পাঠ করলে শয়তান বলে, 'লোকটি সারা দিন আমার থেকে নিরাপদ হয়ে গেল'।[৭৮] দু'টি দো'আ একত্রে পড়ায় কোন দোষ নেই।

---

৭৭. আবুদাঊদ হা/৪৬৫ প্রভৃতি; হাকেম ১/৩৩৮, হা/৭৯১; ছহীহাহ হা/২৪৭৮।

৭৮. আবুদাঊদ হা/৪৬৬; মিশকাত হা/৭৪৯ 'ছালাত' অধ্যায়।

দো'আটি মসজিদে নববীসহ যেকোন মসজিদে প্রবেশকালে পড়া যায়।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দো'আ :

প্রথমে বাম পা রেখে বলবেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ– *'আল্লা-হুম্মা ছল্লে 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া সাল্লেম; আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিক'* (হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি')।

(২) অথবা বলবেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمَ– *'আল্লা-হুম্মা ছল্লে 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া সাল্লেম; আল্লা-হুম্মা'ছিমনী মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম'* (হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিতাড়িত

শয়তান হ'তে নিরাপদ রাখো')।[৭৯] দু'টি দো'আ একত্রে পড়ায় কোন দোষ নেই। দো'আটি মসজিদে নববীসহ সকল মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়া যায়।

৪. ত্বাওয়াফ (الطواف) :

'ত্বাওয়াফ' অর্থ প্রদক্ষিণ করা। পারিভাষিক অর্থ, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করা। অন্য কোন গৃহ প্রদক্ষিণ করাকে ত্বাওয়াফ বলা সিদ্ধ নয়। হাজারে আসওয়াদের নিকটবর্তী বনু শায়বাহ গেইট দিয়ে অথবা অন্য যেকোন গেইট দিয়ে প্রবেশ করে ওযূ অবস্থায় সোজা মাত্বাফে গিয়ে কা'বার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত 'হাজারে আসওয়াদ' (কালো পাথর) বরাবর সবুজ বাতির নীচ থেকে কা'বাগৃহকে বামে রেখে ত্বাওয়াফ শুরু করবেন।

---

৭৯. ইবনু মাজাহ হা/৭৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৫১৪।

ত্বাওয়াফের ফযীলত (فضيلة الطواف) :

বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফে প্রতি পদক্ষেপে ১০টি করে নেকী লেখা হয়, ১০টি করে গুনাহ ঝরে পড়ে এবং আল্লাহ্র নিকট তার সম্মানের স্তর ১০টি করে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি সাত ত্বাওয়াফ শেষ করে সে একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পায় *(আহমাদ হা/৪৪৬২)*। ত্বাওয়াফ দিনে-রাতে সবসময় করা যায় *(তিরমিযী হা/৮৬৮ প্রভৃতি)*।

ত্বাওয়াফের প্রকারভেদ (أنواع الطواف) :

এটি চার প্রকার : (ক) ত্বাওয়াফে কুদূম বা আগমনী ত্বাওয়াফ। (খ) ত্বাওয়াফে ইফাযাহ বা আরাফা থেকে ফেরার পর ত্বাওয়াফ। যাকে ত্বাওয়াফে যিয়ারাহও বলা হয়। (গ) ত্বাওয়াফে বিদা‘ বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ। (ঘ) ত্বাওয়াফে তাত্বাউও‘ বা নফল ত্বাওয়াফ। যা যেকোন সময় করা যায়। এগুলির মধ্যে কেবল হজ্জ বা ওমরাহ্র

জন্য আগমনী ত্বাওয়াফ বা ত্বাওয়াফে কুদূমের সময় ইহরামের কাপড় পরিধান করতে হয়।

হজ্জ বা ওমরাহ্র জন্য মক্কায় এসে প্রথমে যে ত্বাওয়াফ করা হয়, তাকে ত্বাওয়াফে ওমরাহ বা ত্বাওয়াফে কুদূম বলা হয়। যা তাহিইয়াতুল মাসজিদ ছালাতের স্থলাভিষিক্ত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*।

ত্বাওয়াফের নিয়ম : ত্বাওয়াফ হ'ল ছালাতের ন্যায়। এসময় চুপে চুপে কুরআন তেলাওয়াত ও তওবা-ইস্তেগফার এবং দো'আসমূহ পড়বে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। এসময় বাধ্যগত কারণে কল্যাণকর কিছু কথা বলার অনুমতি রয়েছে।[৮০] ওযূ অবস্থায় ত্বাওয়াফ শুরু করবেন।

---

৮০. তিরমিযী হা/৯৬০; মিশকাত হা/২৫৭৬ 'মক্কায় প্রবেশ ও ত্বাওয়াফ' অনুচ্ছেদ। **ত্বাওয়াফের তাৎপর্য :** 'বায়তুল্লাহ' প্রদক্ষিণ বা ত্বাওয়াফের তাৎপর্য সম্ভবতঃ নিম্নের বিষয়গুলিই হ'তে পারে। যেমন (১) এটাই পৃথিবীতে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রথম গৃহ *(আলে ইমরান ৩/৯৬)*। (২) এটি পৃথিবীর নাভিস্থল এবং ঘূর্ণায়মান লাটিমের কেন্দ্রের মত। (৩) প্রত্যেক ছোট বস্তু বড় বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘোরে। যেমন চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

এমনিভাবে সৃষ্টিজগতের সবকিছু তার সৃষ্টিকর্তার দিকে আবর্তিত হচ্ছে। আবর্তন কেন্দ্র সর্বদা এক ও অবিভাজ্য। আর তিনিই আল্লাহ, যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক। কা'বা আল্লাহ্র গৃহ। এটি তাঁর একত্বের প্রতীক। বান্দাকে তাই তিনি এ গৃহ প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ দিয়েছেন *(হজ্জ ২২/২৯)*। এটি আল্লাহ্র প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষীতার ও দাসত্ব প্রকাশের নিদর্শন। বলা বাহুল্য, এ গৃহ ব্যতীত অন্য কোন গৃহ প্রদক্ষিণের নির্দেশ আল্লাহ দেননি (৪) ঘড়ির কাঁটার অনুকূলে সকল কাজ ডান থেকে বামে করতে হয়। কিন্তু কা'বা প্রদক্ষিণ বাম থেকে ডানে গিয়ে শেষ করতে হয়। কারণ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি প্রকৃতির সবকিছু এমনকি দেহের রক্ত প্রবাহ বাম থেকে ডাইনে আবর্তিত হয়। আল্লাহ্র গৃহের ত্বাওয়াফ কালে তাই পুরা প্রকৃতিকে সাথে নিয়ে আমরা ত্বাওয়াফ করি এবং সকলের সাথে আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করি ও তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করি। তাই এটি ফিৎরত বা স্বভাবধর্ম অনুযায়ী করা হয়। যার উপরে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন *(রূম ৩০/৩০)*। (৫) মানুষের হৃৎপিণ্ড বুকের বাম দিকে থাকে। কা'বাকে বামে রেখে ডাইনে প্রদক্ষিণের ফলে কা'বার প্রতি হৃদয়ের অধিক আকর্ষণ ও নৈকট্য অনুভূত হয়, যা স্বভাবধর্মের অনুকূলে। (৬) হাজীগণ আল্লাহ্র মেহমান। তাই মেযবানের কাছে আগমন ও বিদায় তাঁর গৃহ থেকেই হওয়া স্বাভাবিক। ত্বাওয়াফে কুদূম ও ত্বাওয়াফে বিদা' সে উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ (৭) ত্বাওয়াফের মাধ্যমে পৃথিবী ও সৌরজগতের অবিরত ঘূর্ণনের গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা নিরক্ষর নবীর নবুঅতের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বটে ॥

মাঝখানে ওযূ টুটে গেলে ঐ অবস্থায় সাত ত্বাওয়াফ শেষ করবেন।[৮১] কোন ক্বাযা করতে হবে না। তবে ত্বাওয়াফ শেষের দু'রাক'আত নফল ছালাত পুনরায় ওযূ করে হারামের যেকোন স্থানে পড়ে নিবেন। শারঈ ওযর থাকলে সেটাও না পড়লে চলবে। কারণ এটি নফল। ত্বাওয়াফের মধ্যে মেয়েদের ঋতু শুরু হ'লে ত্বাওয়াফ ছেড়ে দিবেন ও তা ক্বাযা করতে হবেনা। তিনি সাঈ সহ বাকী সব কাজ করবেন।

উল্লেখ্য যে, সাঈর জন্য ওযূ শর্ত নয়, তবে মুস্তাহাব। তাছাড়া ত্বাওয়াফ হয় মাসজিদুল হারামে, আর সাঈ হয় পাহাড়ে। দু'টির স্থান পৃথক। এক্ষণে ভুলবশতঃ ঋতু সহ ত্বাওয়াফ করলে কোন ফিদইয়া নেই। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে করলে তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হবে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/২১৪)*। সাময়িকভাবে ঋতু বন্ধ

৮১. ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১/৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/২৭৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৭/২৬২-৬৩।

রাখার জন্য মেয়েরা সতর্কতাবশে ঔষধ ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৩৮)*।

ত্বাওয়াফে কুদূম বা ওমরাহ্‌র ত্বাওয়াফের সময় পুরুষেরা সাত তাওয়াফেই 'ইযত্বিবা' করবেন। অর্থাৎ ইহরামের কাপড় ডান বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখবেন ও ডান কাঁধ খোলা রাখবেন। কা'বাকে বামে রেখে হাজারে আসওয়াদ বরাবর সবুজ বাতি থেকে প্রতিটি ত্বাওয়াফ শুরু হবে ও সেখানে এসেই শেষ হবে।

ত্বাওয়াফের শুরুতে 'হাজারে আসওয়াদ'-এর দিকে হাত ইশারা করে বলবেন, *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার'* (আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)। অথবা শুধু *'আল্লাহু আকবার'* বলবেন।[৮২] এভাবে প্রতি ত্বাওয়াফ শেষে যখনই

৮২. বায়হাক্বী হা/১০৪৭০, ৫/২৩২; আব্দুল আযীয বিন বায (১৯১২-১৯৯৯ খৃ.), মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/২২০।

হাজারে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছবেন, তখনই কা'বার দিকে ডান হাতে ইশারা করে *'আল্লাহু আকবার'* বলবেন। ভিড় কম থাকার সুযোগ নেই। তবুও সুযোগ পেলে অন্ততঃ একবার 'হাজারে আসওয়াদ' চুম্বন করবেন। হাত লাগিয়ে নিজের হাতে চুমু খেলেও চলবে *(মানাসিক)*।

মোট ৭টি ত্বাওয়াফ হবে। প্রথম তিনটি ত্বাওয়াফে 'রমল'[৮৩] অর্থাৎ একটু দ্রুত চলবেন এবং শেষের

৮৩. **'রমল'** (الرَّمْلُ) অর্থ দ্রুত চলা। এর কারণ এই যে, আগের বছর ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে ওমরাহ করতে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী পরের বছর ৭ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে ওমরাহ আদায়ের দিন কাফেররা দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত মুসলমানদের ত্বাওয়াফের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ ইঙ্গিত করে বলেছিল যে, 'ইয়াছরিবের জ্বর এদের দুর্বল করে দিয়েছে'। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তখন শক্তি প্রদর্শনের জন্য মুসলমানদের প্রতি দ্রুত চলার আদেশ দেন'। ওমর (রাঃ) বলেন, ডান কাঁধ খুলে ত্বাওয়াফের কারণও ছিল সেটাই' *(মিরক্বাত ৫/৩১৪)*। বস্তুতঃ এর দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠায়

চার ত্বাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে চলবেন।[৮৪] মহিলাগণ সর্বদা স্বাভাবিকভাবে চলবেন।

অতঃপর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত 'রুকনে ইয়ামানী' থেকে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে 'হাজারে আসওয়াদ' পর্যন্ত দক্ষিণ দেওয়াল এলাকায় পৌঁছে প্রতি ত্বাওয়াফে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেন।-

رَبَّنَآ آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

ছাহাবায়ে কেরামের কষ্টকর খিদমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুসলমান কোন যুগেই দুর্বল নয়। তাছাড়া এর মধ্যে অন্য কল্যাণও রয়েছে যে, প্রথম দিকে যে শক্তি থাকে, শেষের দিকে তা থাকে না। তাই প্রথমে যদি দ্রুত না চলা হয়, তাহ'লে সাত ত্বাওয়াফ শেষ করতে ক্লান্তিকর দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়ে। কেননা এমনিতেই এতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লেগে যায় ॥

৮৪. মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৬৬ 'মানাসিক' অধ্যায়।

উচ্চারণ : *‘রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা ‘আযা-বান্না-র’।*

অর্থ : ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও ও আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও’।[৮৫] এ সময় ডান হাত দিয়ে ‘রুক্‌নে ইয়ামানী’ স্পর্শ করবেন ও বলবেন, *বিসমিল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু আকবার*’। তবে চুমু দিবেন না। ভিড়ের জন্য সম্ভব না হ’লে স্পর্শ করারও দরকার নেই বা ওদিকে ইশারা করে *‘আল্লাহু আকবার’* বলারও প্রয়োজন নেই। কেবল *‘রব্বানা আ-তিনা...’* দো‘আটি পড়ে চলে যাবেন *(ক্বাহত্বানী ৯০-৯১ পৃ.)*। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন

---

৮৫. বাক্বারাহ ২/২০১; আবুদাঊদ হা/১৮৯২; মিশকাত হা/২৫৮১।

যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় *'আল্লা-হুম্মা আ-তিনা...'* দো'আটি পাঠ করতেন।[৮৬]

উল্লেখ্য যে, *রব্বানা*-এর স্থলে *আল্লা-হুম্মা আ-তিনা* কিংবা *আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা* বললে সিজদাতেও এ দো'আ পড়া যাবে। এতদ্ব্যতীত ছালাত, সাঈ, আরাফা, মুযদালেফা সর্বত্র সর্বদা এ দো'আ পড়া যাবে। এসময় নিজের চাহিদাগুলি নিয়তের মধ্যে শামিল করবেন। মুখে বলার প্রয়োজন নেই। কেননা কিসে বান্দার কল্যাণ রয়েছে, সেটি আল্লাহ ভাল জানেন। এটি একটি সারগর্ভ ও সর্বাত্মক দো'আ। যা বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণকর সবকিছুকে শামিল করে এবং যা সর্বাবস্থায় পড়া যায়।

উল্লেখ্য যে, কা'বার উত্তর পার্শ্বে স্বল্প উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা 'হাত্বীম'-এর বাহির দিয়ে ত্বাওয়াফ করতে

৮৬. বুখারী হা/৬৩৮৯; মুসলিম হা/২৬৯০; মিশকাত হা/২৪৮৭।

হবে। ভিতর দিয়ে গেলে ঐ ত্বাওয়াফ বাতিল হবে ও পুনরায় আরেকটি ত্বাওয়াফ করতে হবে। কেননা 'হাত্বীম'[৮৭] অংশটি মূল কা'বার অন্তর্ভুক্ত। যাকে বাদ দিলে কা'বা বাদ পড়ে যাবে।

---

৮৭. **কা'বা ও হাত্বীম :** কা'বা অর্থ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট গৃহ এবং 'হাত্বীম' অর্থ পরিত্যক্ত। পারিভাষিক অর্থে 'হাত্বীম' (اَلْحَطِيْمُ) হ'ল কা'বাগৃহের মূল ভিতের উত্তর দিকের পরিত্যক্ত অংশের নাম। যা একটি স্বল্প উচ্চ অর্ধ গোলাকার প্রাচীর দ্বারা চিহ্নিত করা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে কুরায়েশ নেতাগণ বন্যার তোড়ে ধ্বসে পড়ার উপক্রম বহু বছরের প্রাচীন ইব্রাহীমী কা'বাকে ভেঙ্গে নতুনভাবে নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। তারা তাদের হালাল উপার্জন দ্বারা এক এক গোত্র এক এক অংশ নির্মাণের দায়িত্ব ভাগ করে নেন। কিন্তু উত্তরাংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত বনু 'আদী বিন কা'ব বিন লুওয়াই তাদের হালাল অর্থের ঘাটতি থাকায় ব্যর্থ হয়। ফলে ঐ অংশের প্রায় ৭ হাত জায়গা বাদ রেখেই দেওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এতে ইব্রাহীমী কা'বার ঐ অংশটুকু বাদ পড়ে যায়। যা 'হাত্বীম' বা পরিত্যক্ত অংশ নামে আজও ঐভাবে আছে। এই সময় 'হাজারে আসওয়াদ' রাখা নিয়ে গোত্রগুলির মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উপক্রম হ'লে 'আল-আমীন' মুহাম্মাদ

ত্বাওয়াফ শেষের ছালাত : সাত ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের[৮৮] পিছনে বা ভিড়ের কারণে

তা মিটিয়ে দেন। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে তার উপর পাথরটি রাখেন। অতঃপর সব গোত্রের নেতাদের চাদরটি উঁচু করে ধরতে বলেন। অতঃপর তিনি চাদর থেকে পাথরটি উঠিয়ে কা'বা গৃহের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের দেওয়ালে পুনঃস্থাপন করেন। যার দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৭ ইঞ্চি। এতে সবাই খুশী হয় এবং গোলমাল মিটে যায়। কা'বা গৃহের বর্তমান উচ্চতা ২৭ ফুট। এর খুঁটি সমূহ কাঠের। যা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) কর্তৃক নির্মিত। পশ্চিম পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ২২ হাত, পূর্ব পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ১৮.৫ হাত। দক্ষিণ পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ১৮ হাত। উত্তর পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ১২ হাত।

৮৮. **মাক্বামে ইব্রাহীম :** কা'বার পূর্ব-উত্তর পার্শ্বে পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাঁড়ানোর স্থানকে 'মাক্বামে ইব্রাহীম' বলা হয়। যা কা'বার দেওয়াল ঘেঁষে ছিল। পরে ওমর (রাঃ) একটু দূরে স্থাপন করেন *(ইবনু কাছীর)*। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَاتَّخِذُوْا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى، 'তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে ছালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১২৫)*। এখানে ইমামের পিছনে ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার মুসলিমগণ একত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন। মাক্বামে ইব্রাহীম তাই বিশ্ব

অসম্ভব হ'লে হারাম শরীফের যেকোন স্থানে হালকাভাবে নীরবে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবেন। এই সময় ডান কাঁধ ঢেকে নিবেন। (ক) এই ছালাত নিষিদ্ধ তিন সময়েও পড়া যাবে। (খ) যদি বাধ্যগত কোন শারঈ কারণে বা ভুলবশতঃ এই ছালাত আদায় না করে কেউ বেরিয়ে আসেন, তাতে কোন দোষ হবে না। কারণ এটি ওয়াজিব নয়। (গ) এখানে সুৎরা

মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র। অথচ চার মাযহাবের তাক্বলীদপন্থী আলেম ও তাদের অনুসারীদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তৎকালীন মিসরের বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূকের নির্দেশে ৮০১ হিজরী সনে (১৪০৬ খৃ.) কা'বাগৃহের চারপাশে চারটি মুছাল্লা কায়েম করা হয়, যা মাযহাবী বিভক্তিকে স্থায়ী রূপ দেয় *(আল-বাদরুত তালে' ২/২৬)*। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীয আলে সঊদ ১৩৪৩ হিজরী সনে (১৯২৭ খৃ.) উক্ত চার মুছাল্লার বিদ'আত উৎখাত করেন এবং ৫৪২ বছর পর মুসলমানগণ আল্লাহ্র হুকুম মতে পুনরায় মাক্বামে ইব্রাহীমে এক ইমামের পিছনে ঐক্যবদ্ধভাবে ছালাত আদায়ের সুযোগ লাভে ধন্য হয়। যা আজও অব্যাহত আছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

ছাড়াই ছালাত জায়েয। তবে মুছল্লীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। তাই মুছল্লীর সিজদার স্থান হ'তে একটি বকরী যাওয়ার মত দূরত্বের বাহির দিয়ে অতিক্রম করা যাবে।[৮৯] (ঘ) উক্ত ছালাতে সূরা ফাতেহা শেষে প্রথম রাক'আতে 'সূরা কাফেরূন' ও দ্বিতীয় রাক'আতে 'সূরা ইখলাছ' পাঠ করবেন। তবে অন্য সূরাও পাঠ করা যাবে। (ঙ) ত্বাওয়াফ ও সাঈ-তে সংখ্যা গণনায় কম হয়েছে বলে নিশ্চিত ধারণা হ'লে বাকীটা পূর্ণ করবেন। ধারণা অনিশ্চিত হ'লে বা গণনায় বেশী হ'লে কোন দোষ নেই।

ছালাত শেষে পূর্ব দিকে 'যমযম' কূয়ার পানি পান করবেন। অতঃপর তার পাশেই 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে যাবেন।

---

৮৯. বুখারী হা/৪৯৬; মুসলিম হা/৫০৮।

৫. সাঈ (السعي) :

সাঈ অর্থ দৌড়ানো। পারিভাষিক অর্থে, হজ্জ বা ওমরাহ্র উদ্দেশ্যে ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানোকে সাঈ বলা হয়। ত্বাওয়াফ শেষে ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাতবার সাঈ করবেন।[৯০] দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে একটু জোরে দৌড়াবেন। তবে মহিলাগণ সর্বদা স্বাভাবিকভাবে চলবেন।

তৃষ্ণার্ত মা হাজেরা শিশু ইসমাঈলের ও নিজের পানি পানের জন্য মানুষের সন্ধানে পাগলপারা

---

৯০. বুখারী হা/১৬৯১; মুসলিম হা/১২২৭; মিশকাত হা/২৫৫৭। **ছাফা পাহাড় :** কা'বাগৃহের পূর্ব-দক্ষিণে 'ছাফা পাহাড়' অবস্থিত। সেখান থেকে সোজা উত্তর দিকে প্রায় অর্ধ কি.মি. (৪৫০ মি.) দূরে 'মারওয়া পাহাড়' অবস্থিত। উভয় পাহাড়ে সাতবার সাঈ-তে প্রায় সোয়া ৩ কি.মি. পথ অতিক্রম করতে হয়। যাতে সময় লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা।

হয়ে ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে দেখতে চেয়েছিলেন কোন কাফেলার সন্ধান পাওয়া যায় কি-না *(বুখারী হা/৩৩৬৪, ১৬৪৮)*। সেই কষ্টকর ও করুণ স্মৃতি মনে রেখেই এ সাঈ করতে হয়।[৯১]

(১) সাঈর সময় ছাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে মনে মনে বলবেন, আমি শুরু করছি সেখান থেকে যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করবেন- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ– *'ইন্নাছ ছাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লা-হ। ফামান হাজ্জাল বাইতা আবি'তামারা*

---

৯১. এজন্য পাঠ করুন লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'নবীদের কাহিনী'-১ 'ইব্রাহীম (আঃ)' অধ্যায়।

ফালা জুনা-হা ‘আলাইহি আইঁ ইয়াত্ত্বাউওয়াফা বিহিমা। ওয়ামান তাত্বাউওয়া‘আ খায়রান, ফাইন্নাল্লা-হা শা-কেরুন ‘আলীম’। (নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। অতএব যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ অথবা ওমরাহ করবে, তার জন্য এ দু’টি পাহাড় প্রদক্ষিণ করায় কোন দোষ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার যথার্থ মূল্যায়নকারী ও তার সম্পর্কে সম্যক অবগত’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৮; ক্বাহত্বানী ৯৪ পৃ.)*।

(২) অতঃপর ছাফা পাহাড়ে উঠে কা‘বার দিকে মুখ ফিরিয়ে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* ও *আল-হামদুলিল্লাহ* বলবেন এবং তিনবার *আল্লাহু আকবার* বলবেন। দেওয়াল বা পিলার সমূহের কারণে কা‘বা দেখায় সমস্যা হ’লেও সুন্নাতের অনুসরণে সেদিকে তাকাবেন। দেখতে না পেলেও

কোন দোষ নেই। অতঃপর কা‘বা-র দিকে মুখ করে দু’হাত উঠিয়ে তিনবার নিম্নের দো‘আটি পাঠ করবেন ও অন্যান্য দো‘আ করবেন।-

لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু; ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, আনজাযা ওয়া‘দাহূ ওয়া নাছারা ‘আবদাহূ, ওয়া হাযামাল আহ্যা-বা ওয়াহদাহূ’।*

অর্থ : ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল

রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই বাঁচান ও তিনিই মারেন এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান'। 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন ও স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে পরাজিত করেছেন'।[৯২]

(৩) সাঈ-র জন্য ওযূ বা পবিত্রতা শর্ত নয়, তবে মুস্তাহাব *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/২৬৪ পৃ.)*।

(৪) ত্বাওয়াফ ও সাঈ অবস্থায় নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। বরং যার যা দো'আ মুখস্ত আছে, তাই নীরবে পড়বেন। অবশ্যই তা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বান্দা তার প্রভুর নিকটে তার মনের সকল কথা নিবেদন করবে।

---

৯২. মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫; আবুদাউদ হা/১৯০৫।

আল্লাহ তার বান্দার হৃদয়ের খবর রাখেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) এই সময় পড়েছেন : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ– *'রব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতাল আ'আযযুল আকরাম'* (হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। আর তুমিই সর্বোচ্চ সম্মানিত ও সর্বাধিক দয়ালু)।[৯৩]

তাছাড়া এই সময় অধিকহারে *'সুবহা-নাল্লাহ' 'আল-হামদুলিল্লাহ'* ও *'আল্লাহু আকবার'* পড়বেন ও তওবা-ইস্তেগফার করবেন বা নিম্নস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করবেন।

(৫) প্রতিবার ছাফা ও মারওয়াতে উঠে কা'বামুখী হয়ে পূর্বের ন্যায় *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* ও তিনবার *আল্লাহু আকবার*

---

৯৩. বায়হাক্বী হা/৯৫২০, ৫/৯৫ পৃ.।

বলবেন ও হাত উঠিয়ে পূর্বের দো‘আটি পাঠ করবেন *(মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫)*।

(৬) ছাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক সাঈ, মারওয়া থেকে ছাফা পর্যন্ত আরেক সাঈ। এমনিভাবে ছাফা থেকে সাঈ শুরু হ’য়ে মারওয়াতে গিয়ে সপ্তম সাঈ শেষ হবে ও সেখান থেকে ডান দিকে বেরিয়ে পাশেই সেলুনে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমস্ত চুল ছেঁটে খাটো করবেন।

(৭) মহিলাগণ তাদের চুলের বেণীর অগ্রভাগ হ’তে সামান্য কিছু চুল কেটে ফেলবেন।

(৮) ওমরাহ্‌র পরে হজ্জের সময় নিকটবর্তী হ’লে পুরুষের চুল খাটো করাই ভাল। পরে হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন করবেন। এরপর ‘প্রাথমিক হালাল’ হয়ে যাবেন ও ইহরাম খুলে স্বাভাবিক পোষাক পরবেন।

জ্ঞাতব্য : (ক) সাঈ-র মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে বাকী সাঈগুলি হুইল চেয়ারে বা ট্রলিতে করায় দোষ নেই। (খ) ত্বাওয়াফ বা সাঈতে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং বাকী ত্বাওয়াফ বা সাঈতে অক্ষম হ'লে সেগুলি ক্বাযা করবে এবং পরে আদায় করবে। (গ) ত্বাওয়াফ ও সাঈ-র সময় একজন দলনেতা বই বের করে জোরে জোরে পড়া ও তার পিছে পিছে সরবে তা পাঠ করা বিদ'আত। এভাবে সমস্বরে ও উচ্চস্বরে দো'আ পাঠ করার মধ্যে যেমন খুশূ-খুযূ থাকে না, তেমনি অন্যের নীরব দো'আ ও খুশূ-খুযূ-তে ব্যাঘাত সৃষ্টির দায়ে তাকে গোনাহগার হ'তে হবে। এসময় মহিলাগণ ভিড়ের কারণে নেক্বাব পরে থাকবেন।

(ঘ) ত্বাওয়াফের পরেই সাঈ করার নিয়ম। কিন্তু যদি কেউ ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্র পূর্বেই অজ্ঞতাবশে বা ভুলক্রমে সাঈ করেন, তাতে কোন দোষ হবে না।

মহিলাদের জ্ঞাতব্য (معلومات للنساء) :

(১) মহিলাগণ মাহরাম সঙ্গী ব্যতীত হজ্জ বা ওমরাহ করবেন না।[৯৪]

মাহরাম হ'ল রক্ত সম্পর্কীয় ৭ জন : (১) পিতা-দাদা ও ঊর্ধতন (২) পুত্র-পৌত্র ও অধঃস্তন (৩) ভ্রাতা (৪) ভ্রাতুষ্পুত্র ও অধঃস্তন (৫) ভগিনীপুত্র ও অধঃস্তন (৬) চাচা (৭) মামু। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ সম্পর্কীয় উক্ত ৭ জন। মোট ১৪ জন। এদের মধ্যে সবচেয়ে নিকটতম মাহরাম হ'লেন রক্ত সম্পর্কীয় প্রথম চারজন। অর্থাৎ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র।

বিবাহ সম্পর্কীয় ৪ জন : (১) স্বামীর পুত্র বা পৌত্র (২) স্বামীর পিতা বা দাদা (৩) জামাতা, পুতিন-জামাতা, নাতিন-জামাতা (৪) মাতার স্বামী

---

৯৪. বুখারী হা/৩০০৬; মুসলিম হা/১৩৪১; মিশকাত হা/২৫১৩।

(সহবাসকৃত) বা দাদী-নানীর স্বামী।[৯৫] তবে ১৪৪৩ হিজরী তথা ২০২২ সাল থেকে সঊদী সরকার নির্দিষ্ট কাফেলার মহিলাদের সাথে অন্য মহিলাদের হজ্জ বা ওমরায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

(২) ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী নারীগণ ত্বাওয়াফ (ও ছালাত) ব্যতীত হজ্জ ও ওমরাহ্র সবকিছু পালন করবেন।[৯৬] (৩) যদি ওমরাহ্র ইহরাম বাঁধার সময় বা পরে ঋতু শুরু হয় এবং ৮ তারিখের পূর্বে পাক না হয়, তাহ'লে ঐ অবস্থায় নিজ অবস্থানস্থল থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন এবং তিনি তখন ওমরাহ ও হজ্জ মিলিতভাবে ক্বিরান হজ্জকারিনী হবেন। (৪) পাক না হওয়া পর্যন্ত তিনি ত্বাওয়াফ ব্যতীত সাঈ, ওকূফে আরাফা, মুযদালেফা, মিনায় কংকর মারা, বিভিন্ন

৯৫. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি./১৯২৯-২০০১ খৃ.), আশ-শারহুল মুমতে' (দাম্মাম, সঊদী আরব : দার ইবনুল জাওযী, ১ম সংস্করণ ১৪২২-১৪২৮ হি.) ৭/৩৮ পৃ.।
৯৬. বুখারী হা/২৯৪; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৭২।

দো‘আ-দরূদ পড়া, কুরবানী করা, চুলের অগ্রভাগ কাটা ইত্যাদি হজ্জের বাকী সব অনুষ্ঠান পালন করবেন। (৫) নাপাক থাকলে বিদায়ী ত্বাওয়াফ ছাড়াই দেশে ফিরবেন।

(৬) যদি কোন মহিলার ওমরাহ ছুটে যায় এবং তিনি পাক হওয়া পর্যন্ত দেরী করেন, তাহ’লে তানঈম থেকে ইহরাম বেঁধে এসে বিদায়ের আগে ওমরাহ করতে পারেন। যেমন ঋতুবতী হওয়ার কারণে আয়েশা (রাঃ) ওমরাহ করতে পারেননি। পাক হওয়ার পর মদীনায় ফেরার প্রাক্কালে তিনি সেটি আদায় করেন’।[৯৭]

(৭) ত্বাওয়াফের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান। অন্য সময়েও নারীরা হারামে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ

৯৭. বুখারী হা/৩১৯; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৫৬; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ‘আয়েশা (রাঃ)-এর ওমরাহ’ অনুচ্ছেদ ৭২৫ পৃ.।

تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ– 'তোমরা আল্লাহ্র বান্দীদের আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে যেতে নিষেধ করো না'।[৯৮] তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম'।[৯৯]

উভয় হাদীছের আলোকে বিদ্বানগণ বলেন, দুই হারামে ছালাতের বিষয়টি কেবল পুরুষদের জন্য খাছ। কেননা মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য পুরুষেরা আদিষ্ট; নারীরা নয়। অতএব মহিলাগণ হজ্জে বা ওমরায় গিয়ে (ত্বাওয়াফ ব্যতীত) অন্য সময় ইচ্ছা করলে ঘরে বা হোটেলে ছালাত আদায় করতে পারেন। এতে তারা হারামে ছালাত আদায়ের সমান ছওয়াব পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।[১০০]

৯৮. বুখারী হা/৯০০; মুসলিম হা/৪৪২ (১৩৬)।
৯৯. আবুদাঊদ হা/৫৬৭; মিশকাত হা/১০৬২।
১০০. ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ৭/২৮; বিন বায, ফাতাওয়াদ দুরূস।

আমরা মনে করি, প্রচণ্ড ভিড়ে হারামে প্রবেশে অক্ষম পুরুষেরাও উপরোক্ত নেকী পাবেন। হারাম এলাকার মধ্যে বিভিন্ন হোটেলে, ফ্ল্যাটে, মসজিদে ও খোলা স্থানে বা রাস্তায় যারা হারামের অনুসরণে বা পৃথক জামা'আতে ছালাত আদায় করেন, তারাও হারামে ছালাত আদায়ের নেকী পাবেন ইনশাআল্লাহ।

(৮) মদীনার হারামে বর্তমানে মহিলাদের জন্য পর্দার মধ্যে পৃথক জামা'আতের ব্যবস্থা হয়েছে। নইলে হারামের মসজিদের দেওয়ালের বাইরে মহিলারা পৃথক জামা'আত করতে পারেন বা মাইকে পুরুষের মূল জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে সর্বাবস্থায় মহিলাদের জন্য নিরাপদ হ'ল পুরুষের পিছনে ও পর্দার মধ্যে ছালাত আদায় করা।

হজ্জ সমূহের নিয়মাবলী

(مناسك الحج)

তামাত্তু, ক্বিরান ও ইফরাদ তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে রুকন ও ওয়াজিব সব একই। কেবল সময়কালের পার্থক্য। তামাত্তু হজ্জে সময় একটু বেশী লাগে। কেননা তাকে প্রথমে ওমরাহ্‌র ত্বাওয়াফ ও সাঈ করতে হয়। পরে নতুন ভাবে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' ও সাঈ করতে হয়। ফলে গড়ে দু'টি বা তিনটি ত্বাওয়াফ ও দু'টি সাঈ করতে হয়। অবশ্য এতে তার নেকীও বেশী হয়।

এরপরের সংক্ষিপ্ত হজ্জ হ'ল **ক্বিরান ও ইফরাদ**। এতে গড়ে দু'টি ত্বাওয়াফ ও একটি সাঈ করতে হয়। সর্বসাকুল্যে ৮ই যিলহজ্জ থেকে ১২ বা ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ৫ বা ৬ দিনে এই হজ্জ সমাপ্ত হয়।

(১) মিনায় গমন (الذهاب إلى منى) :

৯ তারিখে আরাফা ময়দানে অবস্থানের পূর্বে আগের দিন মিনায় গিয়ে অবস্থান করতে হয়। এটি হ'ল মক্কার পরে ২য় অবস্থান স্থল। তামাত্তু হজ্জ পালনকারীগণ যিনি ইতিপূর্বে ওমরাহ পালন শেষে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে গেছেন, তিনি ৮ই যিলহজ্জ সকালে স্বীয় অবস্থানস্থল হ'তে ওযূ-গোসল সেরে সুগন্ধি মেখে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেন ও সংক্ষিপ্ত তালবিয়া পাঠ করবেন- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا *'লাব্বায়েকাল্লা-হুম্মা হাজ্জান'* (হে আল্লাহ! আমি হজ্জের জন্য হাযির)। অতঃপর 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে করতে কা'বা থেকে প্রায় ৮ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন ও যোহরের পূর্বেই

সেখানে পৌঁছে যাবেন। তবে মহিলারা কোন অবস্থায় সুগন্ধি মাখবেন না।

অতঃপর সেখানে রাত্রি যাপন করবেন ও ক্বছরের সাথে প্রতি ওয়াক্ত ছালাত পৃথক পৃথকভাবে মসজিদে খায়েফে আদায় করবেন। তবে জামা'আতে ইমাম পূর্ণ পড়লে তিনিও পূর্ণ পড়বেন। সবাই মসজিদে খায়ফে[১০১] ছালাত

---

১০১. 'খায়েফ' বলা হয় এমন স্থানকে যা পাহাড়ের ঢালু অংশে এবং পানির প্রবাহ থেকে উঁচুতে অবস্থিত *(আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল আছার ২/১৯৪)*। মিনার দক্ষিণে ছোট জামরার নিকটে এই প্রাচীন মসজিদটি অবস্থিত। উক্ত মসজিদের মর্যাদা হ'ল এখানে মূসা (আঃ) সহ ৭০ জন নবী-রাসূল ছালাত আদায় করেছেন। রাসূল (ছাঃ) মিনায় অবস্থান কালে এই মসজিদে ছালাত আদায় করতেন' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৫৪০৭; আলবানী, মানাসিকুল হজ্জ ৪১ পৃ., মাসআলা ক্রমিক : ১২৭)*। বর্তমানে বৃহদাকারে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। যেখানে একসঙ্গে প্রায় ৪৫ হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন।

আদায়ের সুযোগ পাবেন না। তাই প্রত্যেকে স্ব স্ব তাঁবুতে ক্বছরের সাথে প্রতি ওয়াক্ত ছালাত একাকী বা জামা'আতের সাথে আদায় করবেন। 'ক্বছর' অর্থ চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতগুলি দু'রাক'আত পড়া। সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত পড়তেন না।[১০২] তবে ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ও বিতর ছাড়তেন না।[১০৩] এই সময় সিজদায় ও শেষ বৈঠকে ইচ্ছামত হৃদয় ঢেলে দিয়ে দো'আ-ইস্তেগফার করবেন।

অতঃপর ৯ তারিখে হজ্জ সেরে ১০ই যিলহজ্জ সকালে মুযদালিফা থেকে মিনায় ফিরে বড় জামরায় কংকর মেরে 'প্রাথমিক হালাল' হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবেন। অতঃপর মিনায় আইয়ামে তাশরীক্বের দুই বা

১০২. বুখারী হা/১১০২; মুসলিম হা/৬৮৯; মিশকাত হা/১৩৩৮।
১০৩. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.), যা-দুল মা'আদ ১/৪৫৬।

তিন দিন বাকী কংকর সমূহ মারার জন্য অবস্থান করবেন।

(২) আরাফা ময়দানে অবস্থান (الوقوف بعرفة) :

কা'বা থেকে ২২.৪ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে আরাফা ময়দান হারাম এলাকার বাইরে অবস্থিত। মিনা থেকে এখানে এসে ৯ তারিখে অবস্থান করাটাই হ'ল হজ্জের প্রধান অনুষ্ঠান। এটি পালন না করলে হজ্জ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْحَجُّ عَرَفَةُ 'হজ্জ হ'ল আরাফাহ'।[১০৪]

৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে ধীরস্থিরভাবে 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে করতে আরাফা ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হবেন এবং ময়দানের চিহ্নিত সীমানার মধ্যে সুবিধামত স্থানে

১০৪. ইবনু মাজাহ হা/৩০১৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৭১৪।

অবস্থান নিবেন।[১০৫] তবে মাসজিদে নামেরাহ্র কাছাকাছি অবস্থান করা মুস্তাহাব *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫১৪)*। কেননা এখানেই রাসূল (ছাঃ) অবতরণ করেছিলেন। এখানে যোহর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত অবস্থান করবেন। আরাফাতে পৌঁছে দুপুরে সূর্য ঢলার পরে ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক

---

১০৫. **ওকূফে আরাফাহ :** আরাফা ময়দানে অবস্থানের প্রধান কারণ হ'ল বান্দাকে একথা মনে করিয়ে দেওয়া যে, সৃষ্টির সূচনায় এই আরাফাত বা না'মান উপত্যকায় প্রথম 'আহ্দে আলাস্তু'-র শপথ অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেদিন আল্লাহ আদমের পিঠ থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল বনু আদমকে পিপীলিকার অবয়বে সৃষ্টি করে তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? জওয়াবে সেদিন আমরা সবাই বলেছিলাম, হ্যাঁ' *(আ'রাফ ১৭২; আহমাদ হা/২৪৫৫; মিশকাত হা/১২১)*। সেদিনের সেই তাওহীদের স্বীকৃতি ও বিশ্ব মানব সম্মেলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আরাফার ময়দানে অবস্থান করাকে হজ্জের প্রধান অনুষ্ঠান হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে বিশ্বের সকল প্রান্তের মুমিন-মুসলমান একত্রিত হয় ও আল্লাহ্র ইবাদতে রত হয়।

হজ্জের খুৎবা শুনবেন।[১০৬] এসময় ঈদায়নের ন্যায় একটি খুৎবা হয়ে থাকে। জুম'আর ন্যায় দু'টি খুৎবা নয়। অতঃপর যোহর ও আছরের ছালাত এক আযান ও দুই এক্বামতে ২+২=৪ রাক'আত জমা ও ক্বছর সহ মূল জামা'আতের

১০৬. বর্তমানে মসজিদে নামেরাহ থেকে মাইকে খুৎবা হয়ে থাকে। এই নামেরাহ উপত্যকায় রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় অবতরণ করেন। এর একপাশে আরাফাত ও অন্যপাশে মুযদালেফাহ অবস্থিত। অতঃপর সূর্য ঢলে পড়লে তিনি স্বীয় ক্বাছওয়া উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে আরাফা ময়দানের পূর্ব-উত্তরে একটি পাহাড়ের টিলায় গমন করেন। যা জাবালে আরাফাত বা জাবালে রহমত নামে পরিচিত। সেখানে তিনি উটনীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় উপস্থিত প্রায় ১ লক্ষ ২৪ বা ৩০ হাযার মুসলমানের উদ্দেশ্যে বিদায় হজ্জের খুৎবা দেন। যা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন বেলালের উপর নির্যাতনকারী ও রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী বদর যুদ্ধে নিহত কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের পুত্র রাবী'আহ বিন উমাইয়া *(দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭০৪-০৫, ৭১০ পৃ.)*।

সাথে আদায় করবেন। সম্ভব না হ'লে নিজেরা পৃথক জামা'আতে নিজ নিজ তাঁবুতে ক্বছর সহ 'জমা তাক্বদীম' করবেন।[১০৭] এর আগে-পিছে সুন্নাত-নফল কোন ছালাত নেই। স্রেফ দো'আ-ইস্তেগফার ও তেলাওয়াতে রত থাকবেন। আর ইমামের খুৎবার আগে কোন ছালাত নেই।

আরাফা ময়দানে পৌঁছে একথা স্মরণ করতে হবে যে, এ ময়দানেই সৃষ্টির সূচনায় আমরা সমগ্র মানবজাতি পিপীলিকার অবয়বে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সম্মুখে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, হ্যাঁ। আপনিই আমাদের প্রতিপালক'। যাকে 'আহ্দে আলাস্তু' বলা হয় *(মিশকাত হা/১২১; আ'রাফ ৭/১৭২)*। অতএব সার্বিক জীবনে আমরা আল্লাহ্রই দাসত্ব করব এবং শয়তানের দাসত্ব হ'তে বিরত থাকব, এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এখানে অবস্থান করবেন।

১০৭. আবুদাঊদ হা/১৯১৩; বুখারী হা/১০৯২, ১৬৬২, ১৬৭৩; মিশকাত হা/২৬১৭, ২৬০৭ 'হজ্জ' অধ্যায়।

সর্বদা দো‘আ-দরূদ ও তাসবীহ-তেলাওয়াতে রত থাকবেন এবং ক্বিবলামুখী হ’য়ে দু’হাত তুলে আল্লাহ্র নিকটে কায়মনোচিত্তে প্রার্থনায় রত থাকবেন। আর এটাই হ’ল হজ্জের মূল কাজ। কেননা ‘আরাফার দিন আল্লাহ সর্বাধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম হ’তে মুক্তি দেন। তিনি নিম্ন আকাশে নেমে এসে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, দেখ ওরা কি চায়? *(মুসলিম হা/১৩৪৮)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি ফেরেশতাদের বলেন, اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُم– ‘তোমরা সাক্ষী থাক আমি ওদের সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ মাফ করে দিলাম’।[১০৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، ‘শ্রেষ্ঠ দো‘আ হ’ল আরাফার দো‘আ...’।[১০৯]

---

১০৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৮৮৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৫৫।

১০৯. তিরমিযী হা/৩৫৮৫; মিশকাত হা/২৫৯৮।

আরাফার জন্য নির্দিষ্ট কোন দো‘আ নেই। এসময় দাঁড়িয়ে দো‘আ করার কোন দলীল নেই। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে’... *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১৯১)*।

উল্লেখ্য যে, ৯ই যিলহজ্জ হাজীগণ ছিয়াম পালন করবেন না। তবে যারা হাজী নন, তাদের জন্য আরাফার দিন ছিয়াম পালন করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। এতে বিগত এক বছরের ও আগামী এক বছরের গোনাহ মাফ হয়’।[১১০] এর দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী মুসলিম নর-নারীগণ হজ্জের বিশ্ব সম্মেলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। যা মুমিনকে ঐক্য ও সংহতির প্রতি গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

৯ই যিলহজ্জ পূর্বাহ্ন হ’তে ১০ই যিলহজ্জ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফা

১১০. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ ‘ছওম’ অধ্যায়।

ময়দানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই কিংবা ময়দানের উপর দিয়ে হজ্জের নিয়তে হেঁটে গেলেও আরাফায় অবস্থানের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে এই দীর্ঘ সময় যদি কেউ অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, তাহ'লে তার হজ্জ বাতিল হবে এবং সেটি কেবল ওমরাহ হিসাবে গণ্য হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫১৬)*।

(৩) মুযদালেফায় রাত্রিযাপন (المبيت في مزدلفة) :

মুযদালেফা হারাম এলাকার মধ্যে কা'বা থেকে ৮.৬ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত। ৯ই যিলহজ্জ সুর্যাস্তের পর আরাফা ময়দান হ'তে 'তালবিয়াহ' পাঠ ও তওবা-ইস্তেগফার করতে করতে ধীরে-সুস্থে প্রায় ৯ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে মুযদালেফা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। কোন অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা হওয়া যাবে না। রওয়ানা দিলে পুনরায়

ফিরে আসতে হবে ও সূর্যাস্তের পরে যাত্রা করতে হবে। যদি ফিরে না আসেন, তাহ'লে ফিদ্ইয়া দিতে হবে।

মুযদালেফায় পৌঁছে 'জমা তাখীর' করবেন। অর্থাৎ মাগরিব পিছিয়ে এশার সাথে জমা করবেন। এক আযান ও দুই এক্বামতে জমা ও ক্বছর অর্থাৎ মাগরিব তিন রাক'আত ও এশা দু'রাক'আত জমা করে পড়বেন। তবে প্রত্যেকের আযান দেওয়া আবশ্যিক নয়। যরূরী কোন কারণে জমা ও ক্বছরের মাঝে বিরতি ঘটে গেলে তাতে কোন দোষ নেই। দুই ছালাতের মাঝে বা এশার ছালাতের পরে আর কোন ছালাত নেই। এরপর রাসূল (ছাঃ) ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলেন।[১১১] এতে বুঝা যায় যে, তিনি এই রাতে বিতর বা তাহাজ্জুদ পড়েননি। অতঃপর

১১১. মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।

ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ে ‘মাশ‘আরুল হারামে’ (অর্থাৎ মুযদালেফা পাহাড় বা মসজিদে) গিয়ে অথবা নিজ অবস্থানে বসে দীর্ঘক্ষণ ক্বিবলামুখী হয়ে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ প্রভৃতি দো‘আ-ইস্তে গফারে রত থাকবেন।

উল্লেখ্য যে, ‘মাশ‘আরুল হারাম’ বা আল্লাহ্র সম্মানিত নিদর্শন হ’ল ৩টি। কা‘বাগৃহ, আরাফা ময়দান ও মুযদালেফা। প্রথমটিকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় ত্বাওয়াফের মাধ্যমে। দ্বিতীয়টিকে সম্মান করা হয় সেখানে অবস্থানের মাধ্যমে এবং তৃতীয়টিকে সম্মান করা হয় সেখানে রাত্রি যাপনের মাধ্যমে।

যদি কোন কারণবশতঃ অর্ধরাত্রির পূর্বে মুযদালেফা পৌঁছা সম্ভব না হয়, তাহ’লে সেখানেই মাগরিব-এশা জমা ও ক্বছর সহ আদায়

করে নিবেন। কিন্তু অর্ধরাত্রির পরে ছালাত পড়া যাবে না *(ক্বাহত্বানী ১১২-১৩ পৃ.)*। রাতে এই বিশ্রামের কারণ যাতে পরদিন কুরবানী ও কংকর মারার কষ্ট সহজ হয়। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ে ক্বিবলামুখী হয়ে কায়মনোচিত্তে দো'আয় লিপ্ত হবেন। আরাফা ময়দানের ন্যায় এখানেও কোন নির্দিষ্ট দো'আ নেই। অতঃপর পূর্বাকাশ ভালভাবে ফর্সা হ'লে সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রায় ৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন।

দুর্বল ও মহিলাদের নিয়ে অর্ধরাত্রির পরেও রওয়ানা দেওয়া জায়েয আছে। তার পূর্বে রওয়ানা হওয়া জায়েয নয়। রওয়ানা দিলে ফিরে আসতে হবে। নইলে কাফফারা স্বরূপ ফিদ্ইয়া দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, পুরা মুযদালেফাই অবস্থানস্থল। অতএব অর্ধরাত্রির পরে নিয়ত সহকারে

মুযদালেফা ময়দানের যেকোন স্থানের উপর দিয়ে চলে গেলে সেখানে অবস্থানের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। মুযদালেফা হ'তে মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময় সেখান থেকে অথবা চলার পথে রাস্তার পাশ থেকে ছোলার চেয়ে একটু বড় সাতটি ছোট্ট পাথর বা কংকর কুড়িয়ে নিবেন। যা মিনায় পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর 'বড় জামরায়' মারার সময় ব্যবহার করবেন।

এ সময় বিশেষ ধরনের কংকর কুড়ানোর জন্য মুযদালেফা পাহাড়ে উঠে রাতের বেলা টর্চ মেরে লোকদের যে কঠিন প্রচেষ্টা চালাতে দেখা যায়, সেটা স্রেফ বিদ'আতী কাজ।

(৪) মিনায় প্রত্যাবর্তন (الرجوع إلى منى) :

১০ই যিলহজ্জ ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালেফা থেকে 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে করতে রওয়ানা হয়ে মুযদালেফার

শেষ প্রান্ত ও মিনার সীমান্তবর্তী ‘মুহাসসির’ উপত্যকায় একটু দ্রুত চলবেন।[১১২] অতঃপর

---

১১২. **ওয়াদিয়ে মুহাসসির :** ‘মুহাস্‌সির’ (الْمُحَسِّرُ) অর্থ ‘অক্ষমকারী’। এই উপত্যকায় ইয়ামনের নেতা আবরাহার হাতি ‘মাহমূদ’ অক্ষম হয়ে বসে পড়েছিল। মক্কার দিকে এগোতে পারেনি। অল্প দূরে আরাফাত সন্নিহিত মক্কার নিকটবর্তী ‘মুগাম্মাস’ নামক স্থানে এসে আবরাহার পথপ্রদর্শক ত্বায়েফের ছাক্বীফ গোত্রের আবু রেগাল মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। এভাবে আবরাহা বাহিনী এ এলাকাতেই আল্লাহ্‌র অদৃশ্য বাধার মাধ্যমে আটকে যায় এবং পরে আল্লাহ প্রেরিত পক্ষীবাহিনীর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। এ উপলক্ষ্যেই সূরা ফীল নাযিল হয়। তাই এটি একটি গযবের এলাকা। আর সেকারণেই রাসূল (ছাঃ) এই স্থান দ্রুত অতিক্রম করেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৬১)*। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ কা‘বাগৃহকে الْبَيْتُ الْعَتِيْقُ বা ‘মুক্ত গৃহ’ বলেছেন *(হজ্জ ২২/২৯)*। কাফেরদের অধিকার থেকে যা চিরকাল মুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। **দ্বিতীয় :** ৫০০×৪৫=২২,৫০০ বর্গ ফুটের এই স্থানটি একটি নিন্দিত এলাকা। আভিজাত্যগর্বী কুরায়েশ নেতারা নিজেদেরকে ‘হুম্‌স’ বা ‘কঠোর ধার্মিক’ ‘আহলুল্লাহ’ তথা ‘আল্লাহ্‌র ঘরের বাসিন্দা’ দাবী করে হজ্জের সময়

মিনা পৌঁছে ৪টি কাজ করবেন। (১) বড় জামরায় কংকর মারা (২) কুরবানী করা (৩) মাথা মুণ্ডন করা অথবা সমস্ত চুল ছোট করা।[১১৩]

আরাফার বদলে এখানে অবস্থান করত এবং নিজ নিজ বংশের ও বাপ-দাদাদের গৌরব বর্ণনা করত। কেননা মুযদালেফা হ'ল হারামের ভিতরে এবং আরাফাত হ'ল বাইরে। তারা সাধারণ লোকদের সাথে আরাফার ময়দানে অবস্থান করাকে হীনকর মনে করত। এর প্রতিবাদ স্বরূপ আল্লাহ সবাইকে আরাফা ময়দানে অবস্থানের নির্দেশ দেন *(বাক্বারাহ ২/১৯৯)*। আর তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করেন *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/১৬৬ পৃ.)*।

১১৩. কুরআনে মাথা মুণ্ডনের কথা আগে এবং চুল ছাঁটার কথা পরে বলা হয়েছে *(ফাৎহ ৪৮/২৭)*। হাদীছে রাসূল (ছাঃ) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দো'আ করার পর চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দো'আ করেছেন *(বুখারী হা/১৭২৭; মুসলিম হা/১৩০১; মিশকাত হা/২৬৪৮-৪৯)*। তিনি নিজে বিদায় হজ্জে মাথা মুণ্ডন করেন ও তাঁর ছাহাবীগণের অনেকে চুল ছাঁটেন *(বুখারী হা/৪৪১০; মুসলিম হা/১৩০৪; মিশকাত হা/২৬৪৬)*। এতে বুঝা যায় যে, দু'টিই জায়েয। তবে মাথা মুণ্ডনের গুরুত্ব বেশী। এতে অধিক বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ পায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৩৫)*।

টাকমাথা হ'লেও তাতে ক্ষুর দিবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*। এসময় সকলের জন্য গোফ ছাঁটা ও নখ কাটা মুস্তাহাব।[১১৪] (৪) মক্কায় ফিরে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করা *(বাক্বারাহ ২/১৯৯)*। তবে এ কাজগুলির কোনটি আগপিছ হয়ে গেলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন কেউ কংকর মারার আগেই 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করল অথবা আগেই মাথা মুণ্ডন করল ও পরে কুরবানী করল এবং শেষে কংকর মারল, তাতে কোন দোষ নেই।[১১৫] উল্লেখ্য যে, কুরবানী মিনা ছাড়া মক্কাতে এসেও করা যায়। কেননা মক্কা, মিনা, মুযদালেফা, আযীযিয়াহ সবই হারামের অন্তর্ভুক্ত। তবে আরাফাত নয়।

---

১১৪. বুখারী হা/১৭২৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৩৬।
১১৫. বুখারী হা/১৭৩৬; মুসলিম হা/১৩০৬; মিশকাত হা/২৬৫৫-২৬৫৮।

সূর্যোদয়ের পর প্রথমে 'জামরাতুল আক্বাবাহ' অর্থাৎ বড় জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রতি নিক্ষেপে ডান হাত উঁচু করে সরবে 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। এসময় থেকে 'তালবিয়াহ' পাঠ বন্ধ হবে। অতঃপর ইহরাম খুলে প্রাথমিক হালাল হ'তে পারবেন, যদিও মাথা মুণ্ডন ও কুরবানী বাকী থাকে। কোন কারণে পূর্বাহ্নে কংকর নিক্ষেপে ব্যর্থ হ'লে অপরাহ্নে সূর্যাস্তের পূর্বে কংকর মারবেন। উল্লেখ্য যে, দুর্বল ও মহিলাগণ যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনায় পৌঁছে যান, তাহ'লে তারা সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। অতঃপর কংকর মারবেন।

এভাবে সাতবার তাকবীর দিয়ে সাতটি কংকর মারবেন। এই তাকবীর ধ্বনি শয়তানের বিরুদ্ধে মুমিনের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র বড়ত্বের ঘোষণা এবং ঈদের তাকবীরের ন্যায় ইবাদতের অন্ত

র্ভুক্ত। কংকর হাউজে পড়লেই হবে। পিলারের গায়ে লাগা শর্ত নয়।[১১৬]

---

১১৬. **জামরাতুল 'আক্বাবাহ** অর্থ আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এখানেই শয়তান প্রথমে ধোঁকা দিয়েছিল। পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানীর জন্য মক্কা থেকে প্রায় ৮ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে মিনা প্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার পথে বর্তমানে যে তিন স্থানে কংকর মারতে হয়, ঐ তিন স্থানে ইবলীস তিনবার ইব্রাহীম (আঃ)-কে পুত্র কুরবানী থেকে বিরত রাখার জন্য বাধা দিয়েছিল। আর তিনবারই ইব্রাহীম (আঃ) শয়তানের প্রতি ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন' *(আহমাদ হা/২৭০৭, ২৭৯৫; সনদ ছহীহ)*। সেই স্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্য এবং শয়তানের প্রতারণার বিরুদ্ধে মুমিনকে বাস্তবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ বিষয়টিকে হজ্জ অনুষ্ঠানের আবশ্যিক বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে *(নবীদের কাহিনী ১/১৩৮ পৃ.)*।

মনে রাখতে হবে যে, পিলারটি শয়তান নয়। আর শয়তান মারা লক্ষ্য নয়। বরং লক্ষ্য হবে শয়তানের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক থাকা। সেই সাথে ইব্রাহীমী সুন্নাত পালন করা ও ইব্রাহীমের ন্যায় দৃঢ় ঈমান অর্জন করা।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইব্রাহীম (আঃ) যেমন এখানেই প্রথম ইবলীসকে পাথর মেরে তাড়িয়ে

অতঃপর তাকবীর ধ্বনির সময় নিয়ত এটাই থাকবে যে, আমি আমার সার্বিক জীবনে শয়তান ও শয়তানী বিধানকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র বিধানকে ঊর্ধ্বে রাখব। বস্তুত হজ্জের পর থেকে আমৃত্যু ত্বাগূতের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র বিধানকে অগ্রাধিকার দেবার সংগ্রামে টিকে থাকতে পারলেই তবে হজ্জ সার্থক হবে।

ছিলেন, তেমনি এখানেই ইব্রাহীমের শ্রেষ্ঠ সন্তান মানবকুল শিরোমণি শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম* ১৩ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুমে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী গভীর রজনীতে মানবরূপী শয়তানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র অবিমিশ্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় ইয়াছরিব বাসীদের নিকট থেকে ঐতিহাসিক বায়'আত গ্রহণ করেন। ঐ রাতের ঐ বায়'আত ও আক্বীদার বিপ্লব পরবর্তীতে আরব ভূখণ্ডে যেমন সমাজ বিপ্লব সৃষ্টি করে, তেমনি তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সবকিছুতে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। বর্তমানের বিশ্বব্যাপী প্রায় ২শ' কোটি মুসলমান সে রাতে ইয়াছরিবের ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মুমিনের গৃহীত 'বায়'আতে কুবরা'-র মাধ্যমে সূচিত সমাজ বিপ্লবের সোনালী উত্তরাধিকার মাত্র। এই বায়'আতের ৭৫ দিনের মাথায় ইয়াছরিবে হিজরত অনুষ্ঠিত হয়॥

মিনায় পৌঁছেই দুপুরের আগে বা পরে যথাশীঘ্র কংকর মেরে কুরবানী করবেন। অতঃপর পুরুষগণ মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমস্ত চুল ছাঁটবেন। মহিলাগণ কেবল চুলের অগ্রভাগ সামান্য কেটে ফেলবেন। অতঃপর ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবেন ও সাধারণ পোষাক পরিধান করবেন। তবে এটা হবে প্রাথমিক হালাল বা 'তাহাল্লুলে আউয়াল'। এই হালালের ফলে স্ত্রী মিলন ব্যতীত সবকিছু সাধারণ অবস্থার ন্যায় করা যাবে। এরপর মক্কায় ফিরে গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করলে পুরা হালাল হওয়া যাবে। এ সময় সাধারণ পোষাকে থাকবেন এবং স্বাভাবিক গতিতে ত্বাওয়াফ করবেন। 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ'-কে 'ত্বাওয়াফে যিয়ারাহ'ও বলা হয়। অর্থাৎ আরাফা ময়দান থেকে ফিরে পুনরায় কা'বা যিয়ারত করা। এটি হজ্জের অন্যতম রুকন। যা

না করলে হজ্জ বিনষ্ট হয়। আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যে অর্থাৎ **১১, ১২, ১৩**ই যিলহজ্জের মধ্যে এটি সম্পন্ন করা উত্তম।[১১৭] না হ'লে পুরা মাসের মধ্যে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু যদি বাধ্যগত কারণে যিলহজ্জ মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাতেও তার হজ্জ হয়ে যাবে। তবে কাফফারা স্বরূপ ফিদ্ইয়া দিতে হবে। ঋতুর আশংকাকারী মহিলাগণ এ সময় ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে সাময়িকভাবে ঋতুরোধ করে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' সেরে নিতে পারেন।[১১৮]

---

১১৭. **মাথা মুণ্ডন ও ত্বাওয়াফে ইফাযাহ :** মাথা মুণ্ডনের তাৎপর্য হ'ল হারাম থেকে হালাল হওয়া এবং ইহরামের কারণে যা কিছু নিষিদ্ধ ছিল, তা সিদ্ধ হওয়া। অতঃপর ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্র তাৎপর্য হ'ল, ৮ তারিখে মক্কা থেকে ইহরাম বেঁধে বিদায় নিয়ে এসে হজ্জ সমাধা করে পুনরায় আল্লাহ্র ঘরে ফিরে যাওয়া। ইফাযাহ অর্থ ফিরে যাওয়া, ধাবিত হওয়া। অতঃপর পূর্ণ হালাল হওয়া।

১১৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৩৭-৩৮।

তামাত্তু হাজীগণ 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করার পর সাঈ করবেন। অতঃপর পূর্ণ হালাল হবেন। এর কারণ এই যে, মক্কায় পৌঁছে প্রথম ত্বাওয়াফ ও সাঈ ছিল ওমরাহ্র জন্য। কিন্তু এবারেরটা হ'ল হজ্জের জন্য। **ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ** শুরুতে মক্কায় এসে 'ত্বাওয়াফে কুদূম'-এর সময় সাঈ করে থাকলে এখন আর সাঈ করতে হবে না। কেবল 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করেই হালাল হয়ে যাবেন এবং চাইলে বিদায়ী ত্বাওয়াফ ছাড়াই দেশে ফিরতে পারবেন।

কুরবানী (**الأضحية**) **:** আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্রকে নিজ হাতে কুরবানী দেওয়ার ও পুত্রের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় তা বরণ করে নেওয়ার অশ্রুতপূর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত হ'তে প্রেরিত দুম্বার 'মহান কুরবানী'র পুণ্যময় স্মৃতিকে ধারণ

করেই কুরবানী অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। যাতে মুসলমান সর্বদা দুনিয়াবী মহব্বতের উপরে আল্লাহ্‌র মহব্বতকে স্থান দিতে পারে। প্রায় সাড়ে চার হাযার বছর পূর্বে এই দিনে এই মিনা প্রান্তরেই সেই ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল।

‘মিনা’র সর্বত্র কুরবানীর স্থান। অতএব কুরবানী মিনা, মক্কা, মুযদালেফা, আযীযিয়াহ তথা ‘হারাম’ এলাকার মধ্যেই করতে হবে, বাইরে নয়। যদি কেউ ‘হারাম’ এলাকার বাইরে আরাফাতের ময়দান বা অন্যত্র কুরবানী করেন, তবে তাকে হারামে এসে পুনরায় কুরবানী দিতে হবে। সামর্থ্য না থাকলে ফিদ্‌ইয়া স্বরূপ হজ্জের মধ্যে ৩টি ও বাড়ী ফিরে ৭টি মোট ১০টি ছিয়াম পালন করতে হবে।

তিনটি ছিয়াম হজ্জের মধ্যে (৯ই যিলহজ্জের পূর্বে অথবা ১০ই যিলহজ্জের পরে) এবং বাকী সাতটি বাড়ী ফিরে *(বাক্বারাহ ২/১৯৬; কুরতুবী)*। ১০ই

যিলহজ্জ কুরবানীর দিন ও পরবর্তী আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন সকলের জন্য ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১৯] তবে ফিদ্ইয়ার তিনটি ছিয়াম এ তিনদিন রাখা যায়।[১২০]

কুরবানীর পশু সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও ত্রুটিমুক্ত হ'তে হবে। কুরবানী করার সময় উট হ'লে দাঁড়ানো অবস্থায় তার কণ্ঠনালীর গোড়ায় অস্ত্রাঘাত করে রক্ত ছুটিয়ে দিবেন, যাকে 'নহর' করা বলা হয়। আর গরু বা দুম্বা-বকরী-ভেড়া হ'লে দক্ষিণমুখী করে বাম কাতে ফেলে ক্বিবলামুখী হয়ে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে দ্রুত 'যবহ' করবেন। তবে ক্বিবলামুখী হ'তে ভুলে গেলেও ইনশাআল্লাহ কোন দোষ বর্তাবে না। নহর বা যবহ কালে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেন,

---

১১৯. বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/২০৪৮-৫০।
১২০. বুখারী হা/১৯৯৭-৯৮ আয়েশা ও ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে।

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى–

‘বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার; আল্লা-হুম্মা মিন্‌কা ওয়া লাকা, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী’।

অর্থ : ‘আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করছি। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এটি তোমারই তরফ হ’তে প্রাপ্ত ও তোমারই জন্য নিবেদিত। হে আল্লাহ! তুমি এটি আমার পক্ষ থেকে কবুল কর’। বদলী হজ্জ হ’লে এবং পুরুষের পক্ষ থেকে হ’লে বলবেন *‘মিন ফুলা-ন’* এবং মহিলার পক্ষ থেকে হ’লে বলবেন *‘মিন ফুলা-নাহ’* *(বায়হাক্বী ৯/২৮৪, হা/১৯৬৪২)*। জনপ্রতি একটি করে বকরী বা দুম্বা ও সাত জনে মিলে একটি গরু অথবা সাত বা দশজনে মিলে একটি উট

কুরবানী দিতে পারেন।[১২১] মেয়েরাও যবহ বা নহর করতে পারেন *(বুখারী হা/৫৫০৪)*।

কুরবানী করে পশুটিকে ফেলে রেখে আসা জায়েয নয়। বরং এতে গোনাহগার হ'তে হবে। কেননা কুরবানীর পশু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যবহ করা হয় এবং তা অতীব সম্মানিত। অতএব তাকে যত্নের সাথে কুটাবাছা করতে হবে, নিজে খেতে হবে, অন্যকে হাদিয়া দিতে হবে এবং ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৩৫)*। নিজে না পারলে বিশ্বস্ত কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে।

বর্তমানে ব্যাংকে কুরবানী বাবদ নির্ধারিত অর্থ জমা দিলে হাজী ছাহেবের পক্ষে তারাই অর্থাৎ

---

১২১. আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১), মিশকাত হা/১৪৫৮; তিরমিযী হা/৯০৫ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৬৯।

সঊদী সরকার উক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সরকার অনুমোদিত সংস্থা সমূহের লোকেরা উক্ত হাজীর নামে মিনা প্রান্তরেই সরকারী কসাইখানায় গিয়ে যবহ বা নহর করে থাকে। অতঃপর এগুলো মেশিনের সাহায্যে ছাফ করে আস্ত বা টুকরা করে ফ্রিজে রেখে মোটা পলিথিনে মুড়ে বিভিন্ন দেশে গরীবদের মাঝে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহের সরকারের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

অতএব মিনা প্রান্তরে বা অন্যত্রে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাংক কাউন্টারে কুরবানী বা হাদ্ই বাবদ নির্ধারিত 'রিয়াল' জমা দিয়ে রসিদ নিলেই কুরবানীর দায়িত্ব শেষ হ'ল বলে বুঝতে হবে। কুরবানী শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমানে বেসরকারী হজ্জ কাফেলা পরিচালনাকারীরা এ দায়িত্ব পালন করছেন। যদিও সেখানে বহু অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা শোনা যায়। এজন্য তারা দ্বিগুণ পাপী হবেন।

মিনায় রাত্রি যাপন (المبيت بمنى) **:** ১১, ১২, ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর তিনদিন মিনায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। এ সময় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ক্বছর সহ জামা'আতের সাথে অথবা একাকী আদায় করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সময় প্রতি রাতে কা'বা যিয়ারত করতেন ও ত্বাওয়াফ করে ফিরে আসতেন *(ছহীহাহ হা/৮০৪)*। প্রথম রাতে মিনায় থেকে শেষ রাতেও মক্কা যাওয়া যায়। মিনায় রাত্রি যাপন না করলে তাকে ফিদ্‌ইয়া স্বরূপ একটি কুরবানী দিতে হবে। ৮ই যিলহজ্জ দুপুর হ'তে ১৩ই যিলহজ্জ মাগরিব পর্যন্ত গড়ে ৫ দিন মিনায় ও মুযদালেফায় অবস্থান করতে হয়। অবশ্য ১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্বেও মিনা থেকে মক্কায় ফিরে আসা জায়েয আছে। অনেকে মিনায় না থেকে মক্কায় এসে রাত্রি যাপন করেন ও দিনের বেলায় মিনায় গিয়ে কংকর মারেন। বাধ্যগত শারঈ ওযর ব্যতীত

এটি করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। যদি কেউ এটা করেন, তবে তাকে ফিদ্ইয়া দিতে হবে।

কংকর নিক্ষেপ (رمى الجمار) : ১০ই যিলহজ্জ তাকবীর সহ কংকর নিক্ষেপ করা ঈদুল আযহার তাকবীর ও ছালাতের স্থলাভিষিক্ত। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদিন 'বড় জামরা'য় কংকর নিক্ষেপের পর সকলের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিয়েছেন। যেমন তিনি মদীনায় থাকতে ঈদের ছালাতের পর দিতেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন মিনাতে ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করেননি, সেহেতু তা আদায় করা হয় না *(মানাসিক ৩৫ পৃ.)*।

তবে এ দিন বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে ঈদের তাকবীর *'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'* (আল্লাহ

সবার চেয়ে বড়, আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়, আল্লাহ সবার চেয়ে বড়, আর আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা) বারবার পড়া উচিত।

মিনায় ৪ দিনে মোট ৭০টি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। **১০**ই যিলহজ্জ কুরবানীর দিন সকালে বড় জামরায় ৭টি। অতঃপর **১১**, **১২**, **১৩**ই যিলহজ্জ প্রতিদিন দুপুরে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর হ'তে সন্ধ্যার মধ্যে তিনটি জামরায় ৩×৭=২১টি করে মোট ৬৩টি। বাধ্যগত অবস্থায় রাতেও কংকর নিক্ষেপ করা যায়। ছোলার চাইতে একটু বড় যেকোন কংকর হ'লেই চলবে এবং তা যেখান থেকে খুশী কুড়িয়ে নেওয়া যায়। তবে ১০ তারিখে বড় জামরায় মারার জন্য প্রথম সাতটি কংকর মুযদালেফা থেকে মিনায় ফেরার সময় কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

কংকর মারার আদব (آداب الرمى) :

(১) ১১, ১২, ১৩ তারিখে প্রথমে ‘জামরা ছুগরা’ (ছোট) যা মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী, তারপর ‘উস্তা’ (মধ্যম) ও সবশেষে ‘কুবরা’ (বড়)-তে কংকর মারতে হবে।[১২২] এই তারতীব রাখা ওয়াজিব *(ক্বাহত্বানী ১২৫ পৃ.)*। এক্ষণে যদি কেউ সূর্য পশ্চিমে ঢলার পূর্বে কংকর মারে কিংবা নিয়মের ব্যতিক্রম করে আগে ‘বড়’ পরে ‘মধ্যম’ ও শেষে ‘ছোট’ জামরায় কংকর মারে, তবে তাকে ফিদ্ইয়া দিতে হবে।

(২) পূর্ণ শালীনতা ও ভদ্রতার সাথে ‘জামরা’-র উঁচু পিলার বেষ্টিত হাউজের কাছাকাছি পৌঁছে তার মধ্যে কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিবারে

---

১২২. প্রতি জামরার মধ্যবর্তী দূরত্ব ১৫০ মিটার। তিনটি মিলে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার।

‘আল্লাহু আকবার’ বলে ডান হাত উঁচু করে সাতবারে সাতটি কংকর মারবেন। খেয়াল রাখতে হবে হাউজের মধ্যে পড়ল কি-না। নইলে পুনরায় মেরে সাতটি সংখ্যা পূরণ করতে হবে।

(৩) কংকর গণনায় ভুল হ’লে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে দু’একটা পড়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে, তাতে কোন দোষ হবে না। কিন্তু সবগুলি হারিয়ে গেলে পুনরায় কংকর সংগ্রহ করে এনে মারতে হবে। নইলে ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে।

(৪) ছোট ও মধ্যম জামরায় কংকর মেরে প্রতিবারে একটু দূরে সরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু’হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ করতে হয়। অতঃপর বড় জামরায় কংকর মারার পর আর দাঁড়াতে হয় না বা দো‘আও করতে হয় না। বরং ফিরে আসতে হয়।

(৫) এই সময় হুড়াহুড়ি করা, ঝগড়া করা, জোরে কথা বলা, কারু গায়ে আঘাত করা, হাউজে জুতা-স্যাণ্ডেল নিক্ষেপ করা, কারু উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়া, পা দাবানো ইত্যাদি কষ্টদায়ক যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ হ'তে বিরত থাকতে হবে। শয়তান মারার নামে এগুলি আরেক ধরনের শয়তানী কাজ মাত্র। হজ্জের পবিত্র অনুষ্ঠান সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এগুলি পালন করতে এসে যাবতীয় বিদ'আত থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। নইলে হজ্জের নেকী হ'তে মাহরূম হবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে।

(৬) সক্ষম পুরুষ বা নারীর পক্ষ হ'তে অন্যকে কংকর মারার দায়িত্ব দেওয়া জায়েয নয়। যার কংকর তাকেই মারতে হবে।

(৭) নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কংকর মারার ক্বাযা আদায় করার নিয়ম নেই।

(৮) তবে যদি কেউ শারঈ ওযর বশতঃ সন্ধ্যার সময়সীমার মধ্যে কংকর মারতে ব্যর্থ হন, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় তিনি সূর্যাস্তের পর হ'তে ফজরের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কংকর মারতে পারেন।

(৯) বদলী হজ্জের জন্য কিংবা প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে দুর্বল, রোগী বা অপারগ মহিলা হাজীর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রথমে নিজের জন্য সাতটি কংকর মারবেন। পরে দায়িত্ব দানকারী মুওয়াক্কিল-এর নিয়তে তার পক্ষে সাতটি কংকর মারবেন ও প্রতিবারে 'আল্লাহু আকবার' বলবেন।

(১০) ১২ই যিলহজ্জ কংকর মারার পর হজ্জের

কাজ শেষ করতে চাইলে সূর্যাস্তের আগেই মিনা ছেড়ে মক্কায় রওয়ানা হবেন। যদি রওয়ানা অবস্থায় মিনাতেই সূর্য অস্ত যায়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি রওয়ানা হবার আগেই

মিনাতে সূর্য অস্ত যায়, তাহ'লে থেকে যেতে হবে ও পরদিন দুপুরে সূর্য ঢলার পর আগের দিনের ন্যায় তিন জামরায় ২১টি কংকর মেরে রওয়ানা হ'তে হবে। ১২ তারিখে আগেভাগে চলে আসার চাইতে ১৩ তারিখে দেরী করে আসাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) ১৩ তারিখ পর্যন্ত মিনায় ছিলেন।[১২৩] যদিও আজকাল কাফেলা চলে যাওয়ার কারণে ইচ্ছা থাকলেও একাকী মিনাতে অবস্থান করা সম্ভব হয়না।

(১১) বাধ্যগত শারঈ ওযর থাকলে মিনার বদলে মক্কায় রাত্রিযাপন করতে পারেন। তিনি ১১-১২ দু'দিনের কংকর যেকোন একদিনে একসাথে মেরে আসতে পারেন।[১২৪] (১২) অসুস্থ, গর্ভবতী, অধিক

১২৩. আবুদাঊদ হা/১৯৭৩; মিশকাত হা/২৬৭৬।
১২৪. তিরমিযী হা/৯৫৫; আবুদাঊদ হা/১৯৭৫; মিশকাত হা/২৬৭৭; তুহফা হা/৯৬২।

সন্তানসহ মা- যাদের দেখার কেউ নেই, অক্ষম বা দুর্বল ব্যক্তিগণ মিনায় যেতে না পারলে কংকর নিক্ষেপের জন্য অন্যকে দায়িত্ব দিতে পারেন' *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৩০১, প্রশ্নোত্তর ১৬৬)*।

(৫) বিদায়ী ত্বাওয়াফ (طواف الوداع) :

ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মহিলা ব্যতীত কোন হাজী বিদায়ী ত্বাওয়াফ ছাড়া মক্কা ত্যাগ করতে পারবেন না।[১২৫] যদি কেউ সেটা করেন, তাহ'লে তাকে ফিদ্ইয়া দিতে হবে। এ সময় সাঈ করার প্রয়োজন নেই।

তবে যদি ইতিপূর্বে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' না করে থাকেন, তাহ'লে তামাত্তু হাজীগণ 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' ও সাঈ করে পূর্ণ হালাল হয়ে দেশে

---

১২৫. বুখারী হা/১৭৫৫; মুসলিম হা/১৩২৭; মিশকাত হা/২৬৬৮।

রওয়ানা হবেন। তখন তাকে আর পৃথকভাবে ‘বিদায়ী ত্বাওয়াফ’ করতে হবে না। পক্ষান্তরে ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় এসে ত্বাওয়াফে কুদূম-এর সময় সাঈ করে থাকলে এখন আর তাকে সাঈ করতে হবে না। কেবল ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ করে পূর্ণ হালাল হয়ে দেশে রওয়ানা হবেন। অনুরূপভাবে ঋতুবতী বা নেফাস ওয়ালী মহিলাগণ বিদায়ী ত্বাওয়াফ ছাড়াই বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় হবার দো‘আ পাঠ করবেন, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে *(দ্র. ‘সফরের আদব’ দো‘আ-৬)*।

তিনটি হজ্জের সময়কাল (مدة الأنساك الثلاثة) :

তিনটি হজ্জের মধ্যে **তামাত্তু** হজ্জের জন্য সময় লাগে একটু বেশী এবং এতে কষ্টও কিছুটা বেশী। কেননা তাকে প্রথমে ওমরাহ্র ত্বাওয়াফ

ও সাঈ করতে হয়। পরে নতুন ভাবে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' ও সাঈ করতে হয়। ফলে গড়ে দু'টি বা তিনটি ত্বাওয়াফ ও দু'টি সাঈ করতে হয়। অবশ্য এতে তার নেকীও বেশী হয়।

এর পরের সংক্ষিপ্ত হজ্জ হ'ল **ক্বিরান ও ইফরাদ**। এতে গড়ে দু'টি ত্বাওয়াফ ও একটি সাঈ করতে হয়। সর্বসাকুল্যে ৮ই যিলহজ্জ থেকে ১২ বা ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ৫ বা ৬ দিনে এই হজ্জ সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, বিদায়ী ত্বাওয়াফের পর সফরের গোছগাছ ব্যতীত অন্য কারণে দেরী হ'লে তাকে পুনরায় বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। বিদায়ের সময় বায়তুল্লাহকে সম্মান দেখাবার জন্য পিছন দিকে হেঁটে বের হওয়া বিদ'আত। বরং অন্যান্য মসজিদের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে পিঠ ফিরিয়ে দো'আ পড়তে পড়তে বেরিয়ে আসতে হবে।

ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীদের করণীয়
(أعمال القارن والْمُفرِد)

‘ক্বিরান’ অর্থাৎ যারা ওমরাহ ও হজ্জ একই নিয়তে ও একই ইহরামে আদায় করেন এবং ‘ইফরাদ’ অর্থাৎ যারা স্রেফ হজ্জ-এর নিয়তে ইহরাম বাঁধেন, তারা তামাত্তু হাজীদের ন্যায় মক্কায় পৌঁছে প্রথমে বায়তুল্লাহতে ‘ত্বাওয়াফে কুদূম’ বা আগমনী ত্বাওয়াফ সম্পাদন করবেন ও ত্বাওয়াফ শেষে দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর ইচ্ছা করলে সাঈ করবেন অথবা রেখে দিবেন। যা তিনি হজ্জ শেষে ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ করার পর সম্পাদন করবেন। আর যদি ত্বাওয়াফে কুদূমের পরেই সাঈ করেন, তাহ’লে তাকে ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ শেষে পুনরায় সাঈ করতে হবে না। অর্থাৎ শুরুতে একবার সাঈ করলে শেষে আর সাঈ

প্রয়োজন হবে না। তবে তাকে ত্বাওয়াফে কুদূমের পর থেকে ১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর দিন হালাল হওয়া পর্যন্ত ইহরামের কাপড়ে থাকতে হবে। 'ক্বিরান' হজ্জের জন্য কুরবানী ওয়াজিব হবে। কিন্তু 'ইফরাদ' হজ্জের জন্য কুরবানী প্রয়োজন নেই।

হজ্জ শেষে মক্কায় ফিরে করণীয়

(الأعمال في مكة بعد الفراغ من الحج)

হজ্জের সব কাজ সেরে মক্কায় ফিরে দেশে ফেরার জন্য বিদায়ী ত্বাওয়াফের আগ পর্যন্ত মাসজিদুল হারামে দিনে-রাতে যত খুশী ত্বাওয়াফে ও ছালাতে সময় কাটাবেন। কেননা বায়তুল্লাহ্‌র ছালাতে অন্য স্থানের চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশী নেকী রয়েছে।[১২৬]

---

১২৬. ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৩৮।

তাছাড়া বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফে প্রতি পদক্ষেপে ১০টি করে গোনাহ ঝরে পড়ে ও ১০টি করে নেকী লেখা হয় এবং আল্লাহ্র নিকটে তার মর্যাদার স্তর ১০টি করে বৃদ্ধি পায়' *(আহমাদ হা/৪৪৬২)*। এই সময় সর্বদা তেলাওয়াত ও ইবাদতে রত থাকা এবং তাক্বওয়া বৃদ্ধি পায় এমন কিতাব সমূহ পাঠের মধ্যে মনোনিবেশ করা উত্তম। পবিত্র কুরআন, বিশুদ্ধ তাফসীর ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইলমী আলোচনার মজলিসে যোগদান করা ও মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করা অশেষ নেকীর কাজ। হারামের ইমামের সাথে হারামের লাগোয়া স্থানসমূহে ছালাত আদায়ে একইরূপ নেকীর আশা করা যায়।

যরূরী দো‘আ সমূহ

(الأدعية الضرورية)

দো‘আর ফযীলত : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো‘আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহ উক্ত দো‘আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন : (১) তার দো‘আ সাথে সাথে কবুল করেন অথবা (২) তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা (৩) তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ’লে আমরা বেশী বেশী দো‘আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আরও বেশী দো‘আ কবুলকারী’।[১২৭]

---

১২৭. আহমাদ হা/১১১৪৯ সনদ জাইয়েদ; মিশকাত হা/২২৫৯ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়।

দো‘আ কবুলের অন্যান্য শর্তাবলী :

উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত শর্তটির সাথে অন্যান্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত নিম্নোক্ত শর্তাবলী রয়েছে। যথা : (১) দো‘আকারীর খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পবিত্র হওয়া (অর্থাৎ হারাম না হওয়া) (২) দো‘আ কবুল হওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া (৩) উদাসীনভাবে দো‘আ না করা অর্থাৎ দো‘আ কবুলের ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী থাকা’।[১২৮] (৪) মুশরিক ও বিদ‘আতী না হওয়া। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে’ *(নিসা ৪/৪৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ– ‘আল্লাহ

---

১২৮. মুসলিম হা/২৭৩৫; মিশকাত হা/২৭৫৯, ২২২৭; তিরমিযী ৫/৫৮৩; আহমাদ হা/৬৬৫৫; মিশকাত হা/২২৪১।

বিদ‘আতীর দো‘আ কবুল করতে অস্বীকার করেন, যতক্ষণ না সে তার বিদ‘আত পরিত্যাগ করে’ *(ইবনু মাজাহ হা/৫০; তারাজু‘আত হা/২৫)*। অতএব ছোট-খাট বিদ‘আত থেকেও দূরে থাকতে হবে। কেননা যেকোন বিদ‘আত শুরু হয় ছোট থেকে। যা পরে বড় বিদ‘আতে পরিণত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন কোন বিষয় বলতে ছাড়িনি, যা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছে দেয়। আর আমি তোমাদেরকে এমন কোন বিষয়ে নিষেধ করতে ছাড়িনি, যা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেয়’ *(ছহীহাহ হা/২৮৬৬)*।

একদা ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.)-কে বলেন,

إِنَّ كُلَّ مَالَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ دِيْنًا لَمْ يَكُنِ الْيَوْمَ دِيْنًا–

وَقَالَ : مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْإِسْلاَمِ بِدْعَةً فَرَأَهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ–

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের সময়ে যেসব বিষয় ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমানেও তা ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে উত্তম মনে করল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন’।[১২৯]

অতএব হজ্জ ও ওমরাহতে যেন কোন শিরক ও বিদ‘আত না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১২৯. আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী (১৯২১-২০১৮ খৃ.), অধ্যাপক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েত ছাপা, তাবি), আল-ইনছাফ ৩২ পৃ.।

দো‘আ কবুলের স্থান ও সময় : আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব’ *(গাফের/মুমিন ৪০/৬০)*। এতে বুঝা যায়, যে কোন স্থানে যে কোন সময় যে কোন ভাষায় আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দিবেন। তবে ছালাতের মধ্যে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় দো‘আ করা যাবে না। দো‘আর জন্য হাদীছে বিশেষ কিছু স্থান ও সময়ের ব্যাপারে তাকীদ এসেছে, যেগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হ’ল :

(১) হাদীছে বর্ণিত দো‘আ সমূহের মাধ্যমে সিজদায় বেশী বেশী দো‘আ করা **(২)** শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে **(৩)** জুম‘আর দিনে ইমামের মিম্বরে বসা হ’তে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে **(৪)** রাত্রির নফল ছালাতে **(৫)** ছিয়াম অবস্থায় **(৬)** রামাযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ ক্বদরের বেজোড় রাত্রিগুলিতে **(৭)** ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে দু’হাত

উঠিয়ে **(৮)** হজ্জের সময় আরাফা ময়দানে দু’হাত উঠিয়ে **(৯)** মাশ‘আরুল হারাম অর্থাৎ মুযদালেফা মসজিদে অথবা বাইরে স্বীয় অবস্থান স্থলে ১০ই যিলহজ্জ ফজরের ছালাতের পর হ’তে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত **(১০)** ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে মিনায় ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর একটু দূরে সরে গিয়ে দু’হাত উঠিয়ে **(১১)** কা‘বাগৃহের ত্বাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে। **(১২)** ‘কারু পিছনে খালেছ মনে দো‘আ করলে, সে দো‘আ কবুল হয়। সেখানে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। যখনই ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য দো‘আ করে, তখনই উক্ত ফেরেশতা ‘আমীন’ বলেন এবং বলেন তোমার জন্যও অনুরূপ হৌক’।[১৩০] এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আরও কিছু স্থানে ও সময়ে।

---

১৩০. মুসলিম হা/২৭৩৩; মিশকাত হা/২২২৮, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৬৯-৭০ পৃ.।

আরাফা, মুযদালেফা ও অন্যান্য স্থানে পঠিতব্য দো‘আ সমূহ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ দো‘আ হ’ল আরাফার দো‘আ। আর আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণ সর্বোত্তম যে দো‘আ করেছেন, তা হ’ল,

١- لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ-

(১) উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ : ‘আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান’। ত্বাবারাণীর বর্ণনায়

দো'আটি আরাফার দিন সন্ধ্যায় পড়ার কথা এসেছে।[১৩১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের ছালাতের শেষে সালাম ফিরানোর পর لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– (তাঁর হাতেই রয়েছে সকল কল্যাণ। তিনিই বাঁচান ও তিনিই মারেন) দশবার পড়বে, সে ব্যক্তির জন্য প্রতি বারের বিনিময়ে ১০টি করে নেকী লেখা হয়, ১০টি গোনাহ মুছে দেওয়া হয় এবং তার মর্যাদার স্তর ১০টি করে উন্নীত করা হয়। এতদ্ব্যতীত এটি তার জন্য মন্দ কাজ হ'তে রক্ষাকবচ হয় ও বিতাড়িত শয়তান হ'তে সে নিরাপদ থাকে এবং কোন পাপ তাকে স্পর্শ

---

১৩১. তিরমিযী হা/৩৫৮৫; মিশকাত হা/২৫৯৮; ছহীহাহ হা/১৫০৩।

করে না (অর্থাৎ তাকে ধ্বংস করতে পারবে না) শিরক ব্যতীত। অতঃপর সে ব্যক্তি হবে সকলের চাইতে উত্তম আমলকারী’।[১৩২]

٢- سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ-

(২) উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহামদুলিল্লা-হি অলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।*

অর্থ : আল্লাহ পবিত্র। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়’।[১৩৩]

٣- اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى-

(৩) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াততুক্বা ওয়াল ‘আফা-ফা ওয়াল গিনা।*

---

১৩২. আহমাদ হা/১৮০১৯; মিশকাত হা/৯৭৫, সনদ হাসান।
১৩৩. মুসলিম হা/২৬৯৫; মিশকাত হা/২২৯৫।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সুপথের নির্দেশনা, পরহেযগারিতা, চারিত্রিক পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি'।[১৩৪]

٤ – اَللَّهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ–

(৪) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়াল 'আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখ্‌লি, ওয়া যালা'ইদ দায়নি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ হ'তে, অক্ষমতা ও অলসতা হ'তে, ভীরুতা ও কৃপণতা হ'তে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের যবরদস্তি হ'তে'।[১৩৫]

---

১৩৪. মুসলিম হা/২৭২১; মিশকাত হা/২৪৮৪।
১৩৫. বুখারী হা/২৮৯৩; মিশকাত হা/২৪৫৮।

٥- اَللَّهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبَرِ-

(৫) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল জুব্নে, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখ্লে, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'ওমুরে, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিৎনাতিদ্দুন্ইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাব্রে।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! (১) আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা হ'তে (২) আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হ'তে (৩) আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাকে জ্বরাজীর্ণ বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া হ'তে এবং (৪) আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে ও (৫) কবরের আযাব হ'তে'।[১৩৬]

১৩৬. বুখারী হা/২৮২২; মিশকাত হা/৯৬৪ 'ছালাত' অধ্যায়।

٦- اَللَّهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ-

(৬) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন যাওয়া-লি নি'মাতিক, ওয়া তাহাউভুলি 'আ-ফিয়াতিক, ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিক, ওয়া জামী'ই সাখাত্বিক।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার থেকে তোমার নে'মত চলে যাওয়া হ'তে, তোমার দেওয়া সুস্থতার পরিবর্তন হ'তে, তোমার শাস্তির আকস্মিক আক্রমণ হ'তে এবং তোমার যাবতীয় অসন্তুষ্টি হ'তে'।[১৩৭]

٧- رَبِّ اَعِنِّىْ وَلاَتُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَلاَتَنْصُرْ عَلَىَّ ...وَاهْدِنِىْ وَيَسِّرِ الْهُدَى لِىْ-

---

১৩৭. মুসলিম হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/২৪৬১।

(৭) উচ্চারণ : *রব্বি আ‘ইন্নী অলা তু‘ইন ‘আলাইয়া, ওয়ানছুরনী অলা তানছুর ‘আলাইয়া, ...ওয়াহদিনী ওয়া ইয়াসসিরিল হুদা লী।*

অর্থ : ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সহায়তা দাও এবং আমার বিরুদ্ধে সহায়তা করো না। আমাকে সাহায্য কর এবং আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না। ...আমাকে হেদায়াত দাও এবং আমার জন্য হেদায়াতকে সহজ করে দাও’।[১৩৮]

٨- اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ-

(৮) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিন জাহদিল বালা-ই, ওয়া দারাকিশ শাক্বা-ই, ওয়া সূইল ক্বাযা-ই, ওয়া শামা-তাতিল আ‘দা-ই।*

---

১৩৮. তিরমিযী হা/৩৫৫১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৪৮৮।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমকারী বিপদের কষ্ট হ’তে, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ হ’তে, মন্দ ফায়ছালা হ’তে এবং শত্রুর হাসি হ’তে’।[১৩৯]

٩ – يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ، اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ–

(৯) উচ্চারণ : *ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূবি ছাব্বিত ক্বালবী ‘আলা দীনিক; আল্লা-হুম্মা মুছার্রিফাল কুলূবি ছার্রিফ কুলূবানা ‘আলা ত্বোয়া-‘আতিক।*

অর্থ : ‘হে হৃদয় সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো’। ‘হে অন্তর সমূহের রূপান্তরকারী! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও’।[১৪০]

---

১৩৯. বুখারী হা/৬৬১৬; মুসলিম হা/২৭০৭; মিশকাত হা/২৪৫৭।
১৪০. তিরমিযী হা/২১৪০; মিশকাত হা/১০২; মুসলিম হা/২৬৫৪; মিশকাত হা/৮৯।

١٠– اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ–

(১০) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তোহেব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর'। বিশেষ করে লায়লাতুল ক্বদরে এটা পড়ার জন্য 'আয়েশা (রাঃ)-কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দো'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন'।[১৪১]

١١– اَللَّهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ–

(১১) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্ইয়া-য়া ওয়া আহ্লী ওয়া মা-লী।*

---

১৪১. তিরমিযী হা/৩৫১৩ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২০৯১।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আমার দ্বীন ও দুনিয়ায়, আমার পরিবারে ও সম্পদে তোমার ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি'।[১৪২]

(১২) সাইয়িদুল ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, দিবসে পাঠ করে সন্ধ্যার পূর্বে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে সকালের পূর্বে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে' *(বুখারী)*।-

١٢- اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ أَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

১৪২. আবুদাঊদ হা/৫০৭৪; মিশকাত হা/২৩৯৭।

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু। আ'ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগফিরলী। ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার গোলাম। আর আমি তোমার নিকটে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপরে সাধ্যমত দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্টকারিতা হ'তে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আমার উপরে তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করছি এবং আমার অন্যায় স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই'।[১৪৩]

---

১৪৩. বুখারী হা/৬৩০৬; মিশকাত হা/২৩৩৫।

١٣- سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، اَللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ-

(১৩) উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লা-হি* (৩৩ বার), *আলহামদুলিল্লা-হি* (৩৩ বার), *আল্লা-হু আকবার* (৩৩ বার), *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর* (১ বার)। *অথবা আল্লা-হু আকবার* (৩৪ বার)।

অর্থ : 'মহা পবিত্র আল্লাহ (৩৩ বার)। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য (৩৩ বার)। আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (৩৩ বার)। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই (৩৩ বার)। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপরে

ক্ষমতাবান’ (১ বার)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এই দো‘আ পাঠকারী নিরাশ হবে না’। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি ফরয ছালাত শেষে এই দো‘আ পাঠ করে, তার সমস্ত গোনাহ মাফ করা হয়। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়’।[১৪৪]

١٤- سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ-

(১৪) উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লা-হে ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লা-হিল ‘আযীম। অথবা সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে ‘সুবহা-নাল্লা-হে ওয়া বেহামদিহী’ পড়বেন।*

অর্থ : ‘মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। মহাপবিত্র আল্লাহ, যিনি মহান’। এই দো‘আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়’।

---

১৪৪. মুসলিম হা/৫৯৬, ৫৯৭; মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কালেমা দু'টি উচ্চারণে খুবই হালকা, মীযানের পাল্লায় খুবই ভারী, কিন্তু আল্লাহ্র নিকটে খুবই প্রিয়'।[১৪৫] ইমাম বুখারী (রহঃ) এই দো'আর হাদীছটি বর্ণনার মাধ্যমে ছহীহ বুখারী শেষ করেছেন *(বুখারী হা/৭৫৬৩)*।

(১৫) আয়াতুল কুরসী :

١٥- اَللهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، لآ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِه إِلاَّ بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلاَيَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

১৪৫. বুখারী হা/৬৪০৫, ৭৫৬৩; মুসলিম হা/২৬৯১; মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮।

উচ্চারণ : *আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম; লা তা'খুযুহু সেনাতুঁ ওয়ালা নাঊম; লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতে ওয়ামা ফিল আর্য। মান যাল্লাযী ইয়াশ্ফা'উ 'ইন্দাহূ ইল্লা বি ইযনিহ; ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়া মা খালফাহুম, ওয়া লা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসে'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তে ওয়াল আর্য, ওয়া লা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা, ওয়াহুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম (বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৫৫)।*

অর্থ : 'আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা

কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি দিতে ইচ্ছা করেন ততটুকু ব্যতীত। তাঁর কুরসী নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল বেষ্টন করে আছে। আর এ দু'টির তত্ত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহীয়ান'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করায় আর কোন বাধা থাকেনা মৃত্যু ব্যতীত' *(ছহীহাহ হা/৯৭২)*। শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে'।[১৪৬]

---

১৪৬. বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২৩।

(১৬) ঋণ মুক্তির দো‘আ :

١٦- أَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাকফিনী বেহালা-লেকা ‘আন হারা-মেক, ওয়া আগ্‌নিনী বেফাযলেকা ‘আম্মান সেওয়া-ক।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হারাম ব্যতীত হালাল দ্বারা যথেষ্ট কর এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী কর’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এই দো‘আ পাঠের দ্বারা পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণমুক্তির ব্যবস্থা করে দেন’।[১৪৭]

---

১৪৭. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯।

(১৭) বিপদ ও সংকটকালীন দো‘আ :

١٧- يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ-

উচ্চারণ : *ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূম, বেরহমাতিকা আস্তাগীছ।*

অর্থ : হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্ব চরাচরের ধারক! আমি তোমার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি’। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর কোন কাজ কঠিন হয়ে দেখা দিলে তিনি এ দো‘আটি পাঠ করতেন’।[১৪৮]

অথবা **দো‘আয়ে ইউনুস :**

لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

১৪৮. তিরমিযী হা/৩৫২৪; মিশকাত হা/২৪৫৪; ছহীহাহ হা/৩১৮২।

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায যোয়ালেমীন’ (আম্বিয়া-মাক্কী ২১/৮৭)*।

অর্থ : তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি মহা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মাছের পেটে ইউনুস এই দো‘আ পড়ে আল্লাহকে ডেকেছিলেন (এবং মুক্তি পেয়েছিলেন)। এক্ষণে যদি কোন মুসলিম কোন বিপদে পড়ে এ দো‘আ পাঠ করে, আল্লাহ তা কবুল করবেন’।[১৪৯]

(১৮) তওবার দো‘আ :

١٨- اَسْتَغْفِرُ اللهَ الّذِىْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ-

১৪৯. তিরমিযী হা/৩৫০৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২৯২।

উচ্চারণ : *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম, ওয়া আতূবু ইলাইহ'।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। এই দো'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নকারী হয়।[১৫০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, হে জনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর। কেননা আমি তাঁর নিকট দৈনিক একশ' বার করে তওবা করি'।[১৫১] আল্লাহ বলেন, وَتُوبُوآ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ

১৫০. তিরমিযী হা/৩৫৭৭; আবুদাঊদ হা/১৫১৭; মিশকাত হা/২৩৫৩; ছহীহাহ হা/২৭২৭।
১৫১. মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৫।

–لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ‘হে মুমিনগণ তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে চলো (তওবা কর), নিশ্চয়ই তোমরা সফলকাম হবে’ *(নূর-মাদানী ২৪/৩১)*।

(১৯) জান্নাত প্রার্থনা ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দো‘আ :

١٧– اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ وَأَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আদখিলনিল জান্নাহ, ওয়া আজিরনী মিনান্না-র (৩ বার)।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও’ (৩ বার)। এই দো‘আ পড়লে জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে দাও। অন্যদিকে জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও![১৫২]

১৫২. তিরমিযী হা/২৫৭২; নাসাঈ হা/৫৫২১; মিশকাত হা/২৪৭৮।

মসজিদে নববীর যিয়ারত

زيارة المسجد النبوي ﷺ

এটি হজ্জ বা ওমরাহ্‌র কোন অংশ নয়। এটা না করলে হজ্জের নেকীর কোন ঘাটতি হয় না। মধ্যপ্রাচ্যের হাজীরা প্রায় সবাই মক্কা থেকে ফিরে যান। তারা মদীনা যিয়ারত করেননা। কেননা এটি হজ্জের কোন অংশ নয়। তবে হজ্জের আগে বা পরে মসজিদে নববীর যিয়ারত এবং সেখানে ছালাত আদায়ের অশেষ নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করা যায়। শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَ مَسْجِدِىْ هَذَا–

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত (নেকীর উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না; মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল

আক্বছা ও আমার এই মসজিদ’।[১৫৩] মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করা বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য মসজিদে ছালাত আদায়ের চাইতে এক হাযার গুণ উত্তম।[১৫৪]

হাদীছে তাঁর মসজিদের কথা বলা হয়েছে, তাঁর কবরের কথা বলা হয়নি। সাধারণভাবে যেকোন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারত করা যাবে। কিন্তু কেবল উক্ত উদ্দেশ্যে ঘর হ’তে বের হওয়া এবং সফর করা যাবেনা। ‘যে ব্যক্তি আমার কবর যেয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফা‘আত ওয়াজিব হবে’ বা ‘আমি তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষী হব’ ইত্যাদি মর্মে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই জাল ও বাজে (كُلُّهَا وَاهِيَةٌ)।[১৫৫]

১৫৩. বুখারী হা/১১৮৯; মুসলিম হা/১৩৯৭; মিশকাত হা/৬৯৩।
১৫৪. বুখারী হা/১১৯০; মুসলিম হা/১৩৯৪; মিশকাত হা/৬৯২।
১৫৫. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ ওয়াল মওযূ‘আহ হা/৪৭, ২০৩, ১০২১; হা/৪৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

◈ মসজিদে নববীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো‘আ এবং মাসজিদুল হারামে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো‘আ একই। অতএব যথাস্থানে দেখে নিন।

মসজিদে নববীতে প্রবেশের পর দু’রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ ছালাত আদায় করবেন। তবে জামা‘আত চলতে থাকলে সরাসরি জামা‘আতে যোগ দিবেন। সময় পেলে ইচ্ছামত নফল ছালাত আদায় করবেন। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাসগৃহ (বর্তমানে কবর) ও মিম্বরের মধ্যবর্তী ‘রওযা’র মধ্যে পড়াই উত্তম। এ স্থানটিকে হাদীছে **‘রওযাতুল জান্নাহ’ বা জান্নাতের বাগিচা** বলা হয়েছে।[১৫৬] স্থানটি বর্তমানে সবুজ রংয়ের ৬টি খাম্বা দ্বারা চিহ্নিত। তবে এ স্থানে ছালাতের নেকী হারামের অন্য স্থানের চাইতে বেশী নয়। অতএব হুড়াহুড়ির কোন প্রয়োজন নেই।

---

১৫৬. বুখারী হা/১১৯৫; মুসলিম হা/১৩৯০; মিশকাত হা/৬৯৪।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও দুই খলীফার কবর যেয়ারত :

‘রওযাতুল জান্নাহ’ থেকে কিবলার দিকে সামান্য এগিয়ে বামে ফিরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর, অতঃপর আবুবকর (রাঃ), অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর কবর বরাবর পৌঁছে চলা অবস্থায় তিনজনের উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারতের নিম্নের দো‘আটি একবার পড়বেন ।-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ-

উচ্চারণ : *আসসালামু ‘আলায়কুম দা-রা ক্বাওমিম মু’মিনীন, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা-হেকূন; আল্লা-হুম্মাগফির লাহুম।*

অনুবাদ : মুমিন কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহেন তো আমরা

আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি তাঁদের ক্ষমা কর!'[১৫৭]

অথবা তিনজনকে পৃথক পৃথকভাবে সালাম দেওয়া যায়। যেমন- (১) *আসসালা-মু 'আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহ্।* (২) অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে *আসসালা-মু 'আলায়কা ইয়া আবা বাকরিন ওয়া রহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহ্।*

(৩) অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে *আসসালা-মু 'আলায়কা ইয়া 'ওমারো ওয়া রহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহ্।*

---

১৫৭. মুসলিম হা/২৪৯; মিশকাত হা/২৯৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়; মুসলিম হা/৯৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৬ 'জানায়েয' অধ্যায়। মুসলিম-এর মতনে রয়েছে, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ 'হে আল্লাহ! বাক্বী'উল গারক্বাদ কবরস্থানের অধিবাসীদের ক্ষমা কর'। আমরা সেখানে اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ 'হে আল্লাহ! তুমি কবরবাসীদের ক্ষমা কর' বলেছি। যাতে উদ্দিষ্ট কবরবাসীদের জন্য দো'আটি পাঠ করা যায়।-লেখক।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) সফর থেকে ফিরে এসে যেয়ারতের সময় এভাবে পড়েছেন। কিন্তু সেখানে দাঁড়াতেন না। তবে জমহূর ছাহাবীগণ থেকে এ বিষয়ে নিয়মিত কোন আমল নেই।[১৫৮]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, لاَ يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلاَّ مَا أَصْلَحَ أَوّلُها ولَمْ يَبْلُغِني عَنْ أوّلِ هَذِهِ الأمّة وصَدْرِها أنَّهم كَانُوا يَفعَلونَ ذَلِكَ ويَكرهُ إلاَّ لِمَن جَاء مِن سَفَرٍ أو أَرادَه– 'এই উম্মতের শেষ যামানার লোকদের ঐ কাজে কোন কল্যাণ নেই, যা সংশোধন করেননি প্রথম যামানার লোকেরা। তারা এ কাজ করতেন না, বরং অপসন্দ করতেন। তবে যে ব্যক্তি সফর থেকে

১৫৮. আলবানী, মানাসিকুল হজ্জ পৃ. ৬২ টীকা ১৩১; দিফা' 'আনিস সুন্নাহ ৯৩ পৃ.।

আসত অথবা সফরের এরাদা করত’ *(আলবানী, দিফা‘ ‘আনিস সুন্নাহ ৯৩ পৃ.)*।

শী‘আরা হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত বাকী তিন খলীফাকে ‘কাফের’ বলে। তাই তারা এখানে দুই খলীফার উদ্দেশ্যে দো‘আ পড়েনা।

বাক্বী‘ গোরস্থান যিয়ারত : মসজিদে নববীর পূর্বদিকে ‘বাক্বী‘উল গারক্বাদ’ কবরস্থান যিয়ারত করা সুন্নাত। এখানে বহু ছাহাবী, তাবেঈ ও মুসলিম বিদ্বানমণ্ডলীর কবর রয়েছে। তবে কবরের কোন চিহ্ন নেই এবং চিহ্ন তালাশ করাও উচিত নয়। এ সময় সকল কবরবাসীর উদ্দেশ্যে দু’হাত তুলে নিম্নোক্ত দো‘আ পড়বেন-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ–

উচ্চারণ : *আসসালা-মু ‘আলায়কুম দারা ক্বাওমিন মু’মিনীন, ওয়া আতা-কুম মা তূ‘আদূনা গাদান মুআজ্জালূন; ওয়া ইন্না ইনশা- আল্লা-হু বিকুম লা-হেকূন; আল্লা-হুম্মাগফির লিআহলি বাক্বী‘ইল গারক্বাদ।*

অর্থ : হে কবরবাসী মুমিনগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! আগামীকাল (ক্বিয়ামতের দিন) আপনারা লাভ করবেন যা আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আর আমরাও আল্লাহ চাহেন তো সত্বর আপনাদের সাথে মিলিত হ’তে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি ‘বাক্বী‘উল গারক্বাদ’-এর অধিবাসীদের ক্ষমা কর’।[১৫৯]

অথবা নিম্নের দো‘আটি পড়বেন, যা **শোহাদায়ে ওহোদ** সহ সকল কবরস্থানে পড়া যায়।-

---

১৫৯. মুসলিম হা/৯৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৬।

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ–

উচ্চারণ : *আসসালা-মু ‘আলা আহলিদ্দিয়া-রি মিনাল মু’মিনীন ওয়াল মুসলিমীন; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হেকূন; নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল ‘আ-ফিয়াহ’।*

অর্থ : হে মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আর আমরাও আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ’তে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে কল্যাণ প্রার্থনা করছি’।[১৬০]

---

১৬০. মুসলিম হা/৯৭৫; মিশকাত হা/১৭৬৪ ‘জানায়েয’ অধ্যায়।

এক নযরে হজ্জ

(مناسك الحج فى لمحة)

(১) (ক) ৮ই যিলহজ্জ মক্কায় স্বীয় অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বেঁধে মিনায় গমন ও সেখানে দুপুরের পূর্বে অবস্থান। (খ) ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফা গমন ও সেখানে মাগরিব পর্যন্ত অবস্থান। (গ) মাগরিবের পর মুযদালেফা গমন ও সেখানে রাত্রিযাপন। অতঃপর ১০ই যিলহজ্জ ফজরের পর মিনায় প্রত্যাবর্তন এবং সূর্যোদয়ের পর 'বড় জামরা'য় কংকর নিক্ষেপ। অতঃপর কুরবানী, মাথামুণ্ডন ও মক্কায় গিয়ে ত্বাওয়াফে ইফাযাহ শেষে পুনরায় মিনায় প্রত্যাবর্তন। একইদিনে মক্কায় ফেরা ও ত্বাওয়াফে ইফাযাহ করা সম্ভব না হ'লে যিলহজ্জ মাসের মধ্যে এটি সম্পন্ন করবেন ও পূর্ণ হালাল হবেন। (ঘ) ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ মিনায়

অবস্থান ও প্রতিদিন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ। (৬) অতঃপর মিনা থেকে মক্কায় ফিরে বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন (মোট ৬ দিন)।

(২) 'মীক্বাত' থেকে ইহরামের কাপড় পরে 'হজ্জে তামাত্তু' পালনকারীগণ ওমরাহ্র নিয়ত করবেন এবং সংক্ষিপ্ত তালবিয়াহ বলবেন 'লাব্বায়েক ওমরাতান'। 'হজ্জে 'ক্বিরান' পালনকারীগণ একই সাথে হজ্জ ও ওমরাহ্র নিয়ত করবেন এবং সংক্ষিপ্ত 'তালবিয়াহ' বলবেন 'লাব্বায়েক ওমরাতান ওয়া হাজ্জান'। হজ্জে 'ইফরাদ' পালনকারীগণ শুধুমাত্র হজ্জের নিয়ত করবেন এবং বলবেন 'লাব্বায়েক হাজ্জান'।

বদলী হজ্জ হ'লে এবং মুওয়াক্কিল পুরুষ হ'লে তার নিয়ত করে সংক্ষিপ্ত 'তালবিয়াহ' বলবেন, 'লাব্বায়েক 'আন ফুলান' (অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির)। আর মহিলা হ'লে বলবেন,

'লাব্বায়েক 'আন ফুলা-নাহ'। যদি 'আন ফুলান বা ফুলা-নাহ বলতে ভুলে যান, তাতেও অসুবিধা নেই। নিয়তের উপরেই আমল কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন।

(৩) কা'বাকে বামে রেখে 'হাজারে আসওয়াদ' বরাবর ডাইনে সবুজ বাতি হ'তে ডান দিক থেকে ত্বাওয়াফ শুরু করে পুনরায় হাজারে আসওয়াদে এসে এক ত্বাওয়াফ শেষ করবেন। এসময় পুরুষেরা 'ইযতিবা' করবেন। অর্থাৎ ডান কাঁধ ফাঁকা করে বাম কাঁধের উপর চাদর রাখবেন। প্রথম তিন ত্বাওয়াফে একটু দ্রুত চলবেন। যাকে 'রমল' বলা হয়। কেবল ত্বাওয়াফে কুদূম ও ওমরার প্রথম তিন ত্বাওয়াফে 'রমল' করবেন, অন্য কোন ত্বাওয়াফে নয়। মহিলারা সর্বদা স্বাভাবিক পোষাকে ও স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। এভাবে সাত ত্বাওয়াফ শেষ করবেন।

'রুক্নে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে *'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা 'আযাবান্না-র'* দো'আটি বারবার পড়বেন।

(৪) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে অথবা হারামের যেকোন স্থানে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবেন। এসময় সূরা ফাতেহা শেষে প্রথম রাক'আতে 'সূরা কাফেরূন' ও দ্বিতীয় রাক'আতে 'সূরা ইখলাছ' পাঠ করবেন। অন্য সূরাও পড়া যাবে। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

(৫) এরপর ছাফা ও মারওয়া সাঈ করবেন। প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত তুলে কমপক্ষে তিন বার *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর; আ-য়েবূনা তা-য়েবূনা 'আ-বেদূনা সা-জেদূনা লি রব্বেনা হা-মেদূন;*

ছাদাক্বাল্লা-হু ওয়া‘দাহু ওয়া নাছারা ‘আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু’ দো‘আটি পড়ে ‘মারওয়া’র দিকে ‘সাঈ’ শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দু’টি দীর্ঘ সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। ‘ছাফা’ হ’তে ‘মারওয়া’ পর্যন্ত একবার ‘সাঈ’ হবে। এইভাবে সপ্তম বারে ‘মারওয়া’য় গিয়ে দো‘আ পাঠ শেষে ‘সাঈ’ সমাপ্ত হবে।

(৬) ‘সাঈ’ শেষে ডাইনে বেরিয়ে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সব চুল ছোট করে ছাঁটবেন। মহিলাগণ বেণীর অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ ছাঁটবেন।

(৭) ‘হজ্জে তামাত্তু’ পালনকারীগণ ত্বাওয়াফ-সাঈ শেষে ওমরাহ থেকে হালাল হবেন ও সাধারণ পোষাক পরবেন। কিন্তু ‘ক্বিরান’ ও ‘হজ্জে ইফরাদ’ পালনকারীগণ ইহরামের পোষাকে থেকে যাবেন।

(৮) ৮ই যিলহজ্জ সকালে মক্কায় স্বীয় অবস্থানস্থল থেকে ওযূ-গোসল সেরে ও সুগন্ধি মেখে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। অতঃপর *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক; ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক; লা শারীকা লাক'* বলে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন।

(৯) মিনায় পৌঁছে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করবেন না।

(১০) ৯ তারিখ সূর্যোদয়ের পর ধীর-স্থিরভাবে 'তালবিয়াহ' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফাহ ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু করবেন ও সেখানে গিয়ে যেকোন স্থানে অবস্থান নিবেন।

অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ-ইস্তেগফার ও যিকর-আযকারে রত হবেন। বিশেষ করে আল্লাহ যেন আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন, সেই দো'আ করবেন। অতঃপর হজ্জের খুৎবা শ্রবণ করবেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমে ঢলার পর এক আযান ও দুই এক্বামতে যোহর ও আছরের ছালাত ইমামের সাথে যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ 'জমা তাক্বদীম' করবেন। না পারলে যার যার তাঁবুতে জমা ও ক্বছরের সাথে ছালাত পড়বেন। এ সময় প্রত্যেকের আযান দেওয়া যরূরী নয়।

(১১) সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে মুযদালেফায় রওয়ানা হবেন। সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ছালাত ক্বছর সহ এশার আউয়াল ওয়াক্তে 'জমা তাখীর' করবেন। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনা মতে,

আযান ছাড়াই প্রত্যেকে দুই এক্বামতে ছালাত ‘জমা তাখীর’ করবেন।[১৬১] অতঃপর ঘুমিয়ে যাবেন। ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু’হাত তুলে দো‘আ-দরূদ ও যিকর-আযকারে লিপ্ত হবেন। অতঃপর আকাশ ফর্সা হ’লে সূর্যোদয়ের আগেই মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। এ সময় মুযদালেফা থেকে ৭টি কংকর সংগ্রহ করবেন।

(১২) মিনায় পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর ‘জামরাতুল আক্বাবা’য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন ও প্রতিবারে ‘আল্লাহু আকবার’ বলবেন। কংকর মারার পর একটু দূরে গিয়ে দু’হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট প্রাণ ভরে দো‘আ করবেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমস্ত মাথার ছোট করে চুল ছাঁটবেন। অতঃপর কুরবানী করবেন। তবে এগুলিতে আগপিছ হ’লে দোষ নেই।

---

১৬১. শরহ নববী হা/১২১৮-এর আলোচনা ৮/১৮৮ পৃ.।

(১৩) এরপর ইহরাম খুলে 'প্রাথমিক হালাল' হবেন ও স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করবেন। এসময় স্ত্রী মিলন ব্যতীত বাকী সব কাজ করা যাবে।

(১৪) অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করবেন। এসময় তামাত্তু হাজীগণ ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। কিন্তু ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় পৌঁছে ত্বাওয়াফ ও সাঈ করে থাকলে শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্'র পর আর সাঈ করবেন না।

(১৫) কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে আসবেন ও সেখানে রাত্রি যাপন করবেন। অতঃপর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিদিন দুপুরে সূর্য ঢলার পর তিন জামরায় ৩×৭=২১টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। ১ম ও ২য়

জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করবেন।

(১৬) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু ১২ তারিখে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই যদি মিনায় সূর্যাস্ত হয়, তাহ'লে সেখানেই অবস্থান করবেন ও ১৩ তারিখ অপরাহ্নে কংকর মেরে মক্কায় ফিরবেন।

(১৭) সবশেষে মক্কা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী নারীদের জন্য এটা মাফ। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ।[১৬২]

---

১৬২. মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।

হজ্জ পালনকালে কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি

(بعض الأخطاء فى المناسك)

১. মক্কায় : (১) অনেকে মনে করেন মাসজিদুল হারামে প্রবেশের পর প্রথমে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মাসজিদ পড়ে মাত্বাফে যেতে হবে। এটা ভুল। বরং তিনি চাইলে বিশ্রাম নেওয়ার পর ওযূ-গোসল সেরে পুনরায় ইহরাম পরে সোজা মাত্বাফে গিয়ে ত্বাওয়াফ শেষে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। এটাই 'তাহিইয়াতুল মাসজিদে'র স্থলাভিষিক্ত হবে। (২) অনেকে ত্বাওয়াফ-সাঈ, ফরয-সুন্নাত ও নফল ছালাত সমূহের প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক নিয়ত মুখে পাঠ করেন। অথচ নিয়ত হ'ল হৃদয়ের সংকল্প। এটা মুখে বলা বিদ'আত। (৩) অনেকে অধিক নেকী ও দো'আ কবুলের আশায়

হাজারে আসওয়াদ, রুকনে ইয়ামানী, কা'বার দরজা প্রভৃতি স্থানে মুখ-বুক লাগিয়ে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করেন। অথচ ঐদিকে কেবল ইশারা করাই যথেষ্ট। তাছাড়া সুযোগ না পেলে হাজারে আসওয়াদে চুমু দেওয়ারও প্রয়োজন নেই।

(৪) কা'বাগৃহকে বা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করতে না পারলে কা'বাগৃহের দেওয়ালে জায়নামায, রুমাল ইত্যাদি ছুঁড়ে দিয়ে সেটিতে বার বার চুমু খাওয়া। (৫) 'মসজিদে তান'ঈম' থেকে এহরাম বেঁধে বার বার বিভিন্ন জনের নামে ওমরাহ করা ও সবশেষে পুরুষদের মাথার দু'এক জায়গা থেকে সামান্য চুল কাটা। (৬) দৌড়ে ও দল বেঁধে ত্বাওয়াফ করা এবং উচ্চস্বরে ও সমস্বরে দো'আ পড়া। (৭) পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের ছালাত আদায় করা।

(৮) তামাত্তু হাজীদের ৮ তারিখে মিনা রওয়ানার পূর্বে ত্বাওয়াফ ও সাঈ করা। (৯) যমযমের

নিকট দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা। (১০) ছাফা পাহাড়ের মাথায় ওঠা এবং সেখানে অযথা ভিড় করা ও কুরআন তেলাওয়াত করা। (১১) রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ না করে চুমু খাওয়া। (১২) নামে নামে ত্বাওয়াফ করা। যেমন- মায়ের নামে, ছেলের নামে ইত্যাদি। (১৩) যমযমের পানিতে নিজের কাফনের কাপড় ধুয়ে নেওয়া। (১৪) মুছল্লীদের সারির ভিতরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করা। (১৫) ত্বাওয়াফ শেষের দু'রাক'আত ছালাতের জন্য মাত্বাফে বসে পড়া ও দীর্ঘক্ষণ ধরে হাত তুলে দো'আ করা। (১৬) বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষে ফিরে আসার সময় কা'বাগৃহের দিকে মুখ করে পিছন দিকে হেঁটে আসা ইত্যাদি।

২. মিনায় : (১) আইয়ামে তাশরীক্বে দুপুরে সূর্য ঢলার আগেই কংকর মারা (২) কংকর মারার সময় অযথা মানুষকে ধাক্কা দেওয়া ও শক্তি প্রয়োগ করা (৩) কংকরের বদলে জুতা-স্যাণ্ডেল,

ছাতা ইত্যাদি নিক্ষেপ করা (৪) নবী করীম (ছাঃ)-এর নামে কুরবানী করা (৫) ওযর ছাড়াই সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফা ময়দানে গমন করা (৬) পুরুষের সম্পূর্ণ মাথা না মুড়িয়ে দু'এক জায়গা থেকে সামান্য মুণ্ডন করা বা চুল কাটা ইত্যাদি।

৩. আরাফায় : (১) মসজিদে নামিরার পশ্চিম দিকে চিহ্নিত অংশে 'উরানা' (عُرَنَةَ) উপত্যকায় অবস্থান করা, যা 'আরাফা'র সীমানার বাইরে *(ইবনু মাজাহ হা/৩০১২)*। (২) বরকত মনে করে 'জাবালে রহমত'-এর নিকটে অবস্থান নেওয়া ও সেজন্য হুড়াহুড়ি করা (৩) পাহাড়ে উঠে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা (৪) মনে মনে বা নিম্নস্বরে 'তালবিয়া' পাঠ করা (৪) জাবালে রহমতের বিভিন্ন অংশ থেকে মাটি সংগ্রহ করা ও তাতে সিজদা দিয়ে ছালাত আদায় করা (৫) ৯ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে 'আরাফা' ময়দান ত্যাগ

করা (৬) 'মসজিদে নামিরা'তে ও 'আরাফা ময়দানে' এক আযানে ও দুই ইক্বামতে যোহর ও আছরের ছালাত আদায়কে ভুল মনে করা এবং জমা-ক্বছর ছাড়াই নিজেরা যার যার মত স্ব স্ব ওয়াক্তে পূর্ণভাবে ছালাত আদায় করা। এছাড়াও মানুষ অনেক কিছু করে, যার সাথে কুরআন ও সুন্নাহ্র কোন সম্পর্ক নেই। যা তার হজ্জকে স্রেফ ক্রুটিপূর্ণ করে মাত্র।

৪. মুযদালেফায় : (১) মুযদালেফার সীমানা মনে করে বাইরে 'বাত্বনে মুহাসসিরে' অবস্থান করা ও সেখানে ছালাত আদায় করা (২) মাগরিব ও এশা জমা ও ক্বছর না করা। (৩) মধ্যরাতের আগে মুযদালেফার সীমানা ত্যাগ করে মিনায় প্রবেশ করা (৪) কোন ওযর ছাড়াই ফজর না পড়ে মুযদালেফা ত্যাগ করা ইত্যাদি।

৫. মদীনায় : (১) মসজিদে নববী যিয়ারতকে উদ্দেশ্য না রেখে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর

যিয়ারতকে উদ্দেশ্য করা এবং তাহিইয়াতুল মাসজিদ না পড়ে কবর যিয়ারত করা। সম্ভবতঃ এজন্য মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ হাজী মক্কা থেকেই ফিরে যান, মদীনায় আসেন না। অথচ উপমহাদেশের অধিকাংশ হাজী মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারত ছাড়া হজ্জের কল্পনাই করতে পারেন না। (২) কবরের দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে দো‘আ করা, দেওয়ালে হাত-মুখ ঠেকিয়ে কান্নাকাটি করা, তাঁকে ‘যিন্দা নবী’ বলে সম্বোধন করা ও তাঁর অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা পরিষ্কারভাবে শিরক। সেখানে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নবী সালাম আলায়কা’ বলে বিদ‘আতী দরূদ পাঠ করা, ছবি তোলা ইত্যাদি। (৩) মসজিদে নববীর খুঁটি সমূহকে ‘হান্না খুঁটি’, ‘আয়েশা খুঁটি’ ইত্যাদি বলে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করা ও এসবের অসীলায় মুক্তি চাওয়া (৪) মসজিদে নববীতে ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করাকে অপরিহার্য মনে করা ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ
(الأماكن المشهورة)

মক্কায় (في مكة) :

১. বায়তুল্লাহ : পবিত্র কা‘বাগৃহকে ‘বায়তুল্লাহ’ বা আল্লাহ্‌র ঘর বলা হয়। বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম ইবাদতগাহ পবিত্র কা‘বাগৃহের চারপাশ ঘিরে তৈরী হয়েছে বিশালায়তন হারাম শরীফ। বর্তমান (২০১১ খৃ.) আয়তন তিন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাযার বর্গমিটার বা ৮৮.২ একর। সেখানে একত্রে ১০ লাখ মুছল্লীর ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে হজ্জের মৌসুমে এ সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখে পৌঁছে যায়। কা‘বা চত্বরে ও আঙিনায় দেওয়া সাদা পুরু মার্বেল পাথর প্রচণ্ড রৌদ্রে ঠাণ্ডা থাকে, যা সঊদী সরকারের নিজস্ব

কারখানায় প্রস্তুতকৃত। মদীনা হ'তে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই কারখানাটি বর্তমান বিশ্বে সেরা পাথর তৈরীর কারখানা হিসাবে বিবেচিত।

২. জাবালুন নূর : অর্থ জ্যোতির পাহাড়। এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত $১২\times৫\frac{১}{৪}\times৭$ বর্গফুট 'হেরা গুহা'য় ইক্বরা বিসমে রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব' অর্থাৎ সূরা 'আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে 'নুযূলে অহি'-র সূচনা হয়। গৃহীত মতে তারিখটি ছিল ২১শে রামাযান সোমবার দিবাগত রাত মোতাবেক ১০ই আগস্ট ৬১০ খৃষ্টাব্দ।[১৬৩] হাদীছে যাকে 'গারে হেরা' বলা হয়েছে।[১৬৪] বায়তুল্লাহ থেকে ৬ কি.মি. উত্তর-

---

১৬৩. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম পৃ. ৬৬।
১৬৪. বুখারী হা/৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।

পূর্বে অবস্থিত এ পাহাড়টি মক্কার ট্যাক্সিওয়ালাদের নিকটে ‘জাবালুন নূর’ নামে খ্যাত। সকালে বা বিকালে পাহাড়ে ওঠা চলে। রাতে ওঠা নিষিদ্ধ। এ পাহাড়ের পৃথক কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। এটাকে পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য করারও কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের জীবনীতে পাওয়া যায় না। যদিও বিদ‘আতীরা এখানে এসে ছালাত আদায় করে ও কান্নাকাটি করে। এখানকার নুড়ি-কংকর বরকত মনে করে তারা বাড়ীতে নিয়ে যায়।

৩. **গারে ছওর** : অর্থ ছওর গিরিগুহা। বায়তুল্লাহ্র দক্ষিণ-পূর্বে ৩ কি.মি. দূরে ‘ছওর’ পাহাড় অবস্থিত। আল্লাহ্র হুকুমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রিয় সাথী আবুবকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে গভীর রাতে ইয়াছরিবে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার

জন্য তাঁরা ছওর গিরিগুহায় আশ্রয় নেন।[১৬৫] ১০০ উটের পুরস্কার লোভী রক্তপিপাসু কাফেররা গুহা মুখে বারবার গিয়েও ফিরে যায়। একবারও তারা নীচের দিকে তাকায়নি। এভাবে আল্লাহ্র গায়েবী মদদে তাঁরা রক্ষা পান। তবে বর্তমানে যেটাকে 'গারে ছওর' বলা হচ্ছে, সেটা সেই গুহা কি-না, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। হেরা গুহার ন্যায় ছওর গুহারও কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। যদিও এখানে রয়েছে বিদ'আতীদের ব্যাপক আনাগোনা।

৪. **জি'ইর্রা-নাহ মসজিদ :** এটি মাসজিদুল হারাম থেকে ১৬ কি.মি. পূর্বে হোনায়েন-এর পথে জি'ইর্রা-নাহ উপত্যকায় অবস্থিত। এখানে

১৬৫. ১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মোতাবেক ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১২/১৩ সেপ্টেম্বর; আর-রাহীক্ব পৃ. ১৬৩-৬৪; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ৮ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টন করেছিলেন। অতঃপর এখান থেকেই রাতের বেলা মক্কায় এসে ওমরাহ করে মদীনায় রওয়ানা হন এবং ২৪শে যুলক্বা'দাহ মদীনায় পৌঁছেন।[১৬৬]

৫. **তান'ঈম মসজিদ :** মাসজিদুল হারাম থেকে ৬ কি.মি. উত্তরে মক্কা-মদীনা মহাসড়কে (আল-হিজরাহ রোডে) অবস্থিত এ মসজিদটি 'মসজিদে আয়েশা' নামে পরিচিত। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশাকে তার ভাই আব্দুর রহমানের সাথে হারামের বাইরে এখান থেকে ওমরাহ্র ইহরাম বাঁধার জন্য পাঠিয়েছিলেন।[১৬৭] মসজিদটি ইসলামী শিল্পনৈপুণ্যের এক অনুপম নিদর্শন। জি'ইর্রা-নাহ ও তান'ঈম মসজিদ

---

১৬৬. সীরতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৭ পৃ.।
১৬৭. বুখারী হা/১৫৫৬; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৫৬।

হারাম এলাকার বাইরে এবং সেখান থেকে মক্কাবাসীগণ ওমরাহ্র জন্য ইহরাম বেঁধে থাকেন। বর্তমানে বাইরের হাজীদের অনেকে ‘আয়েশা মসজিদ’ থেকে বারবার ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে থাকেন। যা একেবারেই ভিত্তিহীন ও বিদ‘আতী কাজ।

মদীনায় (فِيْ المدينة) :

১. মসজিদে নববী : আঙ্গিনা সহ বর্তমান (২০০০ খৃ.) আয়তন ৩,০৫,০০০ (তিন লক্ষ পাঁচ হাযার) বর্গমিটার। যেখানে হজ্জ মওসুমে ১০ লাখ হাজী একত্রে ছালাত আদায় করেন। বর্তমানে ভিতরে ও পুরা আঙিনা ছাতাবেষ্টিত করা হয়েছে। যা প্রতিদিন সময়মত খোলা ও বন্ধ করা হয়। যা মসজিদে আলো-বাতাসের একটি সুন্দর ব্যবস্থা।

২. ফাহ্‌দ কুরআন কমপ্লেক্স : পবিত্র কুরআনের মুদ্রণ, অনুবাদ ও ক্যাসেট প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এই কমপ্লেক্স 'মুজাম্মা' মালেক ফাহ্‌দ' নামে পরিচিত। ২,৫০,০০০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই বিশাল কমপ্লেক্স ১৪০৫ হি./১৯৮৫ সালে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১১ মিলিয়ন (এক কোটি দশ লাখ) কপি। এযাবৎ (২০১১) ১৩ কোটি ৬০ লাখ কপি কুরআন মজীদ মুদ্রিত ও বিতরিত হয়েছে এবং বাংলা, উর্দূ, ইংরেজী ও চীনা সহ অন্যূন ৫০টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : মসজিদে নববী থেকে পশ্চিমে অন্যূন ৫ কিলোমিটার দূরে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশালায়তন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে (২০১১) প্রায় ২০০ টি দেশের ২২ হাযারের অধিক ছাত্র পড়াশুনা করে।

৪. মসজিদে ক্বোবা : মক্কা থেকে ইয়াছরিবে হিজরত করে এসে রাসূল (ছাঃ) প্রথম ক্বোবায় অবতরণ করেন। মসজিদে নববী থেকে ৮.৩ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অত্র স্থানে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার 'প্রথম মসজিদ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি শনিবারে বাহনে অথবা পায়ে হেঁটে এখানে এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন' *(বু. মু. মিশকাত হা/৬৯৫)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে ওযূ করে এখানে এসে ছালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি একটি ওমরাহ করার সমান নেকী পাবে'।[১৬৮]

৫. মসজিদে যুল-ক্বিবলাতায়েন :

হিজরতের পর থেকে ১৬ বা ১৭ মাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র হুকুমে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করেছিলেন। অতঃপর

---

১৬৮. ছহীহাহ হা/৩৪৪৬; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২৩৯ পৃ.।

তাঁকে কা‘বাগৃহের দিকে ফিরে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয় *(বাক্বারাহ ১৪৪)*। সেমতে তিনি মসজিদে নববীতে প্রথম আছরের ছালাত কা‘বামুখী হয়ে পড়েন। অতঃপর লোকেরা খবরটি বিভিন্ন মসজিদে বিভিন্ন সময় প্রাপ্ত হয় ও সেমতে তারা কিবলা ঘুরিয়ে কা‘বামুখী হয়।[১৬৯]

বর্তমানের ‘যুল-ক্বিবলাতায়েন’ মসজিদটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, অত্র ‘বনু সালামাহ’ মসজিদে যোহরের ছালাতরত অবস্থায় দ্বিতীয় রাক‘আতের পর আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর বিপরীতে কা‘বার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায় করেন। এজন্য একে ‘দুই ক্বিবলার মসজিদ’ বলা হয়। তবে অধিকাংশের মতে উক্ত হুকুম ছালাতের বাইরে নাযিল হয়। এরপর প্রাপ্ত খবর

---

১৬৯. বুখারী হা/৪০; মুসলিম হা/৫২৫ প্রভৃতি।

অনুযায়ী বিভিন্ন মসজিদে বিভিন্ন সময় ছালাতে ক্বিবলা পরিবর্তন হয় *(তাফসীর কুরতুবী)*।

৬. সাব'আ মাসাজিদ : এর অর্থ সাতটি মসজিদ। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে ৬টি মসজিদ রয়েছে। (১) মসজিদুল ফাত্হ। সম্মিলিত আরব শক্তির বিরুদ্ধে ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত আহযাব বা খন্দক যুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্যে অবিস্মরণীয় বিজয় লাভের স্মৃতি হিসাবে উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.) উক্ত মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন (২) মসজিদে আবুবকর (৩) মসজিদে ওমর (৪) মসজিদে আলী (৫) মসজিদে ফাতেমা (৬) মসজিদে সালমান ফারেসী (রাঃ)। কেউ কেউ মসজিদে ক্বিবলাতায়েন-কে উক্ত ৭ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই সকল মসজিদের পৃথক কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। যদিও অনেকে এইসব মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য খুবই

উদগ্রীব থাকেন এবং এতে বহু নেকী রয়েছে বলে বর্ণনা করেন।

৭. বাক্বী‘উল গারক্বাদ : মসজিদে নববী থেকে বেরিয়েই পূর্ব-দক্ষিণে পাকা প্রাচীর বেষ্টিত প্রায় ১ মাইল ব্যসার্ধের এই বিশাল কবরস্থানটি অবস্থিত। যেখানে হযরত ওছমান (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ) সহ অসংখ্য ছাহাবী, তাবেঈ, ইমাম-মুজতাহিদ, শহীদ, গাযী ও ওলামায়ে কেরামের কবর রয়েছে। যদিও কোথাও কোন কবরের চিহ্ন নেই। বর্তমানে এটি মদীনা পৌর এলাকার কবরস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

‘গারক্বাদ’ নামক অত্র স্থানটি জনৈক ইহূদীর খেজুর বাগান ছিল এবং বৃক্ষশোভিত সমতলভূমি হওয়ায় এটিকে ‘বাক্বী‘ বলা হ’ত। এখানে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কবর থাকায় শী‘আরা এর নাম দিয়েছে ‘জান্নাতুল বাক্বী‘। যা বলা

নিঃসন্দেহে বিদ‘আত। ‘ফাতেমার পোষা কবুতর’ মনে করে বিদ‘আতীরা এখানে দৈনিক শত শত প্যাকেট গম ছড়িয়ে দেয়। যেখানে মানুষের খাবার জোটে না, সেখানে পাখির জন্য এরূপ অপচয় নিঃসন্দেহে গোনাহের কাজ। সেই সাথে বিদ‘আতের গুনাহ তো আছেই।

৮. শোহাদায়ে ওহোদ কবরস্থান : মসজিদে নববী থেকে সাড়ে ৫ কি.মি. উত্তরে ৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল সংঘটিত ওহোদ যুদ্ধের স্মৃতিধন্য প্রাচীরঘেরা এই কবরস্থানে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় চাচা হামযা (রাঃ) সহ ৭০ জন শহীদ ছাহাবীকে দাফন করা হয়। যদিও কবরের কোন চিহ্ন নেই। তাঁদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া সাধারণভাবে কবর যিয়ারতের ন্যায় জায়েয রয়েছে। কিন্তু নেকী মনে করে কেবলমাত্র ঐ স্থানের উদ্দেশ্যে গমন করা জায়েয নয়। বর্তমানে এখানে ‘শোহাদা মার্কেট’ গড়ে উঠেছে।

এর অনতিদূরেই ওহোদ পাহাড়ের সরাসরি দক্ষিণে ছোট্ট 'আয়নায়েন' পাহাড়টি রয়েছে। যা 'জাবালুর রুমাত' বা তীরন্দাযদের পাহাড় বলে খ্যাত। যেখানে সেই সংকীর্ণ গিরিপথটি রয়েছে। যেখান থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ অমান্য করে ৫০ জনের মধ্যে ৪০ জন মুসলিম সেনা শয়তানী প্ররোচনায় পড়ে গণীমত কুড়ানোর জন্য পাহারা ছেড়ে ময়দানে চলে যায়। আর সেই সুযোগে শত্রু বাহিনী বাকী ১০ জনকে হত্যা করে এ পথ দিয়ে ওহোদের ময়দানে ঢুকে পড়ে। ফলে সেই আকস্মিক হামলায় হযরত হামযা (রাঃ) সহ বহু ছাহাবী শহীদ হন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়।[১৭০] নিঃসন্দেহে এর মধ্যে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

---

১৭০. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩৩৯, ৩৫১-৫২ পৃ.।

হাজীদের জন্য কতগুলি উপদেশ

(بعض النصائح للحجاج)

১. হজ্জের সকল অনুষ্ঠান ধীরে-সুস্থে ও বিনয়ের সাথে করবেন। সর্বদা ধৈর্য অবলম্বন করবেন।

২. 'তালবিয়াহ' ব্যতীত অন্য সকল দো'আ নিম্নস্বরে ও কাকুতি সহকারে পড়বেন। বিতর্ক ও ঝগড়া এড়িয়ে চলবেন। হুড়াহুড়ি করবেন না। হাত ও যবান দ্বারা কাউকে কষ্ট দিবেন না। সর্বদা হাসিমুখে থাকবেন। অন্যকে ক্ষমা করবেন।

৩. ধর্ম পালনে বাড়াবাড়ি করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ধর্মে বাড়াবাড়ি করোনা। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলি ধ্বংস হয়েছে ধর্মে বাড়াবাড়ি করে'।[১৭১] তাই বলে শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী

---

১৭১. আহমাদ হা/১৮৫১; নাসাঈ হা/৩০৫৭।

হবেন না। কেননা মুর্জিয়া ও ক্বাদারিয়াগণ হাউয কাওছারের নিকটবর্তী হ'তে পারবে না *(ছহীহাহ হা/২৭৪৮)*। মুর্জিয়াগণ মূলতঃ জাবারিয়া বা অদৃষ্টবাদী। যারা মুমিন হওয়ার জন্য আমলকে শর্ত বলেন না। ফলে কবীরা গোনাহ করলেও তাতে ঈমানের কোন ক্ষতি হয়না বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে ক্বাদারিয়াগণ সবকিছুর জন্য বান্দাকে দায়ী করেন এবং এতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে অস্বীকার করেন। সেজন্য এরা তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী বলে পরিচিত। অথচ সঠিক আক্বীদা হ'ল এ দু'য়ের মাঝে *(মিরক্বাত)*। অতএব সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবেন।[১৭২]

৪. সকল ইবাদত ইত্তেবায়ে সুন্নাতের উপর ভিত্তিশীল। অতএব ছহীহ হাদীছের বাইরে কোন ইবাদত করবেন না।

---

১৭২. বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬।

৫. (ক) হজ্জ থেকে ফেরাকে নতুন জীবন লাভ বলে মনে করুন। (খ) এখন থেকে বেশী করে নফল ইবাদত করুন। (গ) কারু হক নষ্ট করে থাকলে তাকে তা দ্রুত প্রদান করুন। (ঘ) যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও হারাম কাজ বর্জন করুন। কেননা শিরক করলে তার উপর আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/৭২)*। (ঙ) কম কথা বলুন ও নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা করুন। আল্লাহ্র পথে সদা প্রস্তুত থাকুন *(আলে ইমরান ২০০)* এবং পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকুন *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯)*।

৬. মনে রাখবেন, কবুল হজ্জের লক্ষণ হ'ল- পূর্বের চেয়ে উত্তম হওয়া এবং গোনাহে লিপ্ত না হওয়া। অতএব ছোট গোনাহ থেকেও তওবা করুন। ছোট গোনাহ থেকেই বড় গোনাহের সূচনা হয় এবং তা বারবার করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়, যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না *(নাজম-মাক্কী ৫৩/৩২)*। *আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন- আমীন!*

যে দো‘আগুলি মুখস্ত করা যরূরী

৵ পথনির্দেশ ৵

কা‘বা হ’তে– (১) জেদ্দা ৯০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে (২) ইয়ালামলাম ১২৩ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে (৩) মদীনা ৪৬০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে (৪) মিনা ৮ কি.মি. পূর্বে (৫) মিনা হ’তে আরাফাত ১৪.৪ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে। (৬) আরাফাত থেকে মুযদালেফা ৯ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে (৭) মুযদালেফা হ’তে মিনা ৫ কি.মি. উত্তরে। অতঃপর মিনা থেকে ৮ কি.মি. পশ্চিমে মক্কায় প্রত্যাবর্তন।

(৮) কা‘বা হ’তে হেরা পাহাড় ১৩ কি.মি. পূর্ব-উত্তরে (৯) ছওর পাহাড় ৩ কি.মি. পূর্ব-দক্ষিণে (১০) যমযম : কা‘বাগৃহের পূর্ব-দক্ষিণে (১১) ছাফা ও মারওয়া কা‘বাগৃহের পূর্বে দক্ষিণ হ’তে উত্তরে প্রায় অর্ধ কি.মি. (৪৫০ মিটার)। সাত সাঈ-তে মোট ৩.১৫ কি.মি. (১২) জেদ্দা হ’তে মদীনা ৪১৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে (১৩) মদীনা হ’তে বদর প্রান্তর ১৫৬ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে ॥

১. মক্কার হারামের চতুঃসীমা : উত্তরে তান‘ঈম (৬ কি.মি.), উত্তর-পূর্বে নাখলা উপত্যকা (১৪ কি.মি.), দক্ষিণে আযাহ (أضاه) (১২ কি.মি.), পূর্বে জি‘ইর্রা-নাহ (১৬ কি.মি.), পশ্চিমে হোদায়বিয়াহ (১৫ কি.মি.)।

২. মদীনার হারামের চতুঃসীমা : সাড়ে ৫ কি.মি. উত্তরে ওহোদ পাহাড় ও ১০ কি.মি. দক্ষিণে যুল-হুলায়ফা পাহাড়ের মধ্যবর্তী ১২ মাইল এলাকা।

উল্লেখ্য যে, মক্কা ও মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর কোথাও ‘হারাম’ এলাকা নেই। এমনকি বায়তুল মুক্বাদ্দাসও নয়। এ দুই হারামের সম্মান বজায় রাখা ওয়াজিব। ‘এখানে কোন অস্ত্র বহন করা যাবে না। এমনকি গাছের পাতাও ছেঁড়া যাবে না গবাদিপশুর খাদ্যের কারণে ব্যতীত’।[১৭৩]

---

১৭৩. বুখারী হা/১৫৮৭; মুসলিম হা/১৩৫৩; মিশকাত হা/২৭১৫, ২৭৩২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৮৯-৯১।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যা জানা আবশ্যক

আদম-সন্তান হিসাবে দুনিয়ার সকল মানুষ সমান। কিন্তু আক্বীদা ও বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে তাদের কেউ মুসলিম, কেউ কাফির। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। আর তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ দেখেন' *(তাগাবুন-মাদানী ৬৪/২)*। এমনকি আক্বীদা সঠিক না হ'লে একজন মুসলিম ব্যক্তিও তার অজান্তে মুশরিক বা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। সেকারণ আল্লাহ বলেন, তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ তারা শিরক করে' *(ইউসুফ-মাক্কী ১২/১০৬)*। সুতরাং আক্বীদা সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কিছু মৌলিক বিষয় জানা অত্যাবশ্যক। আর তা হ'ল-

১. ঈমান : অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। প্রত্যেক মুমিনের জন্য ৬টি বিষয়ের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য : (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্র পক্ষ হতে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে' *(মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২)*।

২. ইসলামের ভিত্তি : পাঁচটি। (১) এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। (২) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা (৩) সম্পদের যাকাত প্রদান করা (৪) রামাযানের ছিয়াম পালন করা এবং (৫) হজ্জ করা *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪)*।

৩. আল্লাহ্র পরিচয় : আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমরা তাঁর সৃষ্টি। তিনি আসমান-যমীন ও

এদু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমুন্নত *(ত্বোয়াহা-মাক্কী ২০/৫)*। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। তাঁর নিজস্ব আকার আছে, যা তাঁর উপযোগী। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন *শূরা-মাক্কী ৪২/১১)*।

৪. তাওহীদ : অর্থ আল্লাহ্র একত্ব। তাওহীদ তিন প্রকার : (ক) তাওহীদে রুবূবিয়াত (খ) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (গ) তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত। অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রতিপালনে একত্ব, নাম ও গুণাবলীতে একত্ব এবং ইবাদত ও উপাসনায় একত্ব। জিন ও ইনসান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র ইবাদত করা *(যারিয়াত-মাক্কী ৫১/৫৬)*। সকল নবী ও রাসূলকে আল্লাহ মানব সমাজে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্যই পাঠিয়েছিলেন। তাই সার্বিক জীবনে নির্ভেজাল

তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪)*।

মক্কার মুশরিকরা তাওহীদে রুবূবিয়াতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তারা তাওহীদে ইবাদতে বিশ্বাসী ছিলনা। তারা মূর্তিপূজা ও অসীলাপূজায় বিশ্বাসী ছিল *(যুমার-মাক্কী ৩৯/৩)*। সেকারণ তারা মুসলিম ছিল না এবং তারাই ছিল ইসলামের দুশমন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আজীবন শত্রু। বদর, ওহোদ, খন্দক সকল যুদ্ধ তাদের সাথেই হয়েছিল।

৫. শিরক : আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করার নাম 'শিরক'। আর আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীককারী ব্যক্তিকে 'মুশরিক' বলা হয়। তাওহীদের বিপরীত হ'ল শিরক।

শিরক-এর পরিণতি : শিরকের পরিণতি হ'ল জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা

করে থাকেন’ *(নিসা-মাদানী ৪/৪৮, ১১৬)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম’ *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/৭২)*। অতএব শিরক হ’ল সবচেয়ে বড় পাপ, যা থেকে তওবা করা ব্যতীত জান্নাত পাওয়া সম্ভব নয়।

শিরক দুই প্রকার : বড় শিরক ও ছোট শিরক।

ক. বড় শিরক : যেমন- (১) কবরে সিজদা করা ও কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা। (২) কবরবাসীর অসীলায় পরকালে মুক্তি প্রার্থনা করা। (৩) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর রাখেন বলে ধারণা করা। (৪) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যিকর করা বা ধ্যান করা। (৫) বিপদে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করা। (৬) আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য অন্য কিছুকে অসীলা গণ্য করা। (৭) সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় অন্য কাউকে শরীক মনে করা। (৮)

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবহ করা ও মানত করা। (৯) স্থানপূজা, মূর্তিপূজা, আগুনপূজা ইত্যাদি। (১০) মিনার, বেদী, স্মৃতিসৌধ বা আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ও সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা। (১১) ছবি-মূর্তি ইত্যাদিকে সম্মান করা ও তাতে ফুল দেওয়া। (১২) বিপদমুক্তি, রোগমুক্তি ইত্যাদির লক্ষ্যে কোমরে বা হাতে তাগা বাঁধা বা গলায় তাবীয ঝুলানো। (১৩) গাছ-পাথর, কবর ইত্যাদির ধুলা-মাটি, কবর আযাব মাফ হবে মনে করে মাইয়েতের সাথে আরবীতে 'আল্লাহ' লেখা কা'বার মাটি কবরে রাখা, কা'বার গেলাফ বা অন্য কোন কবরের গেলাফকে বরকত মনে করা। (১৪) কোন দিবস ও সময়কে শুভ বা অশুভ গণ্য করা। (১৫) আল্লাহ্‌র বিধানের চাইতে অন্যের বিধানকে উত্তম, সমান বা সঠিক বলে মনে করা ইত্যাদি *(বিস্তারিত দ্র. লেখক প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই)*।

খ. ছোট শিরক : (১) রিয়া বা শ্রুতির উদ্দেশ্যে কোন সৎকর্ম করা। এর ফলে সকল নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় *(ছহীহাহ হা/৯৫১; বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৩১৬)*। আর এটাই হ'ল সকল কবীরা গোনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ। (২) যদি এই কুকুরটা না থাকত, তাহ'লে বাড়িতে চোর আসত'। (৩) 'যদি আল্লাহ না থাকতেন ও অমুক না থাকত'। (৪) 'উপরে আল্লাহ নীচে আপনি' ইত্যাদি বলা।

৬. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিচয় : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য আদি পিতা আদম হ'তে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত যুগে যুগে ৩১৫ জন রাসূল সহ ১ লক্ষ ২৪ হাযার নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন *(ছহীহাহ হা/২৬৬৮)*। হযরত মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* ছিলেন শেষনবী ও শ্রেষ্ঠনবী। তিনি আমাদের মতই মাটির মানুষ ছিলেন, নূরের নবী নন *(কাহফ-মাক্কী ১৮/১১০)*। তিনি গায়েবের খবর জানতেন না *(আন'আম-মাক্কী ৬/৫০)*। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন

(যুমার-মাক্কী ৩৯/৩০)। অতএব মৃত্যুর পর তাঁর অসীলায় কোন কিছু প্রার্থনা করা বৈধ নয়।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে ঈমান আনা ব্যতীত কেউ জান্নাতী হবেনা। কেননা তিনি বলেন, 'যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার কসম করে বলছি, ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অথচ যে ইসলামী শরী'আত নিয়ে আমি আগমন করেছি তার উপরে ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে' *(মুসলিম হা/১৫৩)*।

৭. কুরআন ও সুন্নাহ : আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ কিতাবের নাম 'কুরআন'। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও সম্মতিকে বলা হয় 'সুন্নাহ' বা 'হাদীছ'। কুরআন ও হাদীছ দু'টিই আল্লাহ্র অহি *(ক্বিয়ামাহ-মাক্কী ৭৫/১৬-১৯)*। রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র অহি ব্যতীত কোন কথা বলতেন না' *(নজম-মাক্কী ৫৩/৩-৪)*। তিনি বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, আমার যবান থেকে সত্য

ব্যতীত মিথ্যা বের হয় না' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৪৬)*। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র জীবন বিধান হিসাবে দু'টি বস্তু ছেড়ে গিয়েছেন, কুরআন ও সুন্নাহ *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬)*। এদু'টি থেকে পদস্খলন অর্থ উম্মতের ধ্বংস *(ইবনু মাজাহ হা/৪৩)*।

কোন বিষয়ে ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে ইজতিহাদ বাতিল হবে। অতএব কোন নেতা, ইমাম, পীর বা আলেমের ফৎওয়ার বিপরীতে ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে উক্ত ফৎওয়া পরিত্যাগ করে ছহীহ দলীলের অনুসরণ করাই হ'ল প্রকৃত অর্থে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, 'এযা ছাহ্‌হাল হাদীছু ফাহুয়া মাযহাবী' অর্থাৎ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব' *(ইবনু আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার, ১/৬৭ পৃ.)*।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের

মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'। .. কোন সমস্যা দেখা দিলে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারু মাযহাব যাচাই করা হ'ত না' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩ পৃ.)*। তাই চার মাযহাব মান্য করা ফরয বলে যে কথা প্রচলিত আছে, তার কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং মাযহাবী তাক্বলীদ পরিত্যাগ করে ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসছে, যখন সুন্নাতের উপর দৃঢ় থাকা ব্যক্তি তোমাদের পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে' *(ছহীহাহ হা/৪৯৪)*।

৮. বিদ‘আত : অর্থ ‘নতুন সৃষ্টি’। পারিভাষিক অর্থে ধর্মের নামে সৃষ্ট কোন নতুন প্রথাকে বিদ‘আত বলে। সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা এবং সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*। অতএব কোন বিদ‘আতকে হাসানাহ

ও সাইয়েআহ তথা ভাল ও মন্দ দু'ভাগে ভাগ করাই আরেকটি বিদ'আত।

বিদ'আতের পরিণতি : বিদ'আতী আমলের পরিণাম হ'ল জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটাল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪০)*। 'আল্লাহ বিদ'আতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত আটকিয়ে রাখেন, যতক্ষণ না সে বিদ'আত পরিত্যাগ করে' *(ছহীহুত তারগীব হা/৫৪)*। ক্বিয়ামতের দিন হাঊয কাওছারের কিনারে দাঁড়িয়ে বিদ'আতীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বলবেন, দূর হও দূর হও যে আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৫৭১)*।

সমাজে প্রচলিত কিছু বিদ'আত : (১) বছরে একদিন ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা এবং সারা বছর বিভিন্ন উপলক্ষে মীলাদ ও ক্বিয়াম করা (২)

মৃত ব্যক্তির জন্য কুলখানী-কুরআনখানী ও চেহলাম বা চল্লিশা করা (৩) শবেবরাত-শবেমে‘রাজ এবং বিভিন্ন দিবস ও বার্ষিকী পালন করা (৪) জামা‘আত শেষে দলবদ্ধ মুনাজাত করা (৫) শোক দিবস, শোকের মাস, শোকের বছর, শোকসভা করা এবং এজন্য খানাপিনা বা কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন করা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ সহ অন্যান্য ইবাদতসমূহে বহু বিদ‘আত অনুপ্রবেশ করেছে।

৯. তাক্বলীদ ও ইত্তেবা :

শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে কারু কোন রায়ের অনুসরণকে ‘তাক্বলীদ’ বলা হয়। পক্ষান্তরে ছহীহ দলীল অনুযায়ী নবীর অনুসরণ করাকে ‘ইত্তেবা’ বলা হয়। দু’টির মধ্যে অন্ধকার ও আলোর পার্থক্য। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য হ’ল ‘তাক্বলীদে শাখছী’ বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা।

মুসলিম উম্মাহ্র অব্যাহত ভাঙনের মূল কারণ হ'ল ধর্মের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার জাতীয় তাক্বলীদ এবং বৈষয়িক বিষয়ের নামে নানাবিধ বিজাতীয় মতবাদের অন্ধ তাক্বলীদ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪৫)*। কিন্তু মাযহাবী তাক্বলীদ ও অন্ধ ব্যক্তিপূজার কুপ্রভাবে আমরা অজ্ঞতা বশে রাসূল (ছাঃ)-এর বহু সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। ফলে ধর্মের নামে নিত্য-নতুন বিদ'আত ও বিজাতীয় কুসংস্কার আমাদের আক্বীদা-আমল ও সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করছে। অতএব আসুন! আমরা আমাদের আক্বীদা ও আমলকে সংশোধন করি এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!!

ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম[১৭৪]

(১) তাকবীরে তাহরীমা : ওযূ করার পর ছালাতের সংকল্প করে[১৭৫] ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে

---

১৭৪. ছালাতের সময় পুরুষ দুই কাঁধসহ এবং নারী বাইরে তার হিজাব ও নিক্বাবসহ সর্বাঙ্গ ঢিলা পোষাকে আবৃত রাখবে। ছালাত অবস্থায় পুরুষ তার জামার হাতা সমূহ খোলামেলা ছেড়ে দিবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮৮৭; আহযাব ৩৩/৫৩, ৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা এটি অধিক পবিত্র ও অধিক পসন্দনীয়' *(তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। পুরুষের কাপড় ছালাত ও ছালাতের বাইরে সর্বদা টাখনুর উপরে থাকবে। কেননা টাখনুর নীচে যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামের আগুনে পুড়বে' *(বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪)*। পোষাক, টুপী ও পাগড়ীতে অমুসলিমদের ও বিদ'আতীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১)*। নারীদের পুরুষালী পোষাক এবং পুরুষদের মেয়েলী পোষাক পরা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসব লোককে ঘর থেকে বের করে দিতে বলেছেন *(বুখারী হা/৬৮৩৪; মিশকাত হা/৪৪২৮)*।

১৭৫. মুখে নিয়ত পাঠের প্রচলিত রীতি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতে এর কোন স্থান নেই। একইভাবে ছালাত শুরুর পূর্বে জায়নামাযের দো'আ

‘আল্লা-হু আকবর’ বলে দু’হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা শেষে বুকে বাঁধবে *(বুখারী হা/৭৪০; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯)*। এ সময় বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর রাখবে অথবা বাম কব্জির উপরে ডান কব্জি রেখে বুকের উপরে হাত বাঁধবে *(আহমাদ হা/২২৬১০)*।[১৭৬] অতঃপর সিজদার স্থানে দৃষ্টি

মনে করে *‘ইন্নী ওয়াজ্‌জাহ্‌তু...’* পাঠের রেওয়াজটি সুন্নাতের বরখেলাফ। মূলতঃ জায়নামাযের দো‘আ বলে কিছু নেই।

১৭৬. বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখা সম্পর্কে ১৮ জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছুই বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি *(দ্র. লেখক প্রণীত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই ‘তাকবীরে তাহরীমা ও বুকে হাত বাঁধা’ অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, ছালাতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জন্য বুকে হাত ও পুরুষের জন্য নাভীর নীচে হাত বাঁধার যে রেওয়াজ চালু আছে, হাদীছে বা আছারে এর কোন প্রমাণ নেই *(মির‘আত)*। একইভাবে হাতের তালুর উপর তালু রেখে বুকে হাত বাঁধার বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। দারাকুৎনী হা/১০৮৫ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১ম সংস্করণ ১৪১৭হি./১৯৯৬ খৃ.)।

রেখে বিনম্রচিত্তে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে মুছল্লী তার সর্বোত্তম ইবাদতের শুভ সূচনা করবে। এসময় জামা'আতে থাকলে পরস্পরে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াবে *(আবুদাঊদ হা/৬৬২; বুখারী হা/৭২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা ফাঁক বন্ধ কর। কেননা আমি দেখি শয়তান ছোট কালো বকরীর ন্যায় তোমাদের মাঝে ঢুকে পড়ে' (আবুদাঊদ হা/৬৬৬-৬৭)।

ছানা : *আল্লা-হুম্মা বা-'এদ বায়নী ওয়া বায়না খত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা বা-'আত্তা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খত্বা-ইয়া, কামা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ দানাস। আল্লা-হুম্মাগ্সিল খত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদ'।*

অনুবাদ : হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিচ্ছন্ন কর গোনাহ সমূহ হ'তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দাও পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮১২)*।

একে দো'আয়ে ইস্তেফতাহ বা 'ছানা' বলা হয়। ছানার জন্য অন্য দো'আও রয়েছে। তবে এই দো'আটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

(২) সূরা ফাতিহা পাঠ : 'ছানা' পাঠ শেষে *আ'ঊযুবিল্লাহ* ও *বিসমিল্লাহ* সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্যান্য রাক'আতে কেবল *বিসমিল্লাহ* সহ সূরা ফাতিহা পড়বে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮২৮)*।

জেহরী ছালাত হ'লে সূরা ফাতিহা শেষে ইমাম-মুক্তাদী সকলে সশব্দে 'আমীন' বলবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮২৫; তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৮৪৫)*। সূরা ফাতিহা ব্যতীত ইমাম-মুক্তাদী কারু কোন ছালাত হয় না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮২২)*।

সূরা ফাতিহা-মাক্কী ১ (মুখবন্ধ) :

উচ্চারণ : *আ‘ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম। বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম। (১) আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল ‘আ-লামীন (২) আর রহমা-নির রহীম (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন (৪) ইইয়া-কা না‘বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তা‘ঈন (৫) ইহ্‌দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম (৬) ছিরা-ত্বল্লাযীনা আন‘আমতা ‘আলাইহিম (৭) গায়রিল মাগযূবি ‘আলাইহিম ওয়া লায্‌ যোয়া-ল্লীন।*

অনুবাদ : আমি অভিশপ্ত শয়তান হ’তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)। (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক (২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক (৪) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) তুমি

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর! (৬) এমন লোকদের পথ, যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ (৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে’।-আমীন! (তুমি কবুল কর!)।

(৩) ক্বিরাআত : সূরা ফাতিহা শেষে ইমাম বা একাকী মুছল্লী প্রথম দু’রাক‘আতে কুরআনের অন্য কোন সূরা বা সূরার অংশ তেলাওয়াত করবে। কিন্তু মুক্তাদী হ’লে জেহরী ছালাতে চুপে চুপে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী সকলে প্রথম দু’রাক‘আতে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু’রাক‘আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে।

(৪) রুকূ : ক্বিরাআত শেষে ‘আল্লা-হু আকবর’ বলে দু’হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠিয়ে ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ করবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৭৯৩-৯৪)*। অতঃপর রুকূতে যাবে। এ সময় হাঁটুর উপরে দু’হাতে ভর দিয়ে পা, হাত, কনুই,

পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে এবং সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে *(হাকেম হা/১৭৬১ প্রভৃতি)*। অতঃপর রুকূর দো‘আ পড়বে।

রুকূর দো‘আ : *‘সুবহা-না রব্বিয়াল ‘আযীম’* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান) কমপক্ষে তিনবার পড়বে *(ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮)*।

(৫) ক্বওমা : অতঃপর *‘সামি‘আল্লা-হু লিমান হামিদাহ’* বলে রুকূ থেকে উঠে সোজা ও সুস্থিরভাবে দাঁড়াবে এবং রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে।[১৭৭] এ

---

১৭৭. রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হ’তে ওঠার সময় ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ করা সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। একটি হিসাব মতে ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা ‘আশারায়ে মুবাশ্শারাহ’ সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন চার শত। ইমাম সুয়ূত্বী ও আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’-এর হাদীছকে ‘মুতাওয়াতির’ (যা ব্যাপকভাবে ও অবিরত ধারায় বর্ণিত) পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন *(দ্র. লেখক প্রণীত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ অনুচ্ছেদ)*।

সময় দু'হাত ক্বিবলামুখী খাড়া রেখে কাঁধ বা কান বরাবর উঠাবে। অতঃপর ক্বওমার দো'আ পড়ে দু'হাত ছেড়ে দিবে *(বুখারী হা/৮২৮; আলবানী, ছিফাত ১২০ পৃ.)*। ক্বওমার সময় ইমাম-মুক্তাদী সকলে বলবে '*সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ*' (আল্লাহ তার কথা শোনেন, যে তার প্রশংসা করে)।

ক্বওমার দো'আ : *'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা) *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮৭৪-৭৭)*। **অথবা** '*রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু হাম্‌দান কাছীরান ত্বইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহ*' (হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়) *(বুখারী হা/৭৯৯)*। ক্বওমার জন্য অন্য দো'আও রয়েছে।

(৬) সিজদা : ক্বওমার দো'আ পাঠ শেষে '*আল্লা-হু আকবর*' বলে প্রথমে দু'হাত ও পরে দু'হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে *(আবুদাঊদ*

হা/৮৪০)। এ সময় নাক সহ কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের আংগুল সমূহের অগ্রভাগ সহ মোট ৭টি অঙ্গ মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮৮৭)*। দু'হাত ক্বিবলামুখী করে মাথার দু'পাশে কাঁধ বা কান বরাবর মাটিতে স্বাভাবিকভাবে রাখবে ও দো'আ পড়বে। হাঁটু থেকে নিজ হাতের মাপে দেড় হাত দূরে সিজদা দিবে। পিঠ সোজা রাখবে। কনুই ও বগল ফাঁকা থাকবে। যেন নীচ দিয়ে একটা বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে *(আবুদাঊদ হা/৮৯৮)*। হাঁটুতে বা মাটিতে ঠেস দিবে না।

অনেক মহিলা সিজদায় গিয়ে মাটিতে নিতম্ব রাখেন। এই মর্মে 'মারাসীলে আবুদাঊদে' বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই 'যঈফ' *(যঈফাহ হা/২৬৫২)*। এর ফলে সিজদার রুকন ও সুন্নাতী তরীকা বিনষ্ট হয়। বস্তুত পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯)*।

অতঃপর *আল্লা-হু আকবর* বলে সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এ সময় স্থিরভাবে বসে দো'আ পড়বে। অতঃপর *আল্লা-হু আকবর* বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দো'আ পড়বে। রুকূ ও সিজদায় কুরআনী দো'আ পড়বে না *(মুসলিম হা/৪৭৯; মিশকাত হা/৮৭৩)*। ২য় ও ৪র্থ রাক'আতে দাঁড়াবার প্রাক্কালে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসবে। একে 'জালসায়ে ইস্তিরা-হাত' বা 'স্বস্তির বৈঠক' বলে *(বুখারী হা/৮২৩)*। অতঃপর মাটিতে দু'হাতে ভর দিয়ে *আল্লা-হু আকবর* বলে ধীরে-সুস্থে দাঁড়িয়ে যাবে *(বুখারী হা/৮২৪)*।

অনেকে দু'হাঁটুর উপর অথবা মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর ভর করে সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ান। এটা ঠিক নয়। কেননা এর দ্বারা মাটিতে পুরা ভর দেওয়া যায় না। ইবনু ওমরের হাদীছে كَانَ

يَعْجِنُ শব্দ এসেছে। যার অর্থ আটার খামীর যেমন হাতের পুরা চাপ দিয়ে করতে হয়, অনুরূপভাবে মাটিতে হাতের পুরা চাপ দিয়ে উঠতে হয় *(ছিফাত ১৩৭ পৃ.)*।

'হাতের উপরে ভর না দিয়ে তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন' বলে 'ত্বাবারাণী কাবীরে' বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল এবং উক্ত মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছই 'যঈফ'।[১৭৮]

সিজদার দো'আ : *'সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা'* ('মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ')। কমপক্ষে তিনবার পড়বে *(ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮)*। রুকূ ও সিজদার অন্য দো'আও রয়েছে।

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ : *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া 'আ-ফেনী ওয়ার্‌ঝুক্বনী।*

---

১৭৮. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২, ৯২৯, ৯৬৭।

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! (১) তুমি আমাকে ক্ষমা কর, (২) আমার উপরে রহম কর, (৩) আমার অবস্থার সংশোধন কর, (৪) আমাকে সুপথ প্রদর্শন কর, (৫) আমাকে সুস্থতা দান কর ও (৬) আমাকে রূযী দান কর’।[১৭৯] উক্ত ৬টি বিষয়ে দো‘আ করার পর ছালাত শেষে পুনরায় দু’হাত তুলে ইমাম-মুক্তাদী দলবদ্ধভাবে মুনাজাতের কোন প্রয়োজন থাকে কি? তবে একাকী হাত তুলে দো‘আ করা যায়।

(৭) বৈঠক : ২য় রাক‘আত শেষে বৈঠকে বসবে। যদি **১ম** বৈঠক হয়, তবে কেবল *আত্তাহিইয়া-তু* পড়ে ৩য় রাক‘আতের জন্য মাটিতে দু’হাতে ভর দিয়ে *আল্লা-হু আকবর* বলে দাঁড়িয়ে যাবে ও বুকে হাত বাঁধবে। আর যদি

---

১৭৯. তিরমিযী হা/২৮৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৯৮; আবুদাঊদ হা/৮৫০; ঐ, মিশকাত হা/৯০০।

শেষ বৈঠক হয়, তবে *আত্তাহিইয়া*-তু পড়ার পর দরূদ, দো'আয়ে মাছূরাহ ও সম্ভব হ'লে অন্যান্য দো'আ পড়বে।

১ম বৈঠক হ'লে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে। শেষ বৈঠক হ'লে বাম পায়ের পাতার অগ্রভাগ ডান পায়ের তলা দিয়ে বের করে মাটিতে বসবে ও সর্বাবস্থায় ডান পা খাড়া রাখবে। এসময় ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি সাধ্যমত ক্বিবলামুখী করবে *(বুখারী হা/৮২৮; আবুদাঊদ হা/৭৩০)*। বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলি বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে। ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলী ধীরগতিতে নাড়িয়ে ইশারা করতে থাকবে *(মুসলিম হা/৫৮০; নাসাঈ হা/৮৮৯)*। মুছল্লীর নযর ইশারার বাইরে যাবে না *(আবুদাঊদ হা/৯৯০)*।

বৈঠকের দো'আ সমূহ

(ক) তাশাহ্হুদ (আত্তাহিইয়া-তু) :

উচ্চারণ : *আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছালাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বইয়িবা-তু আসসালা-মু 'আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আসসালা-মু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিছ ছ-লেহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহ।*

অনুবাদ : যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হৌক আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপরে। আমি সাক্ষ্য

দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৯০৯)*।

(খ) দরূদ :

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ছল্লে 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছল্লায়তা 'আলা ইবর-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্‌র-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্ল -হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্‌তা 'আলা ইব্‌র-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্‌র-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ কর মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপর, যেমন তুমি অনুগ্রহ করেছ ইব্রাহীম ও ইব্রাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মাদ ও

মুহাম্মাদের পরিবারের উপর, যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছ ইব্রাহীম ও ইব্রাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৯১৯)*।

(গ) দো'আয়ে মাছূরাহ :

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্সী যুলমান কাছীরাঁও অলা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্ফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রহীম'*।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গোনাহ মাফ করার কেউ নেই তুমি ব্যতীত। অতএব তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা কর এবং আমার উপরে অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৯৪২)*। এরপর অন্যান্য দো'আ পড়তে পারে।

(৮) সালাম : দো‘আয়ে মাছূরাহ শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে *‘আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’* (আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে তোমার উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক!) বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম সালামের শেষে *‘ওয়া বারাকা-তুহু’* (এবং তাঁর বরকত সমূহ) যোগ করা যাবে। এভাবে ছালাত শেষ করে প্রথমে সরবে একবার *‘আল্লা-হু আকবর’* (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) ও তিনবার *‘আস্তাগফিরুল্লা-হ’* (আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) বলবে। এ সময় ইমাম হ’লে ডাইনে অথবা বামে ঘুরে মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবে।

ফজর ও আছরের শেষে মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসা এবং অন্য সময় না বসা এবং কেবল ফরয ছালাতে ইমামের পাগড়ী মাথায় দেওয়া ও সালাম ফিরানোর পরে তা খুলে রাখা, সম্পূর্ণরূপে সুন্নাত বিরোধী কাজ।

অতঃপর সকলে পড়বে।- *আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-ম, ওয়া মিন্‌কাস্ সালা-ম, তাবা-রক্‌তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম*।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ তুমিই শান্তি, তোমার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় তুমি হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'। এটুকু পড়েই মুছল্লী উঠে যেতে পারেন' *(মুসলিম হা/৫৯২; মিশকাত হা/৯৬০)*।

এসময় ডান হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করবে। প্রচলিত তাসবীহ মালায় বা অন্য কিছু দিয়ে নয়। তাছাড়া এতে 'রিয়া' অর্থাৎ লোক দেখানোর সম্ভাবনা বেশী থাকে। আর 'রিয়া' হ'ল ছোট শিরক' *(ছহীহাহ হা/৯৫১)*। ফলে তাসবীহ পাঠের সকল নেকী বরবাদ হবার সম্ভাবনা থাকবে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য লেখক প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের 'ছালাত পরবর্তী যিকর সমূহ' অধ্যায়)*।

মাসবূকের ছালাত : কেউ ইমামের সাথে ছালাতের কিছু অংশ পেলে তাকে ‘মাসবূক্ব’ বলে। মুছল্লী ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থায় ছালাতে যোগদান করবে *(তিরমিযী হা/৫৯১, মিশকাত হা/১১৪২)*। ইমামের সাথে যে অংশটুকু পাবে, ওটুকুই তার ছালাতের প্রথম অংশ হিসাবে গণ্য হবে। রুকূ অবস্থায় পেলে স্রেফ সূরা ফাতিহা পড়ে রুকূতে শরীক হবে। ‘ছানা’ পড়তে হবে না। সূরা ফাতিহা পড়তে না পারলে রাক‘আত গণনা করা হবে না। মুসাফির কোন মুক্বীমের ইক্বতিদা করলে পুরা ছালাত আদায় করবে। অতএব রুকূ, সিজদা, বৈঠক যে অবস্থায় ইমামকে পাওয়া যাবে, সেই অবস্থায় জামা‘আতে যোগদান করবে। তাতে সে জামা‘আতের পূর্ণ নেকী পেয়ে যাবে *(আবুদাঊদ হা/৫৬৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

‘ছালাতের যে অংশটুকু তোমরা পাও সেটুকু আদায় কর এবং যেটুকু বাদ পড়ে, সেটুকু পূর্ণ কর’ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬৮৬)*।

ক্বাযা ছালাত : ক্বাযা ছালাত দ্রুত ও ধারাবাহিকভাবে একামত সহ আদায় করা বাঞ্ছনীয় *(মুসলিম হা/৬৮০; মিশকাত হা/৬৮৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কেউ ছালাত ভুলে গেলে অথবা ঘুমিয়ে গেলে তার কাফফারা হ’ল ঘুম ভাঙলে অথবা স্মরণে আসার সাথে সাথে সেটি আদায় করা। এটি ব্যতীত তার কোন কাফফারা নেই’ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬০৩-০৪)*।

সফরের ছালাত :

সফরের ছালাতে ‘ক্বছর’ করার অনুমতি রয়েছে *(নিসা ৪/১০১)*। সফরে থাকা অবস্থায় যোহর-আছর *(২+২=৪ রাক‘আত)* ও মাগরিব-এশা

(৩+২=৫ রাক'আত) পৃথক এক্বামতের মাধ্যমে সুন্নাত ও নফল ছাড়াই জমা ও ক্বছর করে তাক্বদীম ও তাখীর দু'ভাবে পড়ার নিয়ম রয়েছে *(বুখারী হা/১১০৭; মিশকাত হা/১৩৩৯)*। অর্থাৎ শেষের ওয়াক্তের ছালাত আগের ওয়াক্তের সাথে 'তাক্বদীম' করে অথবা আগের ওয়াক্তের ছালাত শেষের ওয়াক্তের সাথে 'তাখীর' করে একত্রে পড়বে *(আবুদাঊদ হা/১২০৮; মিশকাত হা/১৩৪৪)*। তবে ইমাম মুক্বীম হ'লে মুসাফির পুরা পড়বে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৩৪৭-৪৮)*।

হজ্জের সফরে আরাফাতের ময়দানে কোনরূপ সুন্নাত-নফল ছাড়াই পৃথক এক্বামতের মাধ্যমে যোহর ও আছর ক্বছরের সাথে একত্রে (২+২) যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে 'জমা তাক্বদীম' করে এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে

(৩+২) এশার সময় পৃথক এক্বামতে 'জমা তাখীর' করে জামা'আতের সাথে অথবা একাকী পড়বে *(বুখারী হা/১৬৬২, ১৬৭৩; মিশকাত হা/২৬১৭, ২৬০৭)*। সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত সমূহ পড়তেন না *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৩৩৮)*। অবশ্য বিতর, তাহাজ্জুদ ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৫৭)*। তবে সাধারণ নফল ছালাত যেমন তাহিইয়াতুল ওযূ, তাহিইয়াতুল মাসজিদ ইত্যাদি আদায়ে তিনি কাউকে নিষেধ করতেন না *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৩৪০)*।

****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلي ولوالدىَّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

উ
প
পূ
দ
মদীনা
৪৬০ কি.মি.
তান‘ঈম
৬ কি.মি.
মিনা
৮ কি.মি.
মুযদালিফা
১৩ কি.মি.
জেদ্দা
৯০ কি.মি.
আরাফাহ
২২.৪ কি.মি.
ইয়ালামলাম
১২৩ কি.মি.
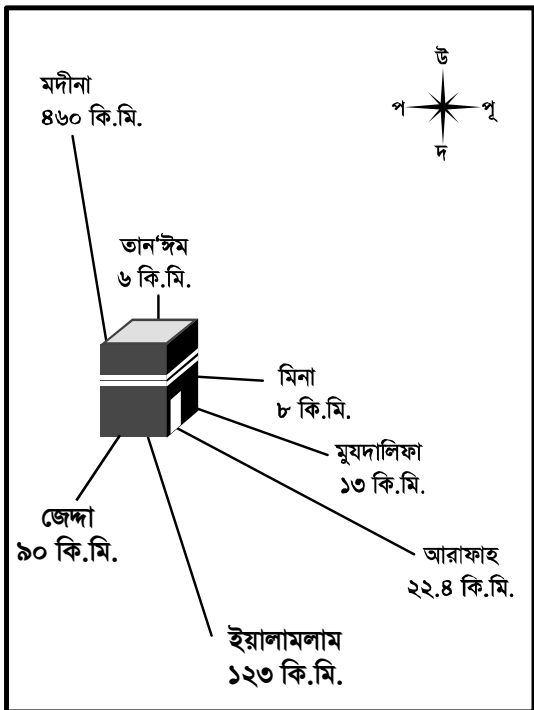
লেখকের প্রসিদ্ধ বই সমূহ (كتب المؤلف الشائعة)

১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৯ম প্রকাশ (৫০/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ৪৫০/=। **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), চতুর্থ সংস্করণ (১৮০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬-৭.** নবীদের কাহিনী-১,২, (১৮০/= ১৫০/=)। **৮.** ঐ,-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৫০/=। **৯-১১.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮, ২৯, ৩০ পারা (৫০০/= ৩০০/= ৫০০/=)। **১২.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, (৪০/=)। **১৩.** ইক্বামতে দ্বীন (৩৫/=)। **১৪.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, (২০/=)। **১৫.** তিনটি মতবাদ (৩০/=)। **১৬.** জিহাদ ও ক্বিতাল (৩৫/=)। ১৭. জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ (১৫/=)। ১৮. হাদীছের প্রামাণিকতা (৬৫/=)। ১৯. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (২৫/=)। ২০. জীবন দর্শন (দর্শন বিষয়ক ১৬টি সম্পাদকীয়) (৫৫/=)। **২১-২২.** দিগদর্শন-১, ২ (৭৯ + ৭২ =১৫১টি সম্পাদকীয়) (৮০/= ১০০/=)। **২৩.** দাওয়াত ও জিহাদ (২৫/=)। **২৪-২৬.** আরবী ক্বায়েদা (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ) (৫৫/= ৭৫/= ৭০/=)। **২৭.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (২০/=)। **২৮.** মীলাদ প্রসঙ্গ (২৫/=)। **২৯.** শবেবরাত (২৫/=)। **৩০.** আশূরায়ে মুহাররম (২০/=)। **৩১.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা ১০ম প্রকাশ (৮০/=)। **৩২.** তালাক ও তাহলীল (৩৫/=)। **৩৩.** হজ্জ ও ওমরাহ, ১০ম সংস্করণ (৯০/=)। **৩৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (বাকী বিক্রয়ে অধিক লাভ) (২০/=)। **৩৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৫০/=)। ৩৬. মাল ও মর্যাদার লোভ (২৫/=)। **৩৭.** শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ (৬০/=)। **৩৮.** তরজমাতুল কুরআন (৮৫০/=)। **৩৯.** যাকাত ও ছাদাক্বা (৮৫/=)। **৪০.** পোষাক ও পর্দা (৮০/=)। **৪১.** The Philosophy of Life in Islam (৯০/=)। **৪২.** হায়াতুন্নবী (ছাঃ) : রাসূল (ছাঃ) কি কবরে দুনিয়াবী দেহে জীবিত? (৪০/=)। **৪৩.** শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কর্তব্য (৩৫/=)। **৪৪.** বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন (৯০/=)। **৪৫.** ইসলামে বাক স্বাধীনতা (৩৫/=)।